সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

◈ ২২ জুলাই ২০২৪ ◈ সোমবার ◈ বর্ষ: ৬৫ ◈ সংখ্যা: ৪১-৪২

www.weeklyarafat.com

গ্রেট মসজিদ অব দেমাক, ইন্দোনেশিয়া

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

- বর্ষ : ৬৫
- সংখ্যা : ৪১-৪২
- বার : সোমবার

- ২২ জুলাই- ২০২৪ ঈসায়ী
- ০৭ শ্রাবণ- ১৪৩১ বাংলা
- ১৫ মুহার্‌রম- ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- ✍ **সম্পাদকীয়** ০৩
- ✍ **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - ❖ **কর্তব্যে অবহেলার পরিণতি শুভ হয় না**
    শাইখ মুহাম্মদ হারুন হুসাইন- ০৪
- ✍ **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - ❖ **মহানবী (ﷺ) বিশ্বমানবতার অনুপম আদর্শ**
    শাইখ নূরুল আবসার- ০৬
- ✍ **প্রবন্ধ :**
  - ❖ **স্পৃহণীয় মৃত্যুর তামান্না**
    মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক- ১০
  - ❖ **সুফিবাদ : জ্ঞানের উৎসই যেখানে ভিন্ন**
    আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী- ১৩
  - ❖ **রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সৃষ্টি সম্পর্কিত বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্**
    শাইখ আখতারুল আমান আল মাদানী- ১৮
  - ❖ **যে যিক্‌রে আনন্দ মেলে**
    লেখক : শায়খ আব্দুর রাযযাক ইবন আব্দুল মুহসিন আল বদর
    –মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার- ২২
- ✍ **ক্বাসাসুল কুরআন :**
  - ❖ **পিঁপড়া ও মৌমাছির সমাজ**
    হাশিম বিন আবদুল হাকিম- ২৭
- ✍ **বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস** ২৮
- ✍ **স্মৃতিচারণ :**
  - ❖ **প্রফেসর ড. এম. এ বারী (রাহিমাহুল্লাহ) আমার দেখা কীর্তিমান দেউটি**
    অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ৩০
- ✍ **প্রাসঙ্গিক ভাবনা :**
  - ❖ **সংঘাত-সহিংসতা, না অধিকার?**
    আবূ সা‘আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ৩৩
- ✍ **বিজ্ঞান-বিস্ময় :**
- ✍ **আলোকিত ভুবন** ৩৬
- ☐ **স্বাস্থ্য সচেতনতা** ৪০
- ✍ **কবিতা** ৪৩
- ✍ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪৪
- ☐ **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৭

সম্পাদকীয়

বিত্তের কাছে নৈতিকতার পরাজয়

মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণিকের পৃথিবীর মায়াজালে জড়িয়ে মানুষ নানাবিধ কর্মচাঞ্চল্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। ভুলেই যায় যে, এই ক্ষণিকের জীবন সাঙ্গ হলেই তাকে অনন্ত জীবনের পথে পাড়ি জমাতে হবে। দুনিয়াবি জীবনের সমৃদ্ধি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, বিত্ত-বৈভব, ঐশ্বর্য-মহিমা করায়ত্তের নেশায় মানুষ আজ পাগলপারা। এ জগতে যার যত বেশি বিত্ত-বৈভব, তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সামাজিক মর্যাদা ততো বেশি। সর্বক্ষেত্রে তার মূল্যায়ন। কী পারিবারিক অঙ্গনে, কী সামাজিক অঙ্গনে। মানুষ চরকির মতো তার পিছনে ঘোরে। তাই তো অধিকাংশ মানুষ আজ নীতি-নৈতিকতা ও বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে অর্থ-সম্পদ উপার্জন ও অধিগতকরণে চরমভাবে আসক্ত। সৃষ্টির সেরা জীব আজ বিত্তের দাসত্বে পরিণত হয়েছে। পক্ষান্তরে নীতি-সততা, বিদ্যা-বিবেক ও ন্যায়মার্গ বড্ড অসহায়ত্ব বোধ করছে। অর্থের কাছে সভ্যতা পরাজিত। বিত্তের কাছে মানবতা নির্জিত। ঐশ্বর্যের কাছে আদর্শ বশীভূত। প্রতিপত্তির কাছে বিবেক পরাভূত। বলা যায়- নৈতিকতা আজ অথৈ ঢেউয়ে ভাসমান খড়কুটোর মতো অথবা ধূসর মুরুর বুকে তৃষ্ণার্ত চাতকসদৃশ।

মানবজীবনে অর্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বৈধ উপায়ে বিত্তবান হওয়া দোষের নয়। কিন্তু মনুষ্যত্ব ও বিবেক বিসর্জন দিয়ে, বিত্তকে প্রভুর আসনে বসিয়ে, স্বকীয়তা ও ব্যক্তিত্বকে ভূলুণ্ঠিত করে আপন সত্তাকে দাসত্বের বন্দিশালায় শৃঙ্খলিত করা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। এসবই সভ্যতার পরিপন্থী।

আমরা নৈতিকতার কথা বলি, সভ্যতার চর্চা করি, সততার আবৃত্তি করি, ন্যায়ের অনুশীলনের উপদেশ দিই। কিন্তু এগুলোর সাথে বাস্তবতা যোজন যোজন দূরে। "কাজির গোরু কিতাবে আছে গোশালায় নেই" এই প্রবাদবাক্য সত্যিই যথার্থ। কেননা, আমরা মুখে যে বুলিই আওড়ায় না কেন, বিত্তের দাসত্ব আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। ফলে বাহ্যিকদৃষ্টিতে সমৃদ্ধির সাগরে ভাসলেও চরম আধ্যাত্মিক সংকটে আমরা নিমজ্জিত। বাহ্যিক সৌন্দর্য ও চাকচিক্য বাড়লে সুখপাখিটা অন্তরিক্ষে ভাসে।

এ কথা চিরন্তন সত্য যে, দুনিয়ার জীবন নিতান্তই তুচ্ছ ও নগণ্য। অথচ আমরা এতটাই বোধশক্তিহীন হয়ে পড়েছি যে, ক্ষণিকের এই জীবনকে সাজাতে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হচ্ছি। সকলেই চাচ্ছি আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে। সর্বক্ষেত্রেই যেন একধরনের যুদ্ধংদেহি অবস্থা বিরাজ করছে। বাড়ছে যুল্‌ম-অত্যাচার, নির্যাতন-নিষ্পেষণ। রক্তাক্ত হচ্ছে জনপদ, বাড়ছে ধ্বংসযজ্ঞ। প্রাপ্তি শূন্য! সৃষ্টি হচ্ছে সভ্যতা ও মানবতার সংকট। এসবই করছি বিত্তের জন্য। কর্তৃত্বের জন্য। আপন স্বার্থ চরিতার্থের মানসে। অথচ আমরা ভুলতে বসেছি মহামহিম স্রষ্টার বাণী–

"আমি আল্লাহ অবশ্যই আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও জলে বিচরণ করার সক্ষমতা দিয়েছি। তাদেরকে পবিত্র রিযিক দিয়েছি আর আমি তাদেরকে আমার অধিকাংশ সৃষ্টির উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"

আজ সর্বত্রই ইনসাফের সংকট। আল্লাহ তা'আলা সামাজিক স্থিতিশিলতার জন্য ন্যায়-ইনসাফ, প্রতিটি কর্মে নিষ্ঠাবোধ ও নিকটাত্মীয়দের অধিকার নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর ফাহেশা, গর্হিত কাজ এবং সর্বপ্রকার সীমালঙ্ঘনকে সর্বোতভাবে নিষেধ করেছেন। বাস্তবে এ নির্দেশনার মধ্যেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও বিবেকের জাগরণ ঘটানো হয়েছে। আজ তা প্রয়োগিক জীবনে প্রতিফল আবশ্যক। অথচ আমাদের সমাজে এখনো এমন কিছু মানুষ বেঁচে আছেন, যারা সত্যিকারার্থে শিষ্ট-সুশীল, বিনীত-বিনম্র, মার্জিত-নীতিবান। সমাজে তাঁদের অবস্থান ম্রিয়মাণ মনে হলেও, তাঁদের কারণে জগৎ আজও করোজ্জ্বল। ❑

আল কুরআনুল হাকীম

কর্তব্যে অবহেলার পরিণতি শুভ হয় না

–শাইখ মুহাম্মদ হারুন হুসাইন*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ○ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ○ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

"দুনিয়ার জীবনতো খেল-তামাশা মাত্র। যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করো, আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন। তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না। তিনি তোমাদের কাছে তা চাইলে এবং অতিষ্ঠ করলে তোমরা কার্পণ্য করবে। তিনি তোমাদের মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দেবেন। শোনো, তোমরাইতো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। অথচ তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এরপর তারা তোমাদের মতো হবে না।"[১]

দার্‌সের বিষয়বস্তু

আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ নিয়ে মানুষের আস্ফালন করা উচিত নয়। দুনিয়ার লোভ-লালসা ঈমান চর্চার ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়। ইসলাম প্রচার ও প্রসারের গুরু-দায়িত্ব পালন না করলে অন্য দায়িত্বশীল জাতি আল্লাহ তা'আলা প্রতিষ্ঠিত করবেন। তারা পূর্ণ আমানতদারীর সাথে দায়িত্ব পালন করবে; তোমাদের মতো অলস ও দুনিয়া বিলাসী হবে না।

প্রাসংঙ্গিক ব্যাখ্যা

মহান আল্লাহর বাণী–

﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ...﴾

ঈমান রক্ষা ও সে পথে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে অর্জিত বিজয়ই প্রকৃত বিজয়। আর তা হচ্ছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। পক্ষান্তরে পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করা নিছক বোকামী ব্যতীত অন্য কিছু না।[২]

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়াবী বস্তু সর্বাবস্থায় নিঃশেষ ও ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। এগুলোকে আপাততঃ বাঁচিয়ে রাখলেও অন্য সময় এগুলো হাত ছাড়া হয়ে যাবে। তাই এ সব ধ্বংসশীল ও অস্থায়ী বস্তুর মুহাব্বাতকে পরকালের স্থায়ী অক্ষয় নিয়ামতের মুহাব্বাতের উপর প্রাধান্য দিয়ো না।[৩]

মহান আল্লাহর বাণী :

﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا...﴾

আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে মু'মিন বান্দাদেরকে ফর্‌য যাকাতও তাঁর আনুগত্যে ব্যয় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও কিছু মানুষ কৃপণতা করে।

**সম্পাদক- সাপ্তাহিক আরাফাত ও সিনিয়র যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস।*

[১] *সূরা মুহাম্মাদ : ৩৫-৩৮।*

[২] *জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন- ইমাম ইবনু জারীর আত্ তাবারী, ২২/১৯০।*

[৩] *পবিত্র কুরআনুল কারীম- অনুদিত : মাওলানা মহিউদ্দিন খাঁন, বাদশা ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা, ১২৬২-১২৬৩।*

যারা মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তারা নিজেদের জন্যই কৃপণতার অশুভ পরিণাম ডেকে আনে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ধন-সম্পদ ও 'আমলের মুখাপেক্ষী নন; তিনি সম্পূর্ণ অভাবশূন্য।[৪]

মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ...﴾

আবূ হাতিম ও ইবনু জারীর (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন : যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যও তাঁর নিকট থেকে আসা শরিয়তের আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তিনি তোমাদের পরিবর্তে এমন এক জাতির উত্থান ঘটাবেন– যারা তাঁর নির্দেশ শ্রবণকারী হবে এবং আনুগত্য প্রদর্শন করবে।[৫]

এ আয়াতে উল্লিখিত সম্ভাব্য আনুগত্যশীল জাতি বলতে কোন জাতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা নিয়ে কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনা নেই। অনেকেই কিছু অগ্রহণযোগ্য ও অসার্থিত উদ্ধৃতির উল্লেখ করে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন; যা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কাঁধে অর্পিত ঈমান ও 'আমলের দায়িত্ব যথাযথ পালন না করলে কি পরিণতি হতে পারে– সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর পক্ষে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে মুফতী শফি (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন : তোমাদের ধন-সম্পদে আল্লাহ তা'আলার কি প্রয়োজন থাকতে পারে, তিনি তো স্বয়ং তোমাদের অস্তিত্বেরও মুখাপেক্ষী নন। যদি তোমরা আমার (আল্লাহর) বিধানাবলী পরিত্যাগ করে বসো, তবে যতদিন আমি পৃথিবীকে এবং ইসলামকে বাকী রাখতে চাইব– ততদিন সত্য ধর্মের হিফাযত এবং বিধানাবলী পালন করার জন্যে অন্য জাতি সৃষ্টি করব। তারা তোমাদের মতো বিধানাবলীর প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না; বরং আমার পুরোপুরি আনুগত্য করবে।[৬]

[৪] *তাফসীর আল-বাগাভী- আবূ মুহাম্মাদ আল-হুসাইন আল-বাগাভী, ৪/২১৯।*

[৫] *তাফসীর আত্ তাবারী- ইমাম ইবনু জারীর, ১১/৩২৯।*

[৬] *পবিত্র কুরআনুল কারীম- অনূদিত : মাওলানা মহিউদ্দিন খাঁন, বাদশা ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা, ১২৬৩।*

শিক্ষাসমূহ

১. দুনিয়া পরীক্ষার কেন্দ্র। এখানে নেতৃত্ব-কতৃত্ব ও ভোগ-বিলাস নিয়ে যারা বিভোর থাকবে, তারা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

২. আল্লাহর দীন প্রচার ও প্রসারের ন্যায় গুরু দায়িত্ব কারোর প্রতি অর্পিত হলে সে তা পালনে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে; কোনরূপ অহংকার করবে না। উপরন্তু মাদ'উ বা আহুত ব্যক্তিদের সাথে ভদ্র-নম্র ব্যবহার করবে; কখনো তাদের প্রতি কঠোর হবে না।

৩. প্রত্যেকে তার প্রাপ্ত ফলাফল বুঝে পাবে। আল্লাহ তা'আলা করো প্রতি ন্যূনতম কোনো অবিচার করবেন না। হিসাবের খাতায় কোনো প্রকার কম করা হবে না।

৪. দুনিয়ার বিধিসম্মত ভোগ্যবস্তুর প্রয়োজন আছে। তবে কোনো ঈমানদার ব্যক্তি আখিরাতের মহান স্বার্থ পরিত্যাগ করে দুনিয়ার ভোগবিলাসে মাতাল হতে পারে না। কেননা, এ সবইতো দ্রুত ধ্বংসশীল বস্তু।

৫. আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীন রক্ষার্থে ও কেবল মানব কল্যাণে অর্জিত সম্পদ ব্যয় করতে নির্দেশ দেন। অথচ মানুষ কৃপণতার ব্যধিতে আক্রান্ত। তাদের অন্তরের কৃপণতা একদিন প্রকাশ পাবেই।

৬. দীনের দা'ওয়াত ও তাবলীগের গুরু দায়িত্ব যথাসাধ্য পালন না করলে পরিণতি অশুভ। দুনিয়াতে হতে পারে গাফিলরা দায়িত্বহারা অপাংতেও। আর আখিরাতে তো রয়েছে মহান আল্লাহর রোষানল।

উপসংহার

আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সমাজ চিত্র প্রায় পাল্টে গেছে। মানুষ দুনিয়াকে আসল ঠিকানা মনে করে দুনিয়ার গোলামে পরিণত হয়ে পড়ছে। মহান আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করছে; অথচ তার নাফরমানী করতে কুণ্ঠাবোধ করছে না। তার দেয়া মাল অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করছে। কেউবা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সমাজের খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে দূর্বিষহ জীবনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ঈমান-'আমলের কথা বলব! সেখানে বিভ্রান্তির অন্ত নেই। দীনি দা'ওয়াত ও তাবলীগি কাফেলার কথা বলব! সেখানেও যেনো ইখলা-স বা নীতি বাক্য কথা যাদুবক্সে বন্দি। হায়! কবে আমাদের সু-বুদ্ধির উদয় হবে। ❑

৬৫ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২২ জুলাই- ২০২৪ ঈ. ❖ ১৫ মুহাররম- ১৪৪৬ হি.

হাদীসে রাসূল ﷺ

মহানবী (ﷺ) বিশ্বমানবতার অনুপম আদর্শ

–শাইখ নূরুল আবসার★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

فَرَجَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلٰى خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ (ﷺ) فَقَالَ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَزَمَّلُوْهُ حَتّٰى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلٰى نَفْسِيْ فَقَالَتْ خَدِيْجَةُ كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَتَصْدُقُ الْحَدِيْثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِيْ الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ.

সরল বাংলায় অনুবাদ

অতঃপর এ আয়াত (যা হেরা গুহায় অবতীর্ণ হয়েছিল) নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হৃদয় তখন ভয়ে কাঁপছিল। তিনি খাদীজাহ্ বিনতু খুওয়ায়লিদের নিকট এসে বললেন, 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত করো', 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত করো।' তাঁরা তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করলেন। এমনকি তাঁর ভয় দূর হলো। তখন তিনি খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর নিকট ঘটনা বৃত্তান্ত জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি আমার নিজেকে নিয়ে শঙ্কা বোধ করছি। খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বললেন, আল্লাহর কসম, কখনই নয়। আল্লাহ আপনাকে কখনও লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো আচরণ করেন, অন্য বর্ণনায় আপনি সত্য কথা বলেন, অসহায় দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক্ব পথের দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।[৭]

হাদীসের ব্যাখ্যা

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ওয়াহীর প্রাথমিক অবস্থা বর্ণনার পর তার প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-কে বললেন, আমি আমার জীবনের ব্যাপারে ভয় পাচ্ছি। তখন খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে অভয় দিয়ে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কখনো অপমান করবেন না। তারপর খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, যে বৈশিষ্ট্যগুলো তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব থেকেই অনুশীলন করে আসছিলেন। আর সেই বৈশিষ্ট্যগুলো ধর্ম-বর্ণ সকলের নিকট সমাদৃত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঐ সকল গুণাবলীর অনুশীলন এমন এক সময় করেছেন, যখন আরবের মানুষদের স্বভাব-চরিত্র ছিল অত্যন্ত বিপর্যস্ত। ছিল না তাদের মাঝে কোনো মানবতা ও মনুষ্যত্ব। মানুষ ছিল পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত। খুনোখুনি, রাহাজানি ও অন্যায়-অবিচার ছিল তাদের সমাজে স্বাভাবিক অবস্থা। ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে ছিল না কোনো ভেদাভেদ। সত্য ও মিথ্যার মাঝে ছিল না কোনো পার্থক্য। অর্থ-সম্পদ উপার্জনে ছিল না কোনো সংগতিপূর্ণ নীতিমালা। ঠিক এহেন বিপর্যস্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এমন সব অনন্য বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন করেছিলেন, যা পুরো আরব জাতিকে অবাক ও হতভম্ব করেছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নবুওয়াতের পর ইসলাম সেই সকল বৈশিষ্ট্যকে কিভাবে মূল্যায়ন করলো এবং কুরআন ও হাদীস সেই বৈশিষ্ট্য অর্জনে আমাদের কি দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে– নিম্নে চারটি পয়েন্টে আমরা তা আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

অবিস্মরণীয় গুণচতুষ্টয়

১. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে থেকেই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতেন। পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআনেও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি বিভিন্নভাবে আমাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন- সূরা আর্ রা'দ-এর ২১ নং আয়াতে সফল ও সৌভাগ্যবান মানুষের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ﴾

★ *উপাধ্যক্ষ, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মীরপুর। সাবেক সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।*

[৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩; সহীহ মুসলিম- হা. ২৫২/১৬০।*

"আল্লাহ যে সম্পর্ক বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা যারা বহাল রাখে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে জবাবদিহিতার ব্যাপারে শঙ্কিত থাকে।"[৮]

অপরদিকে যারা এই সম্পর্ক বজায় রাখে না; বরং সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা লানত তথা অভিসম্পাত করেছেন। মহান আল্লাহর ভাষায়–

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾

"ক্ষমতা পেলে তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে আর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।"[৯]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়টাকে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। হাদীসটি সহীহুল বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

من كان يؤمن بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন অতিথিদের যথাযথ সম্মান করে।"[১০]

অপর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

ما من ذنب أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ العُقُوْبَةَ- فِيْ الدُّنْيَا مَعَ ما يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ البَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ.

"অত্যাচার করা ও রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার মতো মারাত্মক আর কোনো পাপ নেই, আল্লাহ তা'আলা যার সাজা পৃথিবীতেও প্রদান করেন এবং আখিরাতের জন্যও অবশিষ্ট রাখেন।"[১১]

অর্থাৎ- আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন দু'টি পাপের শাস্তি দুনিয়াতে দ্রুত বাস্তবানের পাশাপাশি পরকালেও শাস্তি অবধারিত করে রেখেছেন। আর সে দু'টি পাপ হলো– **ক.** অন্যায়ভাবে কারো প্রতি যুল্‌ম বা অত্যাচার করা এবং **খ.** আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা।

সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাথেও সু-সম্পর্ক তৈরি হয়। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ من وصلني وَصَلَهُ اللهُ، ومن قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللهُ.

"রেহেম অর্থাৎ- আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্ক মহান আল্লাহর 'আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। সে বলে, যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে আল্লাহ তা'আলা তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবেন। আর যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আল্লাহ তা'আলা তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন।"[১২]

২. সত্য কথন ও সত্যবাদীতা : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছিলেন একজন সত্যবাদী মানুষ। মানুষের রক্তচক্ষু অথবা অর্থ-সম্পদের মোহ তাঁকে সত্য থেকে বিরত রাখতে পারেনি। আরবের কাফির-মুশরিকরাও তার সততার স্বাক্ষি দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এক প্রশ্নের জওয়াবে তারা বলেছিল :

مَا جربنا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا.

অর্থাৎ- আপনাকে আমাদের সকল পরীক্ষায় সত্যবাদী হিসেবে পেয়েছি।[১৩]

মূলতঃ সত্যবাদীর তিনটি স্তর রয়েছে। যথা- ইচ্ছায় সত্যবাদী, কথায় সত্যবাদী ও কর্মে সত্যবাদী। যেমনটি ইমাম ইবনুল ক্বায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'মাদারিজুস সালিকীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

(ক) ইচ্ছায় সত্যবাদীতার মর্ম : ইচ্ছা, সংকল্প ও মানসিক শক্তি নিয়ে মহান আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়া এবং সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতাকে দুরে ঠেলে দিয়ে মহান আল্লাহর বিধান পালনে অবিচল ও অটুট থাকার নাম ইচ্ছায় সত্যবাদীতা।

(খ) কথায় সত্যবাদীতার মর্ম : সত্য কথা বলা, অন্যায় ও অসত্য কথা না বলা, যতবড় কঠিন ও সংকটাপন্ন অবস্থাই হোক না কেন মিথ্যার আশ্রয় না নেওয়া। কথায় সত্যবাদীতা বলতে তা-ই বুঝায়।

(গ) কর্মে সত্যবাদীতার মর্ম : সকল কর্ম শরিয়তসম্মতভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনুগত্যের

[৮] *সূরা আর্ রা'দ : ২১।*
[৯] *সূরা মুহাম্মাদ : ২২।*
[১০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪৭৫।*
[১১] *জামি' আত্ তিরমিযী- হা. ২৫১১।*
[১২] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৫৫।*
[১৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৭৭০।*

মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা এবং তাতে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত থাকা। কাজ করার সময় এ ধারণা বদ্ধমূল রাখা যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছু দেখছেন এবং পর্যবেক্ষণ করছেন।

আর একজন মানুষের মাঝে যখন সত্যবাদীতার এই তিনটি স্তর প্রতিফলিত হবে, তখন তিনি সিদ্দিক-এর স্তরে উঠবেন। ফলে তার কথা, চেহারা ও কর্মে সততার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে ও পরে তাঁর মাঝে ছিল এই তিন স্তরের সত্যবাদিতার বাস্তব প্রতিফলন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন কোন অপরিচিত (কাফির) লোকের সাথে কথা বলতেন, তাঁর কথা শুনে তারা বলত :

وَاللهِ مَا هُوَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ وَلَا صَوْتِ كَذَّابٍ.

"আল্লাহর শপথ এটি কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা নয় এবং কোনো মিথ্যুকের কথা নয়।"[১৪]

আর আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনও কথা বলার সময় সত্য ও ইনসাফপূর্ণ কথা বলতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন :

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا.

অর্থাৎ- আর যখন তোমরা পরস্পর কথা বা আলাপচারীতা করবে তখন ইনসাফের সাথে বলবে। আর কথার ইনসাফ মানে সত্য ও তথ্যবহুল কথা বলা।

মিথ্যা কথা ও মিথ্যা স্বাক্ষীর প্রতি ধিক্কার ও তিরস্কার জানিয়ে রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

"أَكْبَرُ الكَبَائِرِ : اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوْقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّوْرِ، أَوْ قَالَ : وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ".

অর্থাৎ- কাবীরা গুনাহের মধ্যে অন্যতম হলো মহান আল্লাহর সাথে শির্‌ক করা, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা অথবা মিথ্যা স্বাক্ষী দেয়া।[১৫]

সত্য কথা বলার প্রতি উৎসাহ দিয়ে মহানবী (ﷺ) বলেন,

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضي الله عنه) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ، وإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ويَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا، وَإِيَّاكُمْ والْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ، وإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا.

'আব্দুল্লাহ (ইবনু মাস'ঊদ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : সত্যকে ধারণ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা সততা নেক কর্মের দিকে পথপ্রদর্শন করে, আর নেককর্ম জান্নাতের পথপ্রদর্শন করে। কোনো ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বললে ও সত্য বলার চেষ্টায় রত থাকলে অবশেষে মহান আল্লাহর নিকটে সে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। আর তোমরা মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকো! কেননা মিথ্যা পাপের দিকে পথপ্রদর্শন করে। আর পাপ নিশ্চিত জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। কোনো ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বললে এবং মিথ্যার উপর অবিচল থাকার চেষ্টা করলে অবশেষে সে মহান আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয়।

৩. অক্ষম, অসহায় অনাথদের প্রতি সদয় হওয়া : অসহায় নির্যাতিত নিপিড়িত ও অক্ষমের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। যেমন- তিনি বলেন :

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ.

"যে লোক কোনো ঈমানদারের দুনিয়া থেকে কোনো মুসিবত দূর করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা বিচার দিবসে তার থেকে মুসিবত সরিয়ে দিবেন। যে লোক কোনো দুঃস্থ লোকের অভাব দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দুরবস্থা দূর করবেন। যে লোক কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাই এর সহযোগিতায়

[১৪] *তাযকিরাতুদ দু'আত।*
[১৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৮৭১।*

আত্মনিয়োগ করে আল্লাহ ততক্ষণ তার সহযোগিতা করতে থাকেন।"[১৬]

এমনকি রাসূল (ﷺ) বদর যুদ্ধের বন্দিদের সাথে ভালো আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন- তিনি বলেন :

«اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا».

তোমরা বন্দি মহিলাদের সাথে হিতাকাঙ্ক্ষী সূলভ আচরণ করো।[১৭]

রাসূল (ﷺ) নিজে অভাবী-অসহায় মানুষের দায়িত্ব নিতেন এবং এ মর্মে সাহাবীদের উৎসাহিত করতেন। যেমন- সাহল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

«أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيْمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

"আমি ও ইয়াতীমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এমনিভাবে নিকটে থাকব। এই বলে তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন এবং এ দু'টির মাঝে কিঞ্চিত ফাঁক রাখলেন।"[১৮]

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইয়াতিমদের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি যেন ওদেরকে ধমক না দেন সে বিষয়ে দায়িত্বশীলদের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾

"কাজেই তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোরতা করবে না।"[১৯]

৪. অতিথি পরায়নতা : মেহমানদারীতা ও মেহমানদের সম্মান প্রদর্শন এটা সকল নবী'র রীতি ছিল। আর এই মেহমানদারী প্রথার প্রবর্তক ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম)। মেহমানের মর্যাদা, মেহমান আপ্যায়নের শিষ্টাচার, আপ্যায়নের ধরণ ইত্যাদি বিষয়াদি ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক মেহমান আপ্যায়ন সংক্রান্ত আয়াতগুলো থেকে আমরা জানতে পারি। অজ্ঞতার যুগের মানুষদের মাঝেও অতিথি আপ্যায়নতার বিষয়টি দেখা যায়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের ধর্মে অতিথি আপ্যায়নের বিষয়টিকে উম্মতের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন। রাসূল (ﷺ) মেহমান আপ্যায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে।"[২০]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অন্য হাদীসে অভাবী মানুষের খাবারের দায়িত্ব নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ....

"হে লোক সকল! তোমরা বেশি বেশি সালামের প্রচলন করো, সাধ্যানুপাতে অন্যকে খাদ্য খাওয়াও এবং রাতে সালাত আদায় করো যখন সকল মানুষ ঘুমে থাকে। তাহলে নিরাপদে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[২১]

উপসংহার

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সৌহার্দপূর্ণ আচার-আচরণ, মায়া-মমতা, পরোপকারী মনোভাব, দুর্বল, অসহায়, ইয়াতীম ও অনাথদের সহযোগিতা, বিপদ-আপদ ও দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় আর্থ মানবতার পাশে দাঁড়ানো, মেহমান আপ্যায়ন, আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ-খবর নেয়ার মাধ্যমে তৎকালীন আরব জনগণের অন্তরে নিজের অবস্থান তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। যার ফলে আরবের লোকজন তাঁকে الصادق الأمين তথা বিশ্বস্ত সত্যবাদী উপাধীতে ভূষিত করেছে। এমনকি নিজেদের কষ্টার্জিত সম্পদও তাঁর নিকট আমানত রাখতে দিধা করে নাই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নবুওয়াতের দায়িত্বপ্রাপ্তির আগ পর্যন্ত আরবদের সু-রক্ষিত দুর্গে বা আশ্রয়স্থলে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। মানুষ যেমন অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে আমানতদার মনে করতেন তেমনি সকল কথা-কাজেরও আমানতদার মনে করতেন। তাইতো খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মহান আল্লাহর শপথ করে বলেছিলেন– "আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কখনো অপমান করবেন না।"

সম্মানিত পাঠক! আমরাও যদি আমাদের সামাজিক ও সাংগঠনিক জীবনে ঐ সকল গুণের অধিকারী হতে পারি, আমাদেরও কোনোদিন আল্লাহ তা'আলা অপমান করবেন না, আমরা এ ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। ❑

---

[১৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ৩৮/২৬৯৯।*
[১৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬০/১৪৬৮।*
[১৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৩০৪।*
[১৯] *সূরা আয্ যুহা- : ৯।*
[২০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০১৮।*
[২১] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৩৩৪।*

প্রবন্ধ

স্পৃহণীয় মৃত্যুর তামান্না

–মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক*

মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর ক্রোধ উদ্রেককারী গুনাহ হতে বিরত থাকতে পারা, পাপ হতে তাওবাহ্ করতে পারা, ভালো কাজ বেশি বেশি করার তাওফীক্ব পাওয়া এবং এ অবস্থায় মৃত্যু হওয়া প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত কাম্য। কারণ মৃত্যু পূর্ববর্তী 'আমলই পরকালের ফায়সালার জন্য বিচার্য হবে। অর্থাৎ- যার জীবনের শেষ কর্ম ভালো হবে পরকালে তার পরিণাম শুভ হবে। আর যার শেষ কর্ম মন্দ হবে পরকালে তার পরিণামও মন্দ হবে। যেমনটি হাদীসে এসেছে–

"শেষ 'আমলের ওপরই ফলাফল নির্ভরশীল।"[২২]

এ মর্মে আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে সহীহ হাদীসে এসেছে– তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "আল্লাহ যদি কোনো বান্দার কল্যাণ চান তখন তাকে (ভালো) কাজে লাগান।" সাহাবায়ে কিরাম বললেন : কীভাবে আল্লাহ বান্দাকে (ভালো) কাজে লাগান? তিনি বলেন : "মৃত্যুর পূর্বে তাকে ভালো কাজ করার তাওফীক্ব দেন।"[২৩]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : "আল্লাহ তা'আলা যদি কোনো বান্দার কল্যাণ চান তখন সে বান্দাকে 'আসাল' করেন। সাহাবায়ে কিরাম বলেন : আসাল কী? তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে বিশেষ একটি ভালো কাজ করার তাওফীক্ব দেন এবং এই 'আমলের উপর তার মৃত্যু ঘটান।[২৪]

ভালো মৃত্যুর বেশ কিছু আলামত আছে। এর মধ্যে কোনো কোনো আলামত শুধু মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তি নিজে বুঝতে পারে এবং কোনো কোনো আলামত অন্যান্য মানুষও জানতে পারে।

মৃত্যুকালে বান্দার নিকট তার ভালো মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পায় এভাবে, ওই বান্দাকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভের সুসংবাদ দেয়া হয়। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

"নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় পেও না, চিন্তিতও হয়ো না এবং তোমরা প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর।"[২৫]

মৃত্যুকালে মু'মিন বান্দাদেরকে এই সুসংবাদ দেয়া হয়।[২৬]

এই মর্মে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে– যা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাক্ষাতকে ভালোবাসে মহান আল্লাহও তার সাক্ষাতকে ভালোবাসেন। যে ব্যক্তির কাছে মহান আল্লাহর সাক্ষাত প্রিয়, আল্লাহর নিকটও তার সাক্ষাত প্রিয়। আমি বললাম, হে মহান আল্লাহর নবী! আপনি কি মৃত্যুর কথা বুঝাতে চাচ্ছেন? আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : না, সেটা ঠিক নয়। মু'মিন বান্দাকে যখন আল্লাহর রহমত, স্বীয় সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন সে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করাকে ভালোবাসে। আর কাফির বান্দাকে যখন আল্লাহর শাস্তি এবং স্বীয় অসন্তুষ্টির সংবাদ দেয়া হয় তখন সে মহান আল্লাহর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে এবং মহান আল্লাহও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।"

ইমাম নাব্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : "হাদীসের অর্থ হচ্ছে– যখন মানুষের মৃত্যুর গড়গড়া শুরু হয়ে যায়, যে অবস্থায় আর তাওবাহ্ কবুল হয় না, সে অবস্থার পছন্দ-অপছন্দকে এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ

---

* *কেন্দ্রীয় সভাপতি- জমঈয়ত শুব্বানে আহ্‌লে হাদীস বাংলাদেশ।*

[২২] *সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : অদৃষ্ট, হা. ৬১১৭।*

[২৩] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ১১৬২৫; আত্ তিরমিযী- হা. ২১৪২; আলবানী 'সিলসিলাহ সহীহাহ্' গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন, হা. ১৩৩৪।*

[২৪] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৭৩৩০, সহীহ; আলবানী সিলসিলাহ সহীহাহ্ গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ ঘোষণা করেছেন, হা. ১১১৪।*

[২৫] *সূরা ফুসসিলত : ৩০।*

[২৬] *দেখুন : তাফসিরে সাদী- পৃ. ১২৫৬।*

সময় মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে পড়ে, তার পরিণতি কী হতে যাচ্ছে সেটা তার সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়।"

এছাড়া উত্তম মৃত্যুর আরো অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়, যা বিভিন্ন আলামত বহণ করে। কুরআন-হাদীস অনুসন্ধানের পর এই আলামতগুলো পাওয়া যায়। আলামতগুলোর মধ্যে রয়েছে–

১. মৃত্যুর সময় 'কালিমা তাইয়্যেবা' পাঠ করতে পারা : নবী (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তির সর্বশেষ কথা হবে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[২৭]

২. মৃত্যুর সময় কপালে ঘাম হওয়া : বুরাইদাহ্ ইবনু হাসিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "মু'মিন কপালের ঘাম নিয়ে মৃত্যুবরণ করে।"[২৮]

৩. জুমু'আর রাতে বা দিনে মৃত্যুবরণ করা : দলিল হচ্ছে নবী (ﷺ)-এর বাণী– "যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে বা রাতে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কবরের 'আযাব থেকে নাজাত দেন।"[২৯]

৪. মহান আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা : দলিল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী– "আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তাতেই তারা পরিতৃপ্ত। আর তাদের পেছনে যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ তাদের কোনো ভয় নেই এবং কোনো চিন্তা-ভাবনাও নেই। আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না"[৩০] এবং নবী (ﷺ)-এর বাণী– "যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রাহে নিহত হয় সে শহীদ।"[৩১]

৫. প্লেগ রোগে মারা যাওয়া : দলিল হচ্ছে নবী (ﷺ)-এর বাণী– "প্লেগ রোগে মৃত্যু প্রত্যেক ঈমানদারের জন্য শাহাদাতস্বরূপ"[৩২] এবং নবী (ﷺ)-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি তখন তিনি আমাকে জানান যে, এটি হচ্ছে– মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব। আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে শাস্তি দিতে চান তাদের উপর এই রোগ নাযিল করেন। আর আল্লাহ তা'আলা এই রোগ মু'মিনদের জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছেন। যে মু'মিন প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ এলাকাতে অবস্থান করবে, ধৈর্যধারণ করবে, সওয়াবের প্রত্যাশা করবে এবং এই বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যা লিখে রেখেছেন সেটাই ঘটবে সে ব্যক্তি শহীদের সমান সওয়াব পাবে।"[৩৩]

৬. যেকোনো পেটের পীড়াতে মৃত্যুবরণ করা : দলিল হচ্ছে নবী (ﷺ)-এর বাণী– "যে ব্যক্তি পেটের পীড়াতে মৃত্যুবরণ করবে সে শহীদ।"[৩৪]

৭. কোনো কিছু ধ্বসে পড়ে অথবা পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করা : দলিল হচ্ছে নবী (ﷺ)-এর বাণী– "পাঁচ ধরনের মৃত্যু শাহাদাত হিসেবে গণ্য। প্লেগ রোগে মৃত্যু, পেটের পীড়ায় মৃত্যু, পানিতে ডুবে মৃত্যু, কোনো কিছু ধ্বসে পড়ে মৃত্যু এবং মহান আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া।"[৩৫]

৮. নারীর প্রসবোত্তর মৃত্যু অথবা গর্ভবতী অবস্থায় মৃত্যু : এর দলিল হচ্ছে সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩১১১। নবী (ﷺ) বলেছেন : "যে নারী জুমা (বাচ্চা) নিয়ে মারা যায় তিনি শহীদ।" ইমাম খাত্তাবী বলেন : এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে– যে নারী পেটে বাচ্চা নিয়ে মারা যায়।[৩৬] ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) 'উবাদাহ্ ইবনু সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)

---

[২৭] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩১১৬, সুনান আবূ দাউদ গ্রন্থের তাহ্ক্বীক্ব (হা. ২৬৭৩) আলবানী সহীহ বলেছেন।*

[২৮] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ২২৫১৩; জামে' আত্ তিরমিযি- হা. ৯৮০; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৮২৮ এবং আলবানী আত্ তিরমিযী গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।*

[২৯] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ৬৫৪৬; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১০৭৪, আলবানী বলেছেন : সনদের সবগুলো ধারা মিলালে হাদীসটি সহীহ।*

[৩০] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৬৯-১৭১।*

[৩১] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৯১৫।*

[৩২] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৮৩০ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১৯১৬।*

[৩৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪৭৪।*

[৩৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৯১৫।*

[৩৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৮২৯ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১৯১৫।*

[৩৬] *'আওনুল মা'বূদ।*

হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী (ﷺ) শহীদের ধরণগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন : "যে নারী তার গর্ভস্থিত সন্তানের কারণে মারা যায় তিনি শহীদ। সে নারীকে তার সন্তান সুররা (নাভিরজ্জু) ধরে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে।"[৩৭]

সুররা (নাভি) : নবজাতকের জন্মের পর ধাত্রী নাড়ী কাটেন এবং সামান্য কিছু অংশ রেখে দেন। যে অংশটুকু রেখে দেন সেটাকে নাভি বলে। আর যে অংশটুকু কেটে ফেলেন সেটাকে সুররা (নাভিরজ্জু) বলা হয়।

৯. আগুনে পুড়ে, পাঁজরিসি (ফুসফুসের আবরক ঝিল্লির প্রদাহজনিত রোগবিশেষ) এবং যক্ষা রোগে মৃত্যু : দলিল হচ্ছে নবী (ﷺ) বলেছেন– "মহান আল্লাহর রাহে নিহত হওয়া শাহাদাত, প্লেগ রোগে মারা যাওয়া শাহাদাত, পানিতে ডুবে মারা যাওয়া শাহাদাত, পেটের পীড়ায় মারা যাওয়া শাহাদাত, সন্তান প্রসবের পর মারা গেলে নবজাতক তার মাকে নাভিরজ্জু ধরে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে। (সংকলক বলেন, এই হাদীসের জনৈক বর্ণনাকারী বায়তুল মোকাদ্দাসের খাদেম আবুল আওয়াম হাদীসটির অংশ হিসেবে "আগুনে পুড়ে মৃত্যু ও যক্ষা রোগ" এর কথাও বর্ণনা করেছেন।) আলবানী বলেছেন : হাদীসটি হাসান-সহীহ।[৩৮]

১০. নিজের ধর্ম, সম্পদ ও জীবন রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করা : দলিল হচ্ছে নবী কারীম (ﷺ)-এর বাণী– "যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার ধর্ম (ইসলাম) রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার জীবন রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ।"[৩৯] সহীহ মুসলিমে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি নবী কারীম (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি– "যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ।"

১১. মহান আল্লাহর রাস্তায় প্রহরীর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে ব্যক্তি মারা যায় সেও শহীদ : দলিল হচ্ছে– সালমান আলফারসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন : "একদিন একরাত পাহারা দেয়া একমাস দিনে রোযা রাখা ও রাতে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর যদি পাহারারত অবস্থায় সে ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে তার জীবদ্দশায় সে যে 'আমলগুলো করত সেগুলোর সওয়াব তার জন্য চলমান থাকবে, তার রিয্‌কও চলমান থাকবে এবং কবরের ফিতনা থেকে সে মুক্ত থাকবে।"[৪০]

১২. ভালো মৃত্যুর আরো একটি আলামত হলো– নেক 'আমলরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা : নবী (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল এবং এ অবস্থায় তার মৃত্যু হলো সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি কোনো একটি সাদাক্বাহ্ করল এবং এ অবস্থায় তার মৃত্যু হলো সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৪১]

এই আলামতগুলো ব্যক্তির ভালো মৃত্যুর সুসংবাদ দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা নির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে এ নিশ্চয়তা দিতে পারি না যে, তিনি জান্নাতী। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যাদের ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন তারা ছাড়া। যেমন- নির্দিষ্টভাবে চার খলীফাসহ কতিপয় সাহাবীর ব্যাপারে তিনি নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন।

মৃত্যু সম্পর্কে বর্ণিত এ ধরণগুলো আজও পাওয়া যায়। বিভিন্ন রোগে মৃত্যুর পাশাপাশি আজকাল অনেকেই সম্পদ, সম্ভ্রম রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হচ্ছেন। সড়ক দুর্ঘটনায় অনেক মানুষ আকস্মিক প্রাণ হারাচ্ছেন। আবার অনেকে প্রতিহিংসার শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করছেন।

দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে ক্ষমা করবেন এবং আমাদের সকলকে উত্তম মৃত্যু দান করবেন –আমীন। ❑

---

[৩৭] *আলবানী 'জানায়িয' গ্রন্থে (হা. ৩৯) হাদীসটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন।*

[৩৮] *সহিহুত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- হা. ১৩৯৬।*

[৩৯] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৪২১; সহীহুল বুখারী- হা. ২৪৮০*

[৪০] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৯১৩।*

[৪১] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ২২৮১৩, আলবানী 'জানায়িয' গ্রন্থে (পৃ. ৪৩-এ) হাদীসটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন। দেখুন : কিতাবুল জানায়িয- পৃ. ৩৪।*

সুফিবাদ : জ্ঞানের উৎসই যেখানে ভিন্ন

–আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

সকল মাযহাবের লোকগণ ইসলামের মূলনীতি হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে থাকেন। কিন্তু সুফীবাদের মূলনীতি সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তাদের মূলনীতির ব্যাপারে যথেষ্ট গড়মিল রয়েছে। কতিপয় সুফীবাদী কুরআন ও হাদীসকে বাদ দিয়ে নিম্নের মূলনীতিগুলোর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। আবার কতিপয় সুফী তরীকার লোকেরা কুরআন ও হাদীসের সাথে আরও অনেকগুলো কাল্পনিক মূলনীতি থেকে তথাকথিত আত্মশুদ্ধির জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা গ্রহণ করে থাকে। আসুন আমরা তাদের পরিগৃহীত এতদ্সংক্রান্ত বিশেষ কয়েকটি মূলনীতি নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করি।

১) কাশ্ফ : বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সুফীগণের সবচেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য মূলনীতি হচ্ছে কাশফ। সুফীদের বিশ্বাস হচ্ছে আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে একজন সুফী সাধকের হৃদয়ের পর্দা উঠে যায় এবং তাদের সামনে সৃষ্টি জগতের সকল রহস্য উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। তাদের পরিভাষায় একেই বলা হয় কাশ্ফ।

وقد عرف أهل التصوف الكشف بأنه : الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودًا وشهودًا.

সুফীগণ কাশ্ফের সংজ্ঞায় বলেছেন : "যে পর্দার আড়ালে যে সমস্ত গায়েবী তথ্য ও প্রকৃত বিষয়সমূহ লুকায়িত আছে তা পাওয়া ও দেখার নামই হচ্ছে কাশফ।"

কাশফ হাসিল হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা এবং সুফী সাধকের মাঝে কোনো অন্তরায় থাকে না। তখন তারা জান্নাত, জাহান্নাম, সাত আসমান, জমিন, মহান আল্লাহর আরশ, লাওহে মাহফুজ পর্যন্ত ঘুরে আসতে পারেন। তারা গায়েবের সকল খবর, মানুষের অন্তরের অবস্থা এবং সাত আসমানে ও যমীনে যা আছে তার সবই জানতে পারেন। এমনকি তাদের অবগতি ব্যতীত গাছের একটি পাতাও ঝড়ে না, এক বিন্দু বৃষ্টিও বর্ষিত হয় না, আসমান-যমীনের কোনো কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে না। এমন কি লাওহে মাহফুযে যা আছে, তাও তারা অবগত হতে পারেন। তারা আরও অসংখ্য ক্ষমতা অর্জনের দাবী করে থাকেন (নাঊযুবিল্লাহ)। যা একমাত্র মহান আল্লাহর গুণ।

কাশ্ফের একটি উদাহরণ

"তাবলীগী নিসাব, ফাযায়েলে 'আমল" নামক বইয়ের মধ্যে কাশ্ফ-এর একাধিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। পাঠকদের জন্য আমরা এখানে মাত্র একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

শায়খ আবূ ইয়াজিদ কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন : আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি সত্তর হাজার বার "লা- ইলাহা ইল্লাল্লা-হ" পড়ে সে দোযখের আগুন হতে নাজাত পেয়ে যায়। আমি এই খবর শুনে এক নিসাব অর্থাৎ- সত্তর হাজার বার আমার স্ত্রীর জন্য পড়লাম এবং কয়েক নিসাব আমার নিজের জন্য পড়ে আখিরাতের সম্বল করে রাখলাম। আমাদের নিকট এক যুবক থাকত। তার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তার কাশ্ফ হয় এবং জান্নাত-জাহান্নামও সে দেখতে পায়। এর সত্যতার ব্যাপারে আমার কিছুটা সন্দেহ ছিল। একবার সেই যুবক আমাদের সাথে খাওয়া-দাওয়ায় শরীক ছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ সে চিৎকার দিয়ে উঠল এবং তার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। সে বলল, আমার মা দোযখে জ্বলছে, আমি তার অবস্থা দেখতে পেয়েছি। কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন : আমি তার অস্থির অবস্থা লক্ষ্য করছিলাম। আমার খেয়াল হলো যে, একটি নিসাব তার মার জন্য বখ্শে দেই। যা দ্বারা তার সত্যতার ব্যাপারেও আমার পরীক্ষা হয়ে যাবে। অর্থাৎ- তার কাশ্ফ হওয়ার ব্যাপারটাও পরীক্ষা হয়ে যাবে। সুতরাং আমার জন্য পড়া সত্তর হাজারের নিসাবসমূহ হতে একটি নিসাব তার মার জন্য বখ্শে দিলাম। আমি আমার অন্তরে এটা গোপন রেখেছিলাম। কিন্তু ঐ যুবক তৎক্ষণাৎ বলতে লাগল– চাচা! আমার মা দোযখের আগুন হতে রক্ষা পেয়ে গেছে।

কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন : এই ঘটনা হতে আমার দু'টি ফায়দা হলো। **এক.** সত্তর হাজার বার কালেমা

তাইয়্যেবা পড়ার বরকত সম্পর্কে যা আমি শুনিয়াছি তার অভিজ্ঞতা। **দুই.** যুবকটির সত্যতার (তার কাশ্‌ফ হওয়ার) একীন হয়ে গেল।[৪২]

এমনি আরও অনেক শির্‌কী ও বিদআতী কথা ফাযায়েলে 'আমল বইটিতে রয়েছে, যা সচেতন পাঠক একটু খেয়াল করে পড়লে সহজেই ধরতে পারবেন।

প্রিয় পাঠক ভাই ও বন্ধুগণ! জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যাপারে মহান আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নতে যতটুকু বলা হয়েছে, তা ব্যতীত অন্য কোনো খবর জানার কোনো উপায় নেই। কারণ এগুলো গায়েবী বিষয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে যতটুকু বলেছেন আমরা শুধু ততটুকুই জানি। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি এর অতিরিক্ত কিছু দাবী করে, তাহলে সে মিথ্যাবাদী। আর তার এ মিথ্যা দাবী বিশ্বাস করা সুস্পষ্ট শির্‌ক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ وَبَشِيْرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ﴾

"আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম। ফলে আমার কোনো অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো শুধু একজন ভীতি প্রদর্শক ও সু-সংবাদ দাতা ঈমানদারদের জন্য।"[৪৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ لَا أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُوْلُ لَكُمْ إِنِّيْ مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ﴾

"আপনি বলুন : আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফেরেশ্‌তা। আমি তো শুধু ঐ ওয়াহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিন : অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা করো না?"[৪৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُوْلٍ﴾

"তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। তিনি অদৃশ্য বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর মনোনীত কোনো রাসূল ব্যতীত।"[৪৫]

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللهِ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللهِ، وَاللهُ يَقُوْلُ : ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ﴾- (الأنعام ٦ : ١٠٣) ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾- (الشورى ٤٢ : ٥١) وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْظِرِيْنِيْ وَلَا تُعْجِلِيْنِيْ، أَلَيْسَ يَقُوْلُ اللهُ: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾- (النجم ٥٣ : ١٣) ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ﴾- (التكوير ٨١ : ٢٣) قَالَتْ : أَنَا وَاللهِ أَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَنْ هَذَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيْلُ، مَا رَأَيْتُهُ فِي الصُّوْرَةِ الَّتِي خُلِقَ فِيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ، فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللهِ، يَقُوْلُ اللهُ : ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾

---

[৪২] *দেখুন : ফাযায়েলে 'আমল- ১ম খণ্ড, ১৩৫ পৃ., প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর-২০০১ ইং, দারুল কিতাব, ৫০, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত।*

[৪৩] *সূরা আল আ'রাফ : ১৮৮।*

[৪৪] *সূরা আল আন'আম : ৫০।*

[৪৫] *সূরা আল জিন্ : ২৬-২৭।*

(المائدة ٥ : ٦٧)، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ، فَقَدْ أَعْظَمَ الفِرْيَةَ عَلَى اللهِ، وَاللهُ يَقُوْلُ : ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الغَيْبَ إِلَّا اللهُ﴾.

"৩টি বিষয়– যার কোন একটি যে কেউ বলবে, সে মহান আল্লাহর উপর সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা আরোজ করবে। যে ব্যক্তি বলবে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তার রবকে চক্ষে দেখেছেন, সে মহান আল্লাহর উপর বিরাট মিথ্যাচার করল। "দৃষ্টি তাঁর নাগাল পায় না; বরং তিনিই সকল দৃষ্টি নাগালে রাখেন, তিনি অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।"[৪৬]

"কোনো মানুষের এ মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে (সরাসরি) কথা বলবেন ওয়াহীর মাধ্যম বা পর্দার আড়াল বা কোনো দূত প্রেরণ ছাড়া। অতঃপর মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে সে (মনোনীত মানুষের কাছে) ওয়াহী করে যা তিনি (আল্লাহ) চান। তিনি সুমহান ও মহাবিজ্ঞানী।"[৪৭] যে ব্যক্তি বলবে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ তিনি গোপন করেছেন, সে আল্লাহর উপর বিরাট মিথ্যা রচনা করল। আল্লাহ বলেন : "হে রাসূল! পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তার পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না।"[৪৮] আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) (গায়েবের) আগাম খবর দিতে পারতেন সেও আল্লাহর উপর চরম মিথ্যা রচনা করল। অথচ আল্লাহ বলেন : "বলো, আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না আল্লাহ ছাড়া, আর তারা জানে না কখন তাদেরকে জীবিত করে উঠানো হবে"[৪৯]।[৫০]

সহীহুল বুখারী'তে রাবী বিনতু মু'আওভিয (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন কতিপয় ছোট মেয়ে দফ (তথা একদিকে খোলা ঢোল) বাজাচ্ছিল এবং বদরের যুদ্ধে নিহত তাদের পিতাদের বীরত্বগাঁথা বর্ণনা করছিল। মেয়েদের মধ্য হতে একটি মেয়ে বলে ফেলল :

وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَا تَقُوْلِيْ هَكَذَا وَقُوْلِيْ مَا كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ».

"আমাদের মধ্যে এমন একজন নবী আছেন, যিনি আগামীকালের খবর বলতে পারেন। তখন নবী (ﷺ) ঐ বালিকার কথার প্রতিবাদ করে বললেন : এই কথা (অর্থাৎ- আমাদের মধ্যে এমন একজন নবী আছেন, যিনি আগামীকালের খবর বলতে পারেন–) এটি বাদ দাও। আর বাকী কথাগুলো বলতে থাকো।"[৫১]

এমনি আরো অনেক দলিল-প্রমাণ কুরআন ও সহীহ হাদীসে রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া গায়েবের খবর অন্য কেউ জানে না।

২) নবী ও মৃত ওলী-আওলীয়াগণ : সুফীদের আরও দাবী হচ্ছে, তারা আমাদের নবী (ﷺ)-এর সাথে জাগ্রত অবস্থায় সরাসরি মিলিত হয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, তারা অন্যান্য নবীদের রুহের সাথেও সাক্ষাত করেন ও তাদের আওয়াজ শুনেন এবং বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা লাভ করেন। এমনকি মৃত ওলী-আওলীয়া, ফেরেশ্‌তাদের সাথেও তারা সাক্ষাত করেন এবং তাদের থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন যা অবান্তর বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু না।

৩) খিজির (আলাইহিস সালাম) : সুফীদের মধ্যে খিজির (আলাইহিস সালাম)-এর ব্যাপারে অনেক কাল্পনিক ঘটনা প্রচলিত রয়েছে। তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়েও অসংখ্যকাহিনী বর্ণিত রয়েছে। তাদের ধারণা; "খিজির (আলাইহিস সালাম) এখনও জীবিত আছেন। তিনি যিক্‌র ও দ্বিনী মাহফিলে হাজির হন। সুফীরা তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁর কাছ থেকে দ্বীনী বিষয়ের জ্ঞান, শরিয়তের হুকুম-আহকাম ও যিক্‌র-আযকার শিক্ষা করেন।" তাদের এ কথাটি বানোয়াট। কোনো মৃত ব্যক্তির সাথে জীবিত মানুষের কথা বলার ধারণা একটি কুফ্‌রী বিশ্বাস।

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ) তাঁর শেষ জীবনে একদা আমাদেরকে নিয়ে 'ইশার

[৪৬] *সূরা আল আন'আম : ১০৩।*
[৪৭] *সূরা আশ্ শূরা- : ৫১।*
[৪৮] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৬৭।*
[৪৯] *সূরা আন্ নাম্‌ল : ৬৫।*
[৫০] *সুনান আত্ তিরমিযী- মা. শা., হা. ৩০৬৮, সহীহ।*
[৫১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪০০১।*

নামায আদায় করলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি বললেন :

«أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا، لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ».

"আজকের রাত্রির গুরুত্ব সম্পর্কে তোমাদের কোনো ধারণা আছে কি? আজকের এই রাত্রিতে যারা জীবিত আছে, আজ থেকে শুরু করে একশত বছর পর পৃথিবীতে তাদের কেউ আর জীবিত থাকবে না।"[৫২]

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, খিজির (আলাইহিস সালাম)-ও ইন্তেকাল করেছেন। তিনি কিয়ামতের পূর্বে কারো সাথে সাক্ষাত করবেন না।

৪) 'ইল্‌হাম : মহান আল্লাহর পক্ষ হতে মু'মিন ব্যক্তির অন্তরে যে 'ইল্‌ম পতিত হয়, তাকে 'ইল্‌হাম বলে। এভাবে প্রাপ্ত অন্তরের 'ইল্‌হাম অনুযায়ী মু'মিন ব্যক্তি কাজ করতে পারে বা সিদ্বান্ত নিতে পারে। তবে তা দ্বারা দলিল গ্রহণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু সুফীরা তাদের কল্পিত ওলীদের কল্পিত 'ইল্‌হামকে শরিয়তের একটি বিরাট দলিল মনে করে এবং সুফীবাদের ভক্তরা তা পালন করা আবশ্যক মনে করে। তারা মনে করে ওলীরা সরাসরি মহান আল্লাহর কাছ থেকে 'ইল্‌হাম প্রাপ্ত হন। এজন্য সুফীরা ওলীদের স্তরকে নবুওয়াতের স্তর থেকে উত্তম মনে করে থাকে। কেননা, নবীরা দ্বীনের 'ইল্‌ম গ্রহণ করতেন ফেরেশ্‌তার মাধ্যমে আর ওলীরা গ্রহণ করেন সরাসরি বিনা মধ্যস্থতায় মহান আল্লাহর নিকট থেকে! কী অদ্ভূত বিশ্বাস?

৫) ফিরাসাত : ফিরাসাত অর্থ হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি। সুফী সাধকরা দাবী করে যে, অন্তর্দিষ্টির মাধ্যমে তারা মানুষের অন্তরের গোপন অবস্থা ও খবরাদি বলে দিতে পারেন। অথচ কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায়, অন্তরের খবর আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾

"চোখের চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন।"[৫৩]

৬) হাওয়াতেফ : সুফীদের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে হাওয়াতেফ বা দূরালাপনী। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশ্‌তা, জিন্‌, ওলী এবং খিযির (আলাইহিস সালাম)-এর কথা সরাসরি অথবা স্বপ্নের মাধ্যমে শুনতে পায় বলে দাবী করে থাকে।

৭) সুফীদের মি'রাজ : সুফীরা মনে করে, ওলীদের রূহ্‌ উর্ধ্ব জগতে আরোহন করে, সেখানে ঘুরে বেড়ায় এবং সেখান থেকে বিভিন্ন জ্ঞান ও রহস্য নিয়ে আসতে পারে। তাদের মতে এটি তাদের আত্মার মি'রাজ।

৮) স্বপ্নের মাধ্যমে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি : স্বপ্ন হচ্ছে সুফীদের অন্যতম একটি নির্ভরযোগ্য মূলনীতি। তারা ধারণা করে– স্বপ্নের মাধ্যমে তারা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অথবা নবী (ﷺ)-এর কাছ থেকে কিংবা তাদের কোনো মৃত বা জীবিত ওলী ও শাইখের কাছ থেকে শরিয়তের হুকুম-আহকাম প্রাপ্ত হওয়ার ধারণা করে থাকে। নবী-রাসূলদের স্বপ্নের ব্যাপারে সঠিক কথা হচ্ছে, নবীগণের স্বপ্নই কেবল ওয়াহী এবং তার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিধান অনুসরণযোগ্য। কিন্তু সাধারণ মু'মিনদের স্বপ্নের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, তা দ্বারা শরিয়তের কোনো বিধান সাব্যস্ত হবে না।

৯) মৃত কল্পিত ওলী-আওলীয়াদের সাথে সুফীদের যোগাযোগ : বর্তমান চরমোনাই পীরের পিতা মৃত মাওলানা ইসহাক তার "ভেদে মারেফত" বইয়ে লিখেছেন– থানবী লিখেছেন, জনৈক দরবেশ সাহেবের মৃত্যুর পর এক কাফন চোর কবর খুড়ে দরবেশের কাফন খুলতে লাগল। দরবেশ সাহেব চোরের হাত ধরে বসলেন। তা দেখে চোর ভয়ের চোটে চিৎকার মেরে বেহুঁশ হয়ে মরে গেল। দরবেশ তার এক খলীফাকে আদেশ করলেন চোরকে তার পার্শ্বে দাফন করতে। খলীফা এতে আপত্তি করলে দরবেশ বললেন : কাফন চোরের হাত আমার হাতের সঙ্গে লেগেছে, এখন কিয়ামত দিবসে ওকে ছাড়া আমি কেমন করে পুলসিরাত পার হয়ে যাব?[৫৪] –নাঊযুবিল্লাহ।

১০) শয়তান : সুফীদের বিরাট এক দলের লেখনী থেকে জানা যায় যে, তারা শয়তানের কাছ থেকেও

---

[৫২] *সহীহুল বুখারী- হা. ১১৬।*

[৫৩] *সূরা আল গাফির : ১৯।*

[৫৪] *ভেদে মারেফত- ২৭-২৮ পৃ.।*

বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা পেয়ে থাকেন। তাবলিগী নিসাব, ফাযায়েলে 'আমল বইয়ে জুনাইদ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একবার শয়তানকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করিলেন, মানুষের সামনে উলঙ্গ হয়ে থাকতে তোর কি লজ্জা হয় না? শয়তান বলল : এরা কি মানুষ? মানুষ তো তারা, যারা শোনিযিয়ার মাসজিদে বসা আছেন। যারা আমার শরীরকে দুর্বল করেছে, আমার কলিজাকে পুড়ে কাবাব করে দিয়েছে। জুনাইদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি শোনিজিয়ার মাসজিদে গিয়ে দেখলাম কয়েকজন বুযুর্গ হাঁটুর উপর মাথা রেখে মোরাকাবায় মশগুল রয়েছেন। তাঁরা আমাকে দেখে বলতে লাগলেন, খবীস শয়তানের কথায় কখনও ধোকায় পড়ো না।

মাসূহী (রহিমাহুল্লাহ) হতেও অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি শয়তানকে উলঙ্গ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, মানুষের মধ্যে এইভাবে উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করতে তোর লজ্জা হয় না? সে বলতে লাগল : খোদার কসম, এরা তো মানুষ নয়। যদি মানুষ হত তবে এদের সাথে আমি এমনভাবে খেলা করতাম না, যেমন বাচ্চারা ফুটবল নিয়ে খেলা করে। মানুষ ঐ সমস্ত লোক, যারা আমাকে অসুস্থ করে দিয়েছে। এই কথা বলে সে সুফিয়ায়ে কিরামের জামা'আতের দিকে ইশারা করল।[৫৫]

এটা জানা কথা যে, শয়তান হচ্ছে মানব জাতির প্রকাশ্য শত্রু। সে সর্বদা মানুষকে ঈমান থেকে বিচ্যুত করে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সে মহান আল্লাহর সাথে এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করেছে। তার কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾

"সে বলল : আপনি আমাকে যেমন উদ্ভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকব। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বামদিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।"[৫৬]

এতে সহজেই বুঝা যায়, একজন মানুষ কতটুকু মূর্খ এবং অজ্ঞ হলে ইবলীসকে সঠিক দিক নির্দেশক ও পরামর্শদাতা হিসেবে বিশ্বাস করতে পারে। অথচ আমার তাবলীগ জামা'আতের ভাইগণ আল্লাহদ্রোহী পাপিষ্ঠ ইবলীস শয়তানকেও তাদের গুরু মনে করে থাকে। ফাযায়েলে 'আমল বইয়ের এ জাতীয় বানোয়াট কাহিনীগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার পরও কি তারা বইটির পক্ষে উকালতি করবে? বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনীতে ভরপুর এই বইটি বাদ দিয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্ভেজাল ইসলামের দিকে ফিরে আসার সময় কি এখনও হয়নি?

উপসংহার

পরিশেষে বলতে চাই যে, বর্তমানে মুসলিমরা যে সমস্যার সম্মুখীন তার অন্যতম কারণ হচ্ছে সুফীবাদের বিভ্রান্তি। এই পঁচা মতবাদের কারণেই মুসলিম জাতি দুনিয়ার বুকে তাদের মর্যাদা হারিয়েছে। সুবিশাল 'উসমানী খিলাফতের সুলতানগণ ইসলামের সঠিক 'আক্বীদাহ্ থেকে সরে গিয়ে যখন সুফীবাদের বেড়াজালে আটকে পড়ে, তখন থেকে তাদের শক্তিতে ভাটা পড়তে থাকে। এক পর্যায়ে 'উসমানী সম্রাজ্যের ভিত্তি একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পতনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে।

তাই আজ মুসলিমদের হারানো শক্তি ও মর্যাদা ফেরত পেতে চাইলে খোলাফায়ে রাশেদার যুগের ন্যায় নির্ভেজাল তাওহীদের দিকে ফেরত আসতে হবে। অন্যথায় তারা দ্বীন ও দুনিয়ার উন্নতি এবং অগ্রগতি অর্জন করার চেষ্টা করে কখনই সাফল্য লাভ করতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করি– তিনি যেন পথহারা এই জাতিকে সুফীবাদসহ সকল বিভ্রান্তি থেকে উদ্ধার করেন এবং নির্ভেজাল তাওহীদের দিকে ফেরত আসার তাওফীক্ব দেন –আমীন। ❑

---

[৫৫] *দেখুন : ফাযায়েলে 'আমল- দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৭৬-৩৭৭ পৃ., দারুল কিতাব, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে ২০০১ সালে প্রথম প্রকাশিত।*

[৫৬] *সূরা আল আ'রাফ : ১৬-১৭।*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সৃষ্টি সম্পর্কিত বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্

–শাইখ আখতারুল আমান আল মাদানী

আমাদের মনে রাখতে হবে, সৃষ্টির উপাদানের উপর ভিত্তি করে কোনো ব্যক্তির মর্যাদা নির্ণয় করা সরাসরি কুরআন ও হাদীস বিরোধী কথা। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেই দিয়েছেন :

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ﴾

“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি বেশি সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাক্বওয়াশীল’ পরহেযগার।”[৫৭]

নবী (ﷺ) বলেন : হে মানব মণ্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক এক, সাবধান! কোনো আরবীর আজমীর (অনারব) উপর, কোনো আজমীর আরবীর উপর প্রাধান্য নেই। অনুরূপভাবে কোনো লাল বর্ণের ব্যক্তির কালো ব্যক্তির উপর, কোনো কালো ব্যক্তির লাল বর্ণের ব্যক্তির উপর প্রাধান্য নেই। প্রাধান্য একমাত্র তাক্বওয়া পরহেযগারীতার ভিত্তিতে হবে। ‘নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি বেশি সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাক্বওয়াশীল’-পরহেযগার।[৫৮]

এ জন্যই তো আযরের মতো মূর্তী পূজারী মুশরিক ব্যক্তির ঔরষজাত সন্তান ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম) অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবী, শুধু কি তাই মহান আল্লাহর খলীল তথা অন্তরঙ্গ বন্ধুও বটে, তার মিল্লাতের অনুসরণ করার নির্দেশ আমাদের নবীকেও করা হয়েছে। পক্ষান্তরে নূহ্ নবীর মতো একজন সম্মানিত ব্যক্তির ঔরষজাত সন্তান কাফির হওয়ার জন্য নিকৃষ্ট ব্যক্তি। বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি হলেও মানুষই বীর্য অপেক্ষা উত্তম। এমনকি তুলনা করাটাও অনর্থক। আদী পিতা আদম (আলাইহিস সালাম) মাটির তৈরি হলেও মাটি থেকে তিনি সন্দেহাতীতভাবে উত্তম, এমনকি তুলনা করাটাও বাহুল্য কাজ...। আবূ লাহাব সম্মানিত কুরাইশ বংশের হয়েও অতি নিকৃষ্ট কাফির, যার শানে আল্লাহ তা‘আলা সূরা মাসাদ (সূরা আল লাহাব) নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা এই সূরায় বলেন :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۞ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ﴾

পরম করুনাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

“আবূ লাহাবের দু’টি হাত ধ্বংস হোক, সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে– কোনোই কাজে আসেনি। সে অচিরেই লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে এবং তার স্ত্রীও-যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।”[৫৯]

এ থেকেই অকাট্যভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার জন্মের উপাদানের উপর ভিত্তি নয়; বরং এই শ্রেষ্ঠত্ব এবং সম্মান তাক্বওয়ার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। কাজেই নবী (ﷺ) নূর থেকে সৃষ্টি না হয়ে মাটি থেকে সৃষ্টি হওয়া তাঁর জন্য মোটেও মানহানিকর বিষয় নয় যেমনটি অসংখ্য বিদআতী ধারণা করে; বরং নবী (ﷺ) মাটির তৈরি হয়েও সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিত্ব, সর্বাধিক মুত্তাক্বী-পরহেযগার। সমস্ত সৃষ্টিকুলের সর্দার, নবীকুল শিরোমণী, মহান আল্লাহর খালীল-অন্তরঙ্গ বন্ধু। মহান আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে হাশ্‌রের মাঠে মহান শাফা‘আতের অধিকারী, হাওযে কাওসার-এর অধিকারী, সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী। মাক্বামে মাহমূদের অধিকারী, রহমাতুল্লিল ‘আলামীন, শাফিঊল লিল মুযনাবীন। এসব বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মাঝে কোনোই দ্বিমত নেই। এটাই সাহাবায়ে কিরাম, তাবে‘ঈনে ইযাম, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের বিশ্বাস। যুগ পরম্পরায় এই বিশ্বাসই করে আসছেন সকল সুন্নী মুসলিম।

‘সৃষ্টির উপাদানের ভিত্তিতে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে’ এটা ইবলীস শয়তানের ধারণা ও দাবী মাত্র। এই অলিক ধারণার ভিত্তিতেই সে আগুনের তৈরি বলে মাটির তৈরি আদমকে সাজদাহ্ করতে অস্বীকার করে ছিল। অথচ আল্লাহ তা‘আলা অন্যান্য ফেরেশ্‌তাদের সাথে তাকেও

[৫৭] *সূরা আল হুজুরা-ত : ১৩।*

[৫৮] *মুসনাদ আহমাদ- হাদীস সহীহ। দ্র. শাইখ আলবানীর গায়াতুল মারাম- পৃ. ১৯০, হা. ৩১৩।*

[৫৯] *সূরা আল লাহাব (মাসাদ) : ১-৫।*

আদমকে সাজদাহ্ করার নির্দেশ করে ছিলেন। তার উচিত ছিল আদমকে সাজদাহ্ করা কিন্তু সে তা না করে নিজ সৃষ্টির উপাদানের খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে নিজেকে উত্তম ও আদম (আলাইহিস সালাম)-কে অধম মনে করে আদমকে সাজদাহ্ করা থেকে বিরত থেকে ছিল।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল আ'রাফ-এ তার ঘটনাটি এইভাবে উদ্ধৃত করেছেন :

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ○ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ○ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾

"আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব তৈরি করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশ্‌তাদেরকে বলেছি– আদমকে সাজদাহ্ করো, তখন সবাই সাজদাহ্ করেছে, কিন্তু ইবলীস সে সাজদাহ্কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আল্লাহ তা'আলা বললেন : আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সাজদাহ্ করতে বারণ করল? সে বলল : আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। তিনি বললেন : তুই এখান থেকে নেমে যা। এখানে অহঙ্কার করার অধিকার তোর নেই। অতএব তুই বের হয়ে যা। নিশ্চয় তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত।"[৬০]

অতএব যারা সৃষ্টির উপাদানের ভিত্তিতে ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত করার পক্ষপাতি তাদের উপর্যুক্ত আয়াতগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, চিন্তা করা উচিত যুক্তিটি কোন্ ভদ্রলোকের? 'নবী (ﷺ)-কে নূরের তৈরি গণ্য করা হলে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ হবে, আর মাটির তৈরি গণ্য করলে সেই শ্রেষ্ঠত্ব বিলুপ্ত হবে, তাতে তার মানহানী হবে' মর্মের যুক্তিটি শয়তানের যুক্তির সাথে মিলে কিনা চিন্তা-ভাবনা করার উদাত্ত আহ্বান রইল।

[৬০] *সূরা আল আ'রাফ : ১১-১৩।*

নবী (ﷺ)-কে নূরের তৈরি জ্ঞান করা বা এই বিশ্বাস করা যে, তিনিই সর্ব প্রথম সৃষ্টি, যেমন ভারত উপমহাদেশের হানাফী জগতের সকল ব্রেলভী সম্প্রদায় এবং দেওবন্দীদের কেউ কেউ এই বিশ্বাসই করে থাকেন– এসব বিশ্বাস জাল এবং বাতিল হাদীস নির্ভরশীল।[৬১]

নবী (ﷺ) মাটির তৈরি এই বিষয়ে অতীতে সালাফে সালেহীনের মাঝে কোনোই বিতর্ক ছিল না। এখনও যারা প্রকৃত 'আলেম তারাও এই মর্মে ঐক্যমত যে, নবী (ﷺ) মাটির তৈরি মানুষ ছিলেন, তিনি অন্যান্য সকল মানুষের মতো মাতা-পিতার মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছেন। তারা এটাও বিশ্বাস করেন যে, মানুষ মাটির তৈরি, ফেরেশ্‌তা নূরের এবং জিন্ জাত আগুনের তৈরি যেমনটি স্বয়ং নবী বলেছেন।[৬২]

কারণ এই মর্মে কুরআন ও হাদীসের বাণী একেবারে স্পষ্ট। এরপরও বিদআতে যাদের আপাদমস্তক নিমজ্জিত, তারা নবী (ﷺ)-এর বিষয়ে বিতর্ক উঠায়। তারা বলতে চায়, নবী (ﷺ) মাটির তৈরি নন; বরং তিনি নূরের তৈরি, তার ছায়া ছিল না... ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই আমরা বিষয়টির ফায়সালা সরাসরি কুরআন ও নবী (ﷺ)-এর হাদীস থেকে নিব। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তাদের করো যারা তোমাদের (ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে) নেতৃত্ব দানকারী, আর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিতর্ক করো, তবে বিষয়টিকে আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখো। এটাই উত্তম এবং ব্যাখ্যার দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট।"[৬৩]

[৬১] *সহীহাহ্- ১/৮২০, ৪৫৮ নং হাদীসের অধীন আলোচনা দ্রষ্টব্য*
[৬২] *সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : যুহদ ও রাক্বায়িক্ব, হা. ৫৩৪।*
[৬৩] *সূরা আন্ নিসা : ৫৯।*

মাটি থেকে নবীর সৃষ্টি হওয়ার প্রমাণ

(ক) কুরআন থেকে : আমার নিকট আশ্চর্য লাগে যে বিদআতীরা কেমন করে মহান আল্লাহর দ্ব্যর্থহীন বাণীকে অস্বীকার করে বলে যে, নবী (ﷺ) মাটির তৈরি নন; বরং নূরের তৈরি। কারণ আল্লাহ তা'আলা একাধিক স্থানে বলেছেন যে, নবী (ﷺ) সৃষ্টিগত দিক থেকে بشر তথা আমাদের মতোই একজন মানুষ। যেমন-

১. সূরা আল কাহ্‌ফ-এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

"(হে রাসূল!) 'আপনি বলে দিন, আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ, আমার নিকট এই মর্মে ওয়াহী করা হয় যে, তোমাদের উপাস্য এক ও একক, অতএব যে নিজ প্রতিপালকের দিদার লাভের আশাবাদী সে যেন সৎকর্ম করে এবং নিজ প্রতিপালকের 'ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে।"[৬৪]

২. অন্যত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾

"আপনি বলুন : আমি আমার প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। একজন মানব, একজন রাসূল বৈ আমি কে?"[৬৫]

৩. তিনি আরো বলেন :

﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُبِيْنٍ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের বড় উপকার করেছেন, যেহেতু তাদেরই মধ্য থেকে একজনকে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন, যদিও তারা ইতোপূর্বে স্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।"[৬৬]

৪. তিনি আরো বলেন :

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ﴾

"তোমাদের নিকট আগমন করেছে, তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল, যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যিনি হচ্ছেন তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্খী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ণ।"[৬৭]

৫. তিনি আরো বলেন :

﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِيْنٌ﴾

"এ লোকদের জন্যে এটা কী বিস্ময়কর হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট ওয়াহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করো এবং যারা ঈমান এনেছে তাদরকে এই সুসংবাদ দাও যে, তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট (পূর্ণ মর্যাদা) লাভ করবে, কাফিররা বলতে লাগলো যে, এই ব্যক্তি তো নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য যাদুকর।"[৬৮]

৬. তিনি আরো বলেন :

﴿هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُبِيْنٍ﴾

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন তাদের নিকট, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত, যদিও তারা ইতোপূর্বে স্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল।"[৬৯]

৭. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ﴾

---

[৬৪] *সূরা আল্ কাহ্‌ফ : ১১০।*
[৬৫] *সূরা বানী ইসরা-ঈল : ৯৩।*
[৬৬] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৬৪।*
[৬৭] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ১২৮।*
[৬৮] *সূরা ইউনুস : ২।*
[৬৯] *সূরা আল্ জুমু'আহ্ : ২।*

"আমি তোমাদের মধ্য হতে এরূপ রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলী পাঠ করে ও তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়, আর তোমরা যা অবগত ছিলে না তা শিক্ষা দান করেন।"[৭০]

এখানে আল্লাহ বলেই দিয়েছেন যে, "নবী (ﷺ) ঐসব লোকদেরই একজন, তিনি তাদের বাইরের কোনো লোক নন। কাজেই ঐসব লোক যদি নূরের তৈরি হন, তাহলে নবী (ﷺ)-ও নূরের তৈরি হবেন, আর যদি তারা নূরের তৈরি না হন তবে তিনিও নূরের তৈরি হবেন না এটাইতো স্বাভাবিক। আসলে বিদআতীরা কুরআন ও সহীহ হাদীস আয়ত্ব করতে এবং এর সঠিক ব্যাখ্যা অনুধাবন করা থেকে চির ব্যর্থ, তাই তারা নবী (ﷺ) সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস বিরোধী কথা বলে যে, নবী (ﷺ) মাটির তৈরি নন; বরং তিনি নূরের তৈরি। অথচ এভাবে তারা নবী (ﷺ)-কে অধিক সম্মান দিতে গিয়ে তাঁকে আরো খাটো করে দিয়েছে। কারণ নূরের তৈরি ফেরেশ্‌তার উপর আল্লাহ মাটির তৈরি আদম (আলাইহিস সালাম)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাদেরকে দিয়ে আদমের সাজদাহ্ করিয়ে নিয়েছেন।"[৭১]

তাহলে কার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো? নূরের তৈরি ফেরেশ্‌তাদের নাকি মাটির তৈরি আদম (আলাইহিস সালাম)-এর? অবশ্যই মাটির তৈরি আদম (আলাইহিস সালাম)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো। তবে আমরা তর্কের খাতিরে এটা বললেও আমাদের বিশ্বাস, আদম (আলাইহিস সালাম) ফেরেশ্‌তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে ছিলেন তাঁর 'ইলমের মাধ্যমে। আর এটা একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহেই হয়ে ছিল। তিনিই আদমের প্রতি অনুগ্রহ করে ফেরেশ্‌তাদের চেয়ে তাকে বেশি 'ইল্‌ম দান করেছিলেন।

আমি বিশ্বের সকল বিদআতীকে বলতে চাই, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী ও রাসূল (অনেকে বলেন : নবী ও রাসূলদের সর্বমোট সংখ্যা হলো : এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার। এভাবে বলে থাকেন, এটা প্রমাণ করে তারা ঐ মর্মে নবী এর কোনো হাদীস অবগত হননি)। মুসনাদ আহমাদ, সহীহ ইবনু হিব্বান প্রভৃতিতে নবী ও রাসূলদের সর্বমোট সংখ্যা একলক্ষ চব্বিশ হাজার বলা হয়েছে, আরো বলা হয়েছে তাদের মধ্যে রাসূলদের সংখ্যা সর্বমোট ৩১৫ জন।[৭২]

এর মধ্যে শুধু নবী (ﷺ) কিভাবে নূরের তৈরি হলেন? যদি তাঁকে নূরের তৈরি না বলায় তার মান খাটো করা হয়, তবে বাকী এক লক্ষ তেইশ হাজার নয়শত নিরানব্বইজন নবী-রাসূলকে মাটির তৈরি বলে কি তাদের মান খাটো করা হয় না? না-কি তারাও নূরের তৈরি? কৈ কোনো বিদআতীকে তো বলতে শুনি না যে, নবী (ﷺ)-এর মতো বাকী সমস্ত নবী-রাসূলগণও নূরের তৈরি! বরং তারা এমনটি শুধু নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ক্ষেত্রেই বলে থাকে। সুতরাং বাকী সমস্ত নবীকে মাটির তৈরি বলায় যেমন তাদের মান হানী হয় না, তদ্রূপ আমাদের নবী (ﷺ)-কেও মাটির তৈরি বলায় তার মানহানী হবে না। তবে কেন বিষয়টি নিয়ে এত বাড়াবাড়ি?

এমনকি অনেক মূর্খ বিদআতী নবীকে যারা মাটির তৈরি মানুষ বলে তাদের সকলকে কাফির ফাতাওয়া মেরে দেয়! একজন মুসলিমকে কাফির বলা কী এতই সহজ? না, কখনই নয়; বরং এই বিষয়টি অতীব জটিল এবং সুকঠিন। কারণ একজন মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির ফাতাওয়া দেওয়ার অর্থই হলো– সে জীবিত অবস্থায় থাকলে তার সাথে তার স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। নিজ মুসলিম সন্তান-সন্ততির উপর তার অভিভাবকত্ব চলবে না। সে মৃত্যু বরণ করলে তাকে গোসল দেওয়া যাবে না, কাফন পরানো যাবে না, তার জানাযার সালাত আদায় করা যাবে না। তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা যাবে না, মুসলিমদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা যাবে না। তার কোন মুসলিম আত্মীয়-স্বজন তার মীরাস পাবে না; বরং তার সমুদয় ধন-সম্পদ সরকারি বায়তুল মালে জমা হয়ে যাবে। পরকালে সে জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে প্রভৃতি। আর যদি সে প্রকৃত অর্থে কাফির না হয় তবে কাফির ফাতাওয়া দাতা মহান আল্লাহর উপর মিথ্যারোপকারী বলে গণ্য হবে ফলে সে সর্বাধিক যালিমে পরিণত হবে। আর তার একমাত্র বাসস্থান হবে জাহান্নাম[৭৩] এবং তাকে অন্যায়ভাবে কাফির বলার জন্য নিজেই কাফিরে পরিণত হবে।[৭৪]

এ থেকেই প্রতীয়মান হয় বিষয়টি কত জটিল এবং কঠিন। এজন্যই বড় বড় উলামায়েদীন মুসলিম ব্যক্তিকে সহজে কাফির বলেন না; বরং সে ক্ষেত্রে বহু সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন। ❑

---

[৭০] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৫১।*

[৭১] *দ্র. সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৩৪, সূরা আল্ আ'রাফ : ১১।*

[৭২] *দ্র. আহমাদ- ৫/১৭৯, হা. ২১৫৯২; সহীহ ইবনু হিব্বান- প্রভৃতি হাদীস সহীহ, সিলসিলাতুল আহাদীস আস সহীহাহ্।*

[৭৩] *দ্র. সূরা আল আ'রাফ।*

[৭৪] *সহীহুল বুখারী প্রভৃতি।*

যে যিক্‌রে আনন্দ মেলে

লেখক : শায়খ আব্দুর রাযযাক ইবন আব্দুল মুহসিন আল বদর

–মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার*

[দ্বিতীয় পর্ব]

এটি কতই না উত্তম একটি দু'আ!

اللّٰهُمَّ رحمتك أرجو-এর মর্মার্থ হলো– আল্লাহ! আমি শুধুমাত্র আপনারই রহমত প্রত্যাশি; অন্য কারো রহমতের আমার কোনো প্রত্যাশা নেই। এ কথার মাঝেই রয়েছে ইখলাস, তাওহীদ। আর رحمتك أرجو-এ বাক্যটি মূলত أرجو رحمتك ছিল। সীমাবদ্ধতা বুঝানোর জন্য মা'মূলকে 'আমেল বা কর্তার আগে নিয়ে আসা হয়েছে।

শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার রহমত প্রত্যাশা করা মু'মিনদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾

"তারা যাদেরকে ডাকে তারাই তো তাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকটতর হতে পারে, আর তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার রবের শাস্তি ভয়াবহ।"[৭৫]

সুতরাং যে ব্যক্তি বিপদাপতিত হয়েছে সে তা থেকে মুক্তির জন্য তাওহীদের মাধ্যমে দু'আ শুরু করবে। বলবে, হে আল্লাহ! আমি শুধু তোমারই রহমত প্রত্যাশা করি। শুধুমাত্র আপনারই কাছে তলব করি; অন্য কারো থেকে নয়।

فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ.

অর্থাৎ- "সুতরাং আপনি আমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও আমার নিজের ওপর ছেড়ে দিবেন না।"[৭৬]

এ বাক্যের মাধ্যমে বান্দা পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার অভিমুখীতা প্রকাশ করে সর্বাবস্থায় সব সময়ের জন্য। সুতরাং আপনি হলেন, আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী। একটি মুহূর্তের জন্যও আপনি তার মুখাপেক্ষীতা থেকে মুক্ত নন। সর্বাবস্থায় আপনি তাঁর প্রয়োজন অনুভবকারী। আপনার রব থেকে নিজেকে নিস্প্রোয়োজন ভাবার কোনোই সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা সকল দিক থেকে আপনার থেকে অমুখাপেক্ষী। আর আপনি সব দিক থেকে তাঁর মুখাপেক্ষী। এ জন্য আপনি দু'আর মাঝে বলবেন, "সুতরাং আমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও আমার নিজের ওপর ছেড়ে দিবেন না।"

আল্লাহ তা'আলা যদি এক মুহূর্তের জন্যেও আপনাকে আপনার নিজের ওপর ছেড়ে দেন তবে তো আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন, গোমরাহ হয়ে যাবেন। যাকেই তার নিজের ওপর ছেড়ে দেয়া হবে সেই খোয়া যাবে। যাকে গাইরুল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়া হবে সেও খোয়া যাবে। এ জন্য এটা আল্লাহ তা'আলার বড়ো নিয়ামত মনে করুন যে, তিনি আপনাকে কারো ওপর ছেড়ে দেননি; বরং আপনার সব দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন। কেননা তিনি যখন আপনাকে তাঁর তত্বাবধানে নিয়ে নিয়েছেন এর মর্মার্থ হলো– তিনি শক্তি, সম্মান, ক্ষমতা দান করবেন; কারো দ্বারস্থ হতে হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ﴾

"আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের ভয় দেখায়। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো হিদায়াতকারী নেই।"[৭৭]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ﴾

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"[৭৮]

﴿قُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ﴾

---

* *মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা।*

[৭৫] *সূরা ইস্‌রা : ৫৭।*

[৭৬] *আহমাদ- ৩৪/৭৫; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৫০৯০, হাসান।*

[৭৭] *সূরা আয্ যুমার : ৩৬।*

[৭৮] *সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব : ৩।*

"বলুন, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।' নির্ভরকারীগণ তাঁর উপরই নির্ভর করে।"[৭৯]

সুতরাং আপনি যখন আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুলকারী হবেন তখন কোনো কিছুকেই আপনি কখনো ভয় পাবেন না; বরং সবকিছু আপনাকে দেখে ভয় পাবে। কিন্তু আপনি যদি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসাকারী না হতে পারেন তবে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সবকিছু থেকে ভয় দেখাবেন। এমনকি কতিপয় মাখলূক যে ভ্রান্ত জিনিসের উপর ভরসা করে আপনিও তাতে ভরসা করে বসবেন তখন তা আপনার ধ্বংসের কারণ হবে। যেমনটি হাদীসে এসেছে– রাসূল (ﷺ) বলেন,

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ.

যে ব্যক্তি তাবীজ ঝুলালো আল্লাহ তা'আলা তার ইচ্ছে পূরণ করবেন না। আর যে ব্যক্তি শঙ্খ ঝুলায় আল্লাহ তা'আলা তার ভালো করবেন না।[৮০]

কেননা যে তাবিজ ঝুলায় ধাগা ঝুলায় সে তার অন্তরকে তার সাথে বেঁধে দেয় ফলে সে খোয়া যায়, তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে প্রকৃত মুসলিম কখনো আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের সাথে তার অন্তরকে ঝুলিয়ে রাখে না, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো ওপর ভরসা করে না, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে না। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো ওপর নির্ভর করে না।

وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ.

অর্থাৎ- আমার সবকিছু সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করে দিন।[৮১]

এ বাক্যের মর্মার্থ হলো– এ বাক্যের মাধ্যমে আপনার সবকিছু সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে আপনি আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষীতা ঘোষণা করছেন। সুতরাং আপনার দ্বীনী অবস্থা, দুনিয়াবী অবস্থা ও পরকালীন অবস্থা ভালো হবে না যদি না আল্লাহ তা'আলা ভালো করেন। এ জন্যে নবী (ﷺ) তাঁর দু'আর মাঝে বলতেন,

اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

উচ্চারণ : "আল্ল-হুম্মা আসলিহ লী দীনি। আল্লাযী হুওয়া 'ইস্মাতু আমরী। ওয়া আসলিহ লী দুন্‌ইয়া আল্লাতী ফীহা মা'আ-শী ওয়া আসলিহ লী আ-খিরতী আল্লাতী ফীহা মা'আ-দী ওয়াজ 'আলিল হায়া-তা যিয়া-দাতান্ লী ফী কুল্লি খইরিন্ ওয়াজ 'আলিল মাওতা রা-হাতাম মিন কুল্লি শার্‌রিন।"

বঙ্গানুবাদ : "হে আল্লাহ! আপনি আমার দ্বীন পরিশুদ্ধ করে দিন, যে দ্বীনই আমার নিরাপত্তা। আপনি শুদ্ধ করে দিন আমার দুনিয়াকে, যেথায় আমার জীবনোপকরণ রয়েছে। আপনি সংশোধন করে দিন আমার আখিরাতকে, যেখানে আমাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আপনি আমার আয়ূষ্কালকে বৃদ্ধি করে দিন প্রত্যেকটি ভালো কর্মের জন্য এবং আপনি আমার মরণকে বিশ্রামাগার বানিয়ে দিন সব প্রকার খারাবী হতে।"[৮২]

وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

অর্থাৎ- "আমার সবকিছু সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করে দিন। আর আপনিই একমাত্র ইলাহ, আপনি ছাড়া সত্যিকার অর্থে কোনো ইলাহ নেই।"[৮৩]

বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিকট তার সবকিছু সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করে দেওয়ার পরে স্মরণ করবে তাওহীদের বাণী "লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু", অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা তুমি ছাড়া সত্যিকার অর্থে কোনো মা'বূদ নেই। আশ্রয়স্থল তো কেবল তোমার নিকট। ভরসার জায়গা তো একমাত্র তুমি। সমস্ত বিষয় তোমার কাছেই সমর্পণ করছি। তুমি ছাড়া তো সত্যিকার অর্থে কোনো ইলাহ নেই। উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর মাধ্যমেই বিপদাপদের চিকিৎসা করা সম্ভব।

চতুর্থ হাদীস : সা'ঈদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (ﷺ) বলেছেন, যূন নূন যখন

[৭৯] *সূরা আয্ যুমার : ৩৮।*

[৮০] *আহমাদ- ৪/১৫৪, ১৭৪০৪; মুস্তাদরাকে হাকিম- ৪/২৪০, হাদীসের মান সহীহ; সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ৬০৮২; হাইসামী বলেন, (৫/১০৩) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ, আবূ ইয়া'লা ও ত্বাবারানী, তাদের রাবী সিকাহ।*

[৮১] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৫০৯০, হাসান।*

[৮২] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬৭৯৬।*

[৮৩] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৫০৯০, হাসান।*

মাছের পেটে ছিলেন তখন তিনি দু'আ করেছিলেন– হে আল্লাহর বান্দাগণ! ইউনুস (আলাইহিস সালাম) যে বিপদে পতিত হয়েছিলেন সে বিপদের ভয়াবহতা সম্পর্কে একটু চিন্তা করুন তো। মাছ তাকে গিলে ফেলল। তারপর তাকে নিয়ে পানির তলদেশে চলে গেল। কী মহা মুসিবত!! তখন ইউনুস (আলাইহিস সালাম) শুধু বারবার "লা- ইলা-হা ইল্লা আনতা সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায য-লিমী-ন" –এ দু'আ পড়তে লাগলেন। কয়েক স্তরের অন্ধকারের ভিতর থেকে মহান রবকে ডাকলেন। সেখানে ছিল মাছের পেটের অন্ধকার, সমুদ্রের অন্ধকার, রাতের অন্ধকার। ইউনুস (আলাইহিস সালাম) সমুদ্রের সবচেয়ে তলদেশ থেকে মহান রবকে ডেকে ডেকে বললেন, "হে আমার রব! তুমি ব্যতীত সত্য কোনো মা'বূদ নেই, তুমি পূতঃপবিত্র। নিশ্চয়ই আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত।"

এরূপই ছিল ইউনুস (আলাইহিস সালাম)-এর দু'আ। যখন তিনি মাছের পেটে বারবার এ দু'আ পড়লেন তখন আল্লাহ মাছকে অনুমতি দিলেন এবং আদেশ দিলেন তাকে পেট থেকে বের করে দিতে। আর ইউনুস (আলাইহিস সালাম)-এর পাশে আল্লাহ লাউ গাছ সৃষ্টি করে দিলেন। সমুদ্রের তলদেশে থাকার কারণে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে তাকে পুনরায় সুস্থতা দান করলেন, দুর্বলতায় শক্তি দান করলেন।

তবে এ কথা মনে রাখতে হবে, ইউনুস (আলাইহিস সালাম) এ দু'আগুলো বলেছিলেন আল্লাহ তা'আলার উপর পরিপূর্ণরূপে ভরসা রেখে। তার উপর নির্ভর করে। তার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি জানতেন তার এ কষ্ট দূর করার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

আর ইউনুস (আলাইহিস সালাম)-এর পঠিত দু'আটি চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে–

১. মহান আল্লাহর তাওহীদ "লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই।

২. "সুবহানাকা" বলার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা। "সুবহানাকা"-এর মর্মার্থ হলো– হে আল্লাহ! যেসব বিষয় আপনার সাথে মানানসই নয় সেগুলো থেকে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। পবিত্রতা ঘোষণা করছি সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে। পবিত্রতা ঘোষণা করছি রাসূলগণের শত্রুরা আপনাকে যেসব গুণে গুণান্বিত করে সেগুলো থেকেও।

﴿سُبۡحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلۡعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

"তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী।"[৮৪]

৩. যুল্‌ম ও অবহেলার স্বীকারোক্তি। "নিশ্চয়ই আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত।"

৪. পূতঃপবিত্র মহামহিম মহান আল্লাহর জন্য 'ইবাদত করা।

আপনি আল্লাহ তা'আলার একজন দাস। এক পলকের জন্য মহান আল্লাহর রহমত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কোনো সুযোগ নেই –এ কথার স্বীকৃতির মাঝেই রয়েছে মহা চিকিৎসা, বরকতময় আরোগ্য।

এ জন্যে মানুষ তার জীবনের সকল দুঃখে-কষ্টে আশ্রয় নিবে আল্লাহ তা'আলার নিকট। যে কোনো বিপদ হোক না কেন, যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটুক না কেন আশ্রয় নিবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট।

হে ভাই! আল্লাহর কসম করে বলছি, সকল মানুষ ও পৃথীবিতে যত সৃষ্টি আছে সবাই মিলে যদি সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাই তারপরেও তারা কিছু করতে পারবে না। আল্লাহ যদি আপনার মন্দ করতে চান তবে তারা বিন্দুমাত্র আপনার উপকার করতে পারবে না। কিংবা আল্লাহ তা'আলা যদি আপনার উপকার করতে চান তবে তারা তা বাঁধা দিতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَّا يَفۡتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحۡمَةٖ فَلَا مُمۡسِكَ لَهَاۖ وَمَا يُمۡسِكۡ فَلَا مُرۡسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ﴾

"আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণকারী নেই এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে পরে কেউ তার উন্মুক্তকারী নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা।"[৮৫] তিনি আরো বলেন,

﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ قُلۡ أَفَرَءَيۡتُم مَّا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنۡ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلۡ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوۡ أَرَادَنِي بِرَحۡمَةٍ هَلۡ هُنَّ مُمۡسِكَٰتُ رَحۡمَتِهِۦۚ قُلۡ حَسۡبِيَ ٱللَّهُۖ عَلَيۡهِ يَتَوَكَّلُ ٱلۡمُتَوَكِّلُونَ﴾

"আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই

[৮৪] সূরা আস্ সা-ফ্ফা-ত : ১৮০।
[৮৫] সূরা ফা-ত্বির : ২।

বলবে, ‘আল্লাহ।’ বলুন, ‘তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ আমার অনিষ্ট করতে চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে?’ বলুন, ‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।’ নির্ভরকারীগণ তাঁর উপরই নির্ভর করে।”[৮৬] তিনি অন্যত্রে বলেন,

﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمۡلِكُونَ كَشۡفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمۡ وَلَا تَحۡوِيلًا﴾

“বলুন, ‘তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ মনে করো তাদেরকে ডাকো, অতঃপর দেখবে যে, তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার বা পরিবর্তন করার শক্তি তাদের নেই।”[৮৭]

আল্লাহ যে বিপদ দিতে চান কেউ দূর করতে পারবে না কিংবা সে বিপদ থেকে উদ্ধার কার্জ সিদ্ধ করতে পারবে না। কেননা আল্লাহই হলেন, নিচুকারী, উঁচুকারী, সংকোচনকারী, বিস্তৃতকারী, দানকারী, বারণকারী, সম্মান দানকারী, লাঞ্ছিতকারী, তার হাতেই রয়েছে সকল বিষয়ের সমাধান। সুতরাং আশ্রয় নিতে হবে একমাত্র তাঁর নিকট। নির্ভর করতে হবে শুধুমাত্র তাঁর উপর।

এ চারটি যিক্‌র ও দু‘আ বিপদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে হাদীসের কিতাবগুলোতে নবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

যে যিক্‌রে আনন্দ মেলে : ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র সনদে মুসনাদ আহমাদ, সহীহ ইবনু হিব্বান ও অন্যান্যদের কিতাবে বর্ণিত আছে যে, নবী (ﷺ) বলেছেন,

مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ وفي قبضتك نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِي وَنُوْرَ صَدْرِيْ وَجِلَاءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا قَالَ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا نَتَعَلَّمُهَا فَقَالَ بَلَى يَنْبَغِيْ لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا.

ব্যক্তি যখনই বেশি চিন্তাগ্রস্ত বা বিষন্নতায় ভোগে তখনই সে যদি বলে– ““আল্ল-হুম্মা ইন্নী ‘আব্দুকা, ওয়াবনু ‘আবদিকা ওয়াবনু আমাতিকা, না-সিয়াতী বিয়াদিকা, মা-যিন ফীয়্যা হুকমুকা, ‘আদলুন ফিয়্যা কযা-উকা, ‘আস্‌আলুকা বিকুল্লি ইসমিন হুওয়া লাকা, সাম্‌মায়তা বিহী নাফসাকা, আও ‘আল্লামতাহূ আহাদাম মিন খলকিকা, আও আনযালতাহু ফী কিতা-বিকা, আউ ইস্‌তা’ছারতা বিহী ফী ইলমিল গয়বি ‘ইনদাকা আন তাজ‘আলাল কুরআ-না রবী‘আ ক্বলবী ওয়া নূরা সদরী, ওয়া জালা-আ হুযনী, ওয়া যাবাবা হাম্মী।” অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা, আপনার বান্দার পুত্র, আপনার বান্দির পুত্র। আমি আপনার হাতের মুঠে। আপনার হুকুম আমার ওপর কার্যকর, আপনার আদেশ আমার পক্ষে ন্যায়। আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আপনার সেসব নামের ওয়াসীলায় যাতে আপনি নিজেকে অভিহিত করেছেন। অথবা আপনি আপনার কিতাবে নাযিল করেছেন অথবা আপনি সৃষ্টির কাউকেও তা শিক্ষা দিয়েছেন, অথবা আপনি গায়বের পর্দায় তা আপনার কাছে অদৃশ্য রেখেছেন। আপনি কুরআনকে আমার অন্তরের বসন্তকালস্বরূপ অতীতের দুশ্চিন্তা ও ভবিষ্যতের অনর্থক আশংকা দূর করার উপায়স্বরূপ বানিয়ে দিন।” তাহলে আল্লাহ তা‘আলা দুশ্চিন্তা ও বিষন্নতা দূর করে দেবেন এবং এর পরিবর্তে মনে দেবেন আনন্দ নিশ্চিন্ততা, প্রশান্তি। সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমরা কি এ বাক্যগুলো শিখবো না? তিনি বলেন, অবশ্যই, যে ব্যক্তি এ বাক্যগুলো শুনবে তার উচিৎ হলো, এ বাক্যগুলো শিখে নেওয়া।[৮৮]

আমরা প্রায়শ এ হাদীসটি শুনি। অনেক খুতবার মাঝে, বিভিন্ন দারসে এ হাদীসটি পেশ করা হয়। হাদীসের কিতাবেও বারবার পড়ি কিন্তু তা শিখে নেওয়ার জন্য আমাদের আগ্রহ জন্মে না। মুখস্থ করার দিক থেকেও

[৮৬] *সূরা আয্ যুমার : ৩৮।*
[৮৭] *সূরা ইসরা : ৫৬।*
[৮৮] *মুসনাদ আহমাদ- ১/৩৯১; সিলসিলা সহীহাহ্- হা. ১৯৯; ইমাম আলবানী সহীহ আখ্যা দিয়েছেন; আল ফাওয়াইদ- ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ), পৃ. 88।*

নয়, মর্মার্থ বুঝার দিক থেকেও নয়। এমনকি দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হওয়ার পরে দু'আটি বলার দিক থেকেও নয়। এ তিনটিই হলো অবহেলার প্রকার। মানুষ হয় শৈথিল্যতা দেখায় দু'আটি মুখস্থ করতে, পড়তে অথবা শিথিলতা দেখায় দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হওয়ার পরেও তা পাঠ করতে। যখন দুশ্চিন্তা পেরেশানি তাকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে তখন সে দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য বিভিন্ন উপায় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কিন্তু বড়ো দুঃখের বিষয় এত বরকতময় দু'আটি তার মনেই আসে না।

আমাদের উচিৎ আমাদের নফসকে এ দু'আর উপর অবিচল রাখা। নফসের চিকিৎসার জন্য তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। জেনে রাখা উচিৎ যে, এটি একটি বরকতময় দু'আ। যে দু'আর ব্যাপারে নবী (ﷺ) সংবাদ দিয়েছেন যে, কোনো ব্যক্তিকে যদি কখনো দুশ্চিন্তা পেরেশানি পেয়ে বসে এবং সে যদি তা বলে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার দুশ্চিন্তা পেরেশানি দূর করে দেবেন এবং যে বিষন্নতা অন্তরকে ঢেকে ফেলে, কষ্টে ভরাক্রান্ত করে তোলে তার পরিবর্তে মনে দেবেন আনন্দ। আরেকটি বর্ণানায় আছে, নিশ্চিন্ততা।

এ দু'আটি পড়ার পরে বান্দার দুঃখগুলো আনন্দে রূপ লাভ করবে। এরপরে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থকে আসবে –ব্যক্তি যে জন্য কষ্ট পাচ্ছে তার উপশম। যিনি আমাদের কে এ সংবাদটি দিয়েছেন, এ পথ দেখিয়েছেন তিনি তো সবচেয়ে সত্যবাদী। তিনি তো কখনো প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। সুতরাং এটি একটি অবশ্যই সত্য বাণী। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হউক তার উপর।

হে ভাই! আল্লাহর কসম করে বলছি, রাসূল (ﷺ)-এর এ কথা অবশ্যই সত্য। নিশ্চয়ই এ দু'আ পাঠের কারণে অর্জিত হয় দুশ্চিন্তার উপশম, বিষন্নতার আরোগ্য, নিশ্চিন্ততা ও আনন্দ। যেমনটি আমাদের রাসূল (ﷺ) সংবাদ দিয়েছেন।

এ দু'আটি পাঠের সময় আমরা তিনটি বিষয়ের মুখাপেক্ষী। আমি এখন সেগুলো উল্লেখ করব– **১.** আমাদেরকে তা মুখস্থ করতে হবে। **২.** তার মর্মার্থ বুঝতে হবে। **৩.** আমাদের কেউ যখন দুশ্চিন্তা বা বিষন্নতাগ্রস্থ হবে তখন আমরা তা যথারীতি পাঠ করব।

আর আমরা যখন এ দু'আটি নিয়ে একটু গবেষণা করব তখন দেখতে পাব যে, এ দু'আটি চারটি মূলনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। দুশ্চিন্তা পেরেশানি দূর করার জন্য যেগুলো অবশ্যই জানতে হবে। যখন দু'আটি পাঠ করব তখন অবশ্যই এর মর্মার্থ জানার জন্য আগ্রহী হতে হবে এবং এর অর্থ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।

প্রথম মূলনীতি– একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য 'উবূদিয়্যাত বা দাসত্ব বাস্তবায়ন করা : আপনি যদি আপনার দুশ্চিন্তা দূর করতে চান তবে আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদত করুন। এ দু'আর মাঝে আপনি কী পরিমাণ দাসত্ব প্রকাশ করছেন তা দেখুন। দু'আর প্রারম্ভিকায় আপনি মহান আল্লাহর জন্য নিজের দাসত্ব প্রকাশ করেন। আপনি দু'আর মাঝে বলেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ.

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা, আপনার বান্দার ছেলে, আপনার বান্দীর ছেলে।[৮৯]

"আমি আপনার বান্দা" এ বাক্যের মর্মার্থ হলো– আমি আপনার 'ইবাদতকারী। আমি আপনার দাসত্ব করি। আপনার কাছেই দু'আ করি। আপনার কাছেই সবকিছুর আশা করি। আপনার কাছেই চাই। আপনার উপর নির্ভর করি। আপনার কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করি।

আবার এ বাক্যের অর্থ এটাও হতে পারে, আমি আপনার দাস। আপনার অনুগত। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। আমি এক সময় ছিলাম না আপনিই আমাকে সৃজন করেছেন। আপনিই তো আমার সকল বিষয় পরিচালনা করেন।

"আমি আপনার বান্দার ছেলে, বান্দীর ছেলে" –এ বাক্যের মর্মার্থ হলো– আমি আপনার বান্দা। আমার পিতা, দাদা থেকে আদম (আলাইহিস সালাম) পর্যন্ত যত মানুষ এসেছে সবাই আপনার বান্দা, দাস। আপনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আমার মা, নানী থেকে হাওয়া (আলাইহাস সালাম) পর্যন্ত যত নারী এসেছে তারা সবাই আপনার বান্দী, দাসী। আপনিই তো তাদেরকে অস্তিত্বে এনেছেন।

সুতরাং আমি আপনার বান্দা, আপনার 'ইবাদতকারী, আপনার কাছে আশ্রয় চাই, আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনার উপর ভরসা করি, আমার সকল বিষয় আপনার উপর ন্যস্ত করছি। এটিই হলো প্রথম মূলনীতি; আল্লাহ তা'আলার জন্য উবুদিয়্যত বা দাসত্ব বাস্তবায়ন করা।

[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]

---

[৮৯] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ৩৭১২।*

ক্বাসাসুল কুরআন

পিঁপড়া ও মৌমাছির সমাজ

–হাশিম বিন আবদুল হাকিম

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾

"ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোনো জীব নেই, আর দু'ডানা বিশিষ্ট উড্ডয়নশীল এমন কোনো পাখি নেই যারা তোমাদের মতো এমন উম্মত নয়।"[৯০]

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন পশু পাখীরাও আমাদের মতো এমন উম্মত অর্থাৎ- তাদেরও রয়েছে সমাজ। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন পিঁপড়া ও মৌমাছিরাও দলবদ্ধভাবে বাস করে এবং তাদেরও রয়েছে বিশেষ বিশেষ কাজ।

পিঁপড়ারা অত্যন্ত সুসংগঠিত এবং প্রভাব বিস্তারকারী একটি জাতি। হাজার হাজার মাইল দূরে মহাসাগর দিয়ে বিচ্ছিন্ন থাকার পরও পিঁপড়ারা একে অপরকে চিনতে পারে। নিজেদের মাথা থেকে বেরিয়ে থাকা অ্যান্টেনা দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলি ভাব বিনিময় করে। প্রত্যেক ধরনের পিঁপড়ার তাদের ঢিবিতে রয়েছে বিভিন্নমুখী বিশেষ কর্তব্য ও প্রতিভা যে কারণে তাদের বাঁচার জন্য একে অপরের সহযোগীতা প্রয়োজন। কিছু পিঁপড়া যায় খাদ্যের অন্বেষণে, অন্যগুলো ব্যস্ত থাকে তাদের বাসার কক্ষগুলো বৃদ্ধি ও পরিচ্ছন্ন রাখতে। কিছু পিঁপড়া থাকে রানী পিঁপড়ার সাথে বিভিন্নভাবে তার খিদমত করতে। আবার সেবিকা পিঁপড়া তার দেখাশুনা ও পরিচর্যায় ব্যস্ত। কিছু পিঁপড়া আছে যাদের জন্য রয়েছে দাস বা সাহায্যকারী পিঁপড়া। কারণ তাদের ঠোঁট মুখ লম্বা ও এমন বাঁকা যে তারা নিজ নিজ খাবার নিজেরা খেতে পারে না অথবা তাদের বাসাও মাটি খুড়ে বানাতে পারে না। পিঁপড়ার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণি, রয়েছে শ্রমিক পিঁপড়া, সৈনিক পিঁপড়া, কৃষক পিঁপড়া, রয়েছে ক্ষুদ্রাকার কীটদের রক্ষক শ্রেণি এবং কতগুলোকে তারা তেমনি ব্যবহার করে থাকে যেমন- আমরা গাভী ব্যবহার করে থাকি। কিছু পিঁপড়া আছে যেগুলো মধু ফোটাকে বাসায় নিয়ে যেতে ট্যাংকাররূপে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ পাক কত সুন্দর জীবন-ব্যবস্থা পিঁপড়াদের মাঝে করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা মৌমাছিদের জীবন-ব্যবস্থাকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ○ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"তোমার প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি ওয়াহী করেছেন যে, পাহাড়ে বৃক্ষে আর উঁচু চালে বাসস্থান তৈরি করো। অতঃপর প্রত্যেক ফল থেকে আহার করো, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের (শেখানো) সহজ পদ্ধতি অনুসরণ করো।"[৯১]

আল্লাহ পাক মৌমাছিদের এক বিচিত্র শিক্ষা দিয়েছেন ওয়াহীর মাধ্যমে। তা হচ্ছে– তাদের মধ্যে থাকে একজন দলপতি। এই দলপতি হচ্ছে রানী মৌমাছি। আর সব মৌমাছি হচ্ছে কর্মী মৌমাছি। রানি মৌমাছি অন্যদের তুলনায় আকৃতিতে ও ওজনে প্রায় দ্বিগুণ আকারে বড় হয়। মৌমাছির পুরো খাবার ব্যবস্থায় এক ধরনের রহস্যময় পুষ্টিকর উপাদান থাকে, দেখতে জেলির মতো। ঐ রাজকীয় জেলি রানির জন্যই। আবার কর্মী মৌমাছিরা কয়েক ভাগে বিভক্ত। তাদের একদল মৌচাকের সেই অংশ তৈরি করার কাজে নিয়োজিত থাকে যে অংশে বাচ্চা থাকবে। অপরদল সেই অংশ তৈরি করে যে অংশে মধু থাকবে। তাদের তৈরি ঘরের খোপগুলো স্কেল দিয়ে মেপে দেখলে দেখা যাবে সবই একই মাপের, এর মধ্যে ছোট বড় কোনো পার্থক্য নেই। *[পরবর্তী অংশ ৩২ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

[৯০] *সূরা আল আন'আম : ৩৮।*

[৯১] *সূরা আন্ নাহ্‌ল : ৬৮ ও ৬৯।*

বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

ইমাম মাহদীর আগমন কিছু ভ্রান্ত অপপ্রচার

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশর : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : শুনা যাচ্ছে, ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে রমাযান মাসে কয়েকটি নিদর্শন প্রকাশিত হবে। তার মধ্যে রমাযান মাসের মাঝামাঝি সময়ে শুক্রবার রাতে আকাশে বিকট শব্দে আওয়াজ হওয়া অন্যতম নিদর্শন। হাদীসটি হলো– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “ক্বিয়ামতের আগে কোনো এক রমাযান মাসে আকাশে বিকট শব্দ হবে। এতে অনেক মানুষ বোবা, বধির ও অজ্ঞান হয়ে যাবে।” উল্লেখ্য যে, হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল, বানোয়াট এবং সর্বৈব বাতিলযোগ্য।

কিন্তু দুঃখজনক যে, বর্তমানে কিছু তথাকথিত বক্তা বা ‘আলেম ইমাম মাহদী সম্পর্কে বহু জাল-য‘ঈফ ভিত্তিহীন এবং অতিরঞ্জনমূলক বক্তব্য দিয়ে মানুষের মাঝে নানা বিভ্রান্তি ও ভয়ভীতি সঞ্চার করে চলেছে। এ সব শুনে অনেক মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। এভাবেই কথিত বক্তাগণ নিজেদের প্রচার-প্রসার ঘটিয়ে নিজ স্বার্থ হাসিল করতে চায়।

উল্লেখ্য যে, ক্বিয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদী আসবেন এবং ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক বিশ্ব শাসন করবেন। পৃথিবীব্যাপী শান্তি ও সমৃদ্ধি ছড়িয়ে পড়বে। এ সম্পর্কে বহু হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো আমাদের জন্য যথেষ্ট। তবে অতি উৎসাহি হয়ে, ইমাম মাহ্দী সম্পর্কে বানোয়াট ও জাল-য‘ঈফ হাদীস বর্ণনা, তার আগমনের সম্ভাব্য সময় বা সন-তারিখ নির্ধারণ, তাকে স্বপ্নে দর্শন, ইতোমধ্যে তিনি এসে গেছেন, ইতোমধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, অমুক দেশে এক ব্যক্তির মাঝে এত পারসেন্ট আলামত মিলে গেছে ইত্যাদি সব গালগল্প ও মিথ্যাকথন মাহফিলে-মাহফিলে বলে বেড়িয়ে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ কোনোভাবেই কাম্য নয়। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে এসব ফিত্না হতে হিফাজত করুন –আমীন।

উল্লেখ্য যে ইমাম মাহ্দীর আগমনের আলামত সংক্রান্ত উপরোক্ত হাদীসটি সহীহ নয়। বিজ্ঞ হাদীস বিশারদগণের দৃষ্টিতে এটি ‘অত্যন্ত দুর্বল’ বাতিল ও বানোয়াট হিসেবে চিহ্নিত।

নিম্নে উপরোক্ত মূল হাদীসটির আরবি টেক্সট, তরজমা, উৎস অতঃপর এ সম্পর্কে বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণের মতামত ও বক্তব্য তুলে ধরা হলো। হাদীসটি নিম্নরূপ :

ফিরোজ দায়লামি বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ صَوْتٌ، قَالُوْا : فِيْ أَوَّلِهِ أَوْ فِيْ وَسَطِهِ أَوْ فِيْ آخِرِهِ؟ قَالَ : لَا؛ بَلْ فِيْ النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ، إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؛ يَكُوْنُ صَوْتٌ مِنَ السَّمَاءِ يُصْعَقُ لَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفًا، وَيُخْرَسُ سَبْعُوْنَ أَلْفًا، وَيُعْمَى سَبْعُوْنَ أَلْفًا، وَيُصِمُّ سَبْعُوْنَ أَلْفًا. قَالُوْا : فَمَنِ السَّالِمُ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ : مَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ، وَتَعَوَّذَ بِالسُّجُوْدِ، وَجَهَرَ بِالتَّكْبِيْرِ لِلّٰهِ. ثُمَّ يَتْبَعُهُ صَوْتٌ آخَرُ. وَالصَّوْتُ الْأَوَّلُ صَوْتُ جِبْرِيْلَ، وَالثَّانِيْ صَوْتُ الشَّيْطَانِ. فَالصَّوْتُ فِيْ رَمَضَانَ، وَالمَعْمَعَةُ فِيْ شَوَّالٍ، وَتُمَيِّزُ الْقَبَائِلُ فِيْ ذِيْ الْقَعْدَةِ، وَيُغَارُ عَلَى الْحُجَّاجِ فِيْ ذِيْ الْحِجَّةِ، وَفِي الْمُحَرَّمِ، وَمَا الْمُحَرَّمُ؟ أَوَّلُهُ بَلَاءٌ عَلَى أُمَّتِيْ، وَآخِرُهُ فَرَجٌ لِأُمَّتِيْ، الرَّاحِلَةُ فِيْ ذٰلِكَ الزَّمَانِ بِقَتَبِهَا يَنْجُوْ عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ لَهُ مِنْ دَسْكَرَةٍ تَغُلُّ مِائَةَ أَلْفٍ. أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٨٥٣/٣٣٢/١٨)

“কোনো এক রমাযানে আওয়াজ আসবে।” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রমাযানের শুরুতে? নাকি মাঝামাঝি সময়ে? নাকি শেষ দিকে? নবী (ﷺ) বললেন, “না; বরং রমাযানের মাঝামাঝি সময়ে। ঠিক

মধ্য রমাযানের রাতে। শুক্রবার রাতে আকাশ থেকে একটি শব্দ আসবে। সেই শব্দের প্রচণ্ডতায় সত্তর হাজার মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে আর সত্তর হাজার বধির হয়ে যাবে।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনার উম্মতের মধ্যে কারা সেদিন নিরাপদ থাকবে? নবী (ﷺ) বললেন, "যারা নিজ নিজ ঘরে অবস্থানরত থাকবে, সাজদায় লুটিয়ে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং উচ্চ শব্দে আল্লাহু আকবর বলবে। পরে আরও একটি শব্দ আসবে। প্রথম শব্দটি হবে জিবরা-ঈল-এর এবং দ্বিতীয়টি হবে শয়ত্বানের। (ঘটনার পরম্পরা এরূপ) : ▪ শব্দ আসবে রমাযানে। ▪ ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হবে শাওয়ালে। ▪ আরবের গোত্রগুলো বিদ্রোহ করবে জুলক্বা'দা মাসে। ▪ হাজী লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটবে যিলহাজ্জ মাসে। আর মুহার্‌রমের শুরুটা আমার উম্মতের জন্য বিপদ, শেষটা মুক্তি। সেদিন মুসলিমগণ যে বাহনে চড়ে মুক্তি লাভ করবে, সেটি তার কাছে এক লাখ মূল্যের বিনোদন সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ঘরের চেয়েও বেশি উত্তম বলে বিবেচিত হবে।"[৯২]

এ হাদীসটি সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের মতামত :

✺ শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসটি موضوع বা বানোয়াট।

✺ ইমাম ইবনুল জাওযী তার 'আল মাউযুআত' বা বানোয়াট হাদীস সংকলন গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন (৩/১৯১)।

তিনি বলেন : هذا حديث لا يصح এ হাদীসটি সহীহ নয়। কারণ এর সনদে আব্দুল ওয়াহাব নামক একজন বর্ণনাকারী আছে, তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ কঠোর আপত্তি করেছেন। যেমন-

✺ উকাইলী বলেন, عبد الوهاب ليس بشيء "'আব্দুল ওয়াহাব কিছুই নয়।" (এ বাক্যটি দ্বারা বর্ণনাকারীর প্রতি কঠোর সমালোচনা বুঝায়।)

✺ ইবনু হিব্বান বলেন, كان يسرق الحديث؛ لا يحل الاحتجاج به "সে হাদীস চুরি করত। তার বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করা বৈধ নয়।"

✺ দারাকুত্বনী বলেন, منكر الحديث মুনকারুল হাদীস। এছাড়াও সনদে আরও সমস্যা আছে।[৯৩]

✺ ইমাম যাহাবী বলেন, باطل এ হাদীসটি বাতিল।[৯৪]

✺ হাইসামী বলেন, এই হাদীসের বর্ণনাসূত্রে 'আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ইবনুয যাহ্‌হাক নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে যে মুহাদ্দিসীনদের দৃষ্টিতে মাতরূক বা পরিত্যাজ্য।[৯৫]

✺ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন :

فِيْ أَحَادِيْثَ لَا تَصِحُّ فِيْ التَّوَارِيْخ المستقبلية.

"অগ্রিম তারিখ নির্ধারণ করে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বেশ কিছু হাদীস পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলো সহীহ নয়।"

সে সব হাদীসের মধ্যে একটি হলো–

يكون صوت في رمضان إذا كانت ليلة النصف منه ليلة جمعة، يصعق له سبعون ألفا، ويصم سبعون ألفا.

"অর্ধ রমাযানের জুমু'আর রাতে একটি আওয়াজ হবে। এতে সত্তর হাজার মানুষ বেহুশ হয়ে পড়ে যাবে... সত্তর হাজার মানুষ বোবা হয়ে যাবে...।"[৯৬]

পরিশেষে বলব, আমাদের কর্তব্য, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা এবং মিথ্যা, বানোয়াট বা বিশুদ্ধসূত্রে প্রমাণিত নয়, এমন হাদীস থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা। কেননা বানোয়াট, জাল-য'ঈফ হাদীস দ্বারা ইসলামের লাভ হয় না; বরং ক্ষতি হয়। পরিণতিতে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, যে ব্যক্তি জেনে-শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে তার পরিণত হবে জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং হক্বের পথে অবিচল রাখুন –আমীন। ❑

---

[৯২] *আল মু'জামুল ক্বাবীল লিত ত্বাবারানী।*

[৯৩] *শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর সিলসিলা য'ঈফার ৬০৭৮ ও ৬০৭৯ নং হাদীস পর্যালোচনা থেকে সংক্ষেপিত।*

[৯৪] *তারতীবুল মাউযুআত- ২৭৮।*

[৯৫] *মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ৭/৩১৩।*

[৯৬] *আল মানারুল মুনীফ- ৯৬ পৃ.।*

স্মৃতিচারণ

প্রফেসর ড. এম. এ বারী (রাহিমাহুল্লা-হ)
আমার দেখা কীর্তিমান দেউটি

–অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের*

[তৃতীয় পর্ব]

দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদ অর্থাৎ- ভাইস-চ্যান্সেলর পদে অবস্থান করে শত ব্যস্ততার মধ্যে থেকে আরো যে সব কাজ তিনি করেছেন দেশ ও বিদেশে তা লক্ষ করলে রীতিমতো অবাক হতে হয়। এক এক করে তাঁর প্রতিভার বহিঃপ্রকাশগুলো দেখলে আমাদের আশ্চার্যই হতে হবে।

(১) ১৯৫৫ সালে স্যার আমেরিকার হাভার্ড ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারন্যাশনাল সামার সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেছেন।

(২) ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন।

(৩) ১৯৬০ সালে রাজশাহীতে পাকিস্তান ইতিহাস কনফারেন্সের আয়োজন করেন।

(৪) ১৯৬৭ সালে আমেরিকার মিচিগানে ২৭তম আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদদের কংগ্রেসে যোগদান করেন।

(৫) ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানের জনগণের ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপর জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করেন।

(৬) ১৯৬৯ সালে কুয়ালালামপুর মালোয়েশিয়াতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক কনফারেন্সে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন।

(৭) ১৯৭৭ সালে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে অনুষ্ঠিত ধর্মবেত্তাগণের শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ের উপর কনফারেন্সে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন।

(৮) ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত মুসলিমদের শিক্ষা বিষয়ক ফাস্ট ওয়ার্ল্ড কনফারেন্সে যোগদান করেন।

(৯) ১৯৮০ সালে রিয়াদে ইমাম মুহাম্মদ বিন সৌদ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত "শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব" সপ্তাহ শীর্ষক কনফারেন্সে যোগদান করেন।

(১০) ১৯৮০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক কনফারেন্সে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

(১১) ১৯৮৩ সালে যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত ১৩তম কমন ওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসে যোগদান করেন।

(১২) ১৯৮৪ সালে সৌদি আরবে মদীনা আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত দা'ওয়াহ বিশ্ব কনফারেন্সে যোগদান করেন।

(১৩) ১৯৮৫ সালে ভারতের দীল্লিতে অনুষ্ঠিত ভাইস-চ্যান্সেলরদের এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কনফারেন্সে অংশ গ্রহণ করেন।

(১৪) ১৯৮৯ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার উরাল ও ভলগা অঞ্চলে ইসলামের অভ্যুদয়ের দ্বিশত বার্ষিকী উপলক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নে ইউরোপিয় এবং সাইবেরীয় অঞ্চলের মুসলিম ধর্মীয় বোর্ড কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে গমন করেন।

(১৫) ১৯৯০ সালে মক্কা মুকাররামায় রাবেতা আলম আল ইসলামী আয়োজিত উপসাগরীয় অঞ্চলের পরিস্থিতির উপর আন্তর্জাতিক ইসলামী কনফারেন্সেও যোগদান করেন।

এছাড়া স্যার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ- ২০০৩ সালের ৪ঠা জুন পর্যন্ত সক্ষম থাকা অবস্থায় দেশ, জাতি ও বহিঃর্বিশ্বকে তিনি অকাতরে যে খিদমত দান করেছেন তা তুলনাহীন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে বিশ্ব মুসলিম চিন্তাবিদ ও ধর্মবেত্তা এবং বিশেষত্বে হিসেবে বিভিন্ন সময়ে স্যার গ্রেট বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন, সৌদী আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিশর, লিবিয়া, মালোয়েশিয়া, ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকায় সফর করেছেন।

মূলত স্যার একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন শিক্ষাপদ, একজন নিষ্ঠাবান ধর্মবেত্তা, একজন মননশীল গবেষক,

* *সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ ও খতীব, মুরারী কাঠি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

একজন উদ্ভাবনী সৃজনশীল বিশেষজ্ঞ, ভাষাবিদ এবং বহু অভিজ্ঞতা পূর্ণ স্বচ্ছ, সুদূর প্রসারী বিচক্ষণ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্যারের স্থান সারা পৃথিবীর সুধী মহলে সমাদৃত। দেশের পণ্ডিত মহলে ছিলেন বরেণ্য। শিক্ষার প্রতিটি স্তরে স্যারের ছিল পদচারণা, যা ছিল সকল মহলের আকাঙ্খিত। এছাড়া নিবিড়ভাবে তিনি বহু সংস্থার সাথে জড়িয়ে ছিলেন। যার কিছু নিম্নে প্রদত্ব হলো।

(১) স্যার পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন।

(২) বাংলাদেশ স্টাডিজ ইনষ্টিটিউটের বোর্ড অব গভর্নরসের চেয়ারম্যান ছিলেন।

(৩) পাকিস্তান হিস্ট্রিকাল রেকর্ডস এন্ড আর্কাইভস্ কমিশনের সদস্য ছিলেন।

(৪) বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের চেয়ারম্যান ছিলেন।

(৫) ইতিহাস পরিষদের সদস্য ছিলেন।

(৬) বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

(৭) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ এডিটেরিয়াল বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন।

(৮) ইসলামাবাদ পাকিস্তানের ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বোর্ড অব গভর্নরস-এর সদস্য ছিলেন।

(৯) বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন।

(১০) বাংলাদেশ প্রশাসনিক স্টাফ কলেজের বোর্ড অব গভর্নরসের সদস্য ছিলেন।

(১১) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলবমেন্ট স্টাডিজ-এর বোর্ড অব গভর্নরস-এর সদস্য ছিলেন।

(১২) বাংলাদেশ সমাজ বিজ্ঞান গবেষনা কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন।

(১৩) ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর বোর্ড অব গভর্নরসের সদস্য ছিলেন।

(১৪) বাংলাদেশ সরকারের যাকাত বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

(১৫) ছোটদের ইসলামী বিশ্ব কোষের সম্পাদনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন।

(১৬) বৃহত ইসলামী বিশ্বকোষের সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ও স্যার ছিলেন।

এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে আরোও বহু সংস্থার সাথে স্যারের ছিল পরিচিতি। ভাববার বিষয় এত শত শত কাজের মধ্যেও কলম হাতে নিয়ে যে, দু' কলম লেখা যায় তাও তিনি তাঁর দুর্লভ সময়ের মধ্যে একটু সময় বের করেও লিখতে চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন।

গ্রন্থসমূহ

(১) বাংলায় সংস্কার আন্দোলন –ড. সৈয়দ মাহমুদ হুসাইন সম্পাদিত স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, ২০তম খণ্ড।

(২) "সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা" ইসলামিক কালচার হায়দ্রাবাদ দাক্ষিনাত্য ভারত থেকে মুদ্রিত ১৯৫৬।

(৩) শহীদ তিতুমীর।

(৪) "ইসলাম ও সমাজ তন্ত্র" ইসলামিক লেটারেচার লাহোর-এ ছাপা।

(৫) প্রাথমিক ওয়াহহাবীগণ ও মক্কার শরীফগণ করাচী হতে প্রকাশিত পাকিস্তান হিস্ট্রিকাল সোসাইটি প্রকাশিত, তৃতীয় খণ্ড।

(৬) ঊনবিংশ শতকে ভারত বর্ষে মুসলিম সংস্কার আন্দোলন।

(৭) ধর্ম বিজ্ঞান প্রগতি।

(৮) তাবলীগে দ্বীন ও আহলে হাদীস আন্দোলন।

(৯) "ফরায়েজী আন্দোলন" ইসলামিক কালচার পাকিস্তান থেকে মুদ্রিত।

(১০) পাকিস্তান আন্দোলনের উৎস কথা ১৯৬২।

(১১) প্রাথমিক ওয়াহহাবীদের সমকালীন পর্যালোচনা।

প্রকৃতপক্ষে স্যার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে গুনে গুনে কর্মমুখর ছিলেন যখন একটু বিশ্রাম নিতেন শুইয়ে পড়ে তখনও আমি একদিন দেখেছি পত্রিকা হাতে নিয়ে পড়তে। এমনভাবে শিক্ষা এবং/শিক্ষার প্রসারে সারাটি জীবন তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

পরিশেষে বলতে চাই, দক্ষিণ এশিয়ার কৃতি সন্তান, বাংলাদেশের শিক্ষা গগণে অর্ধশতাব্দী বিশ্ববিদ্যালয় মনজুরী কমিশনের দুই মেয়াদের সার্থক চেয়ারম্যান,

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপকার ও প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর, শিক্ষা সংস্কার কমিটি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা কমিশনের প্রতিভাদীপ্ত চেয়ারম্যান, ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন কমিটির চেয়ারম্যান, দেশ ও জাতীর স্বার্থে বার বার বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায়; দেশ-বিদেশে শিক্ষা সংস্কৃতি ও ধর্মীয় সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কনফারেন্সের মধ্যমনি তথা বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সুদীর্ঘ ৪৩ বছরের আমৃত্যু সফল সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (ডি.ফিল. অক্সন) ২০০৩ সালের ৪ঠা জুন তাহাজ্জুদ সালাতের সময় ৩.২০ মিনিটে লক্ষ লক্ষ জনতাকে শোক সাগরে ভাসিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আহ্বানে সাড়া দিয়ে চিরদিনের মতো এ ক্ষণস্থায়ী নশ্বর 'পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন– ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। উল্লেখ্য ৪৩ বছরের নেতৃত্বে জমঈয়তকে এমন এক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে গেছেন যে, আজ আন্তর্জাতিকভাবে সালফী ভাইদের নিকট বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস একটি অতী পরিচিত সংগঠন। এ সংগঠনটিকে একটি মজবুত কাঠামোর উপর দাঁড় করার লক্ষ্যে দিয়ে গেছেন একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আশুলিয়া বাইপাইলে ১৬ একরের বেশি জমি এবং এর রূপরেখা নওয়াবপুরে নিজস্ব সম্পত্তির উপর নিমিতব্য ভবনের প্লান, রেখে গেছেন আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া। আজ এসব শুধুই স্মৃতি। এ স্মৃতিগুলোকে জগ্রত করে রাখা আমাদেরই কর্তব্য। তাই আমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট বিনীতভাবে একটি প্রস্তাব পেশ করছি স্যারের নামে বিশ্ববিদ্যালয়টি নাম করণ করার জন্য। যদি আইনে কোনো বাধা না থাকে।

সবশেষে পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে কায়মনবাক্যে প্রার্থনা মনুষ্য জন্মের অনিবার্যকৃত সকল ছোট খাট গুনাহসমূহ মাফ করে স্যারকে "জান্নাতুল ফিরদাউস" এ দাখিল করুন, আমীন। *[সমাপ্ত]*

পিঁপড়া ও মৌমাছির সমাজ

[২৭ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

আর একটা দল থাকে ফুলের নির্যাস যা দিয়ে মধু তৈরি হবে তা আনার কাজে লিপ্ত। এই ফুলের রস তারা খেয়ে ফেলে। পরে তাদের পেটের মধ্যে রক্ষিত রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রনে তা হয়ে পড়ে নির্ভেজাল মধু। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পথ দেখানোর এমন ব্যবস্থা করেছেন যে দুই মাইল দূর থেকেও যদি মধু সংগ্রহ করে আনে তবে ঠিক যে পথ দিয়ে উড়ে যায় তা আঁকা বাঁকা পথ হলেও পুনরায় ঠিক সেই একই পথে নিজেদের চাকে ফিরে আসে। তারা থাকে মধু তৈরির কাজে নিয়োজিত। আর একদল থাকে পুলিশ মৌমাছি। তাদের ঘ্রান শক্তি এত প্রখর যে কোনো মৌমাছি যদি কোনো ময়লার উপড়ে পড়ে তাহলে তাদের পায়ের তলার খুব অতি সামান্য যে ময়লা লেগে থাকে তার গন্ধ ঐ পুলিশ মৌমাছিরা টের পায়। আর ঐ ময়লার উপর বসা মৌমাছিরা যখন চাকে ফিরে আসতে থাকে তখন ঐ পুলিশ মৌমাছির দল চাকের নিকটে আসার পূর্বেই তাদের পথ থেকে ধরেই মেরে ফেলে, যেন অপবিত্র বা দূষিত কোনো কিছু মধুর সঙ্গে মিশ্রিত হতে না পারে।

কত সুন্দর শৃঙ্খলা তাদের সমাজ জীবন যা চিন্তা করলে মানুষকে আশ্চর্যান্বিত না করে পারে না। কুরআনের বর্ণিত কথা এটাই প্রমাণ করে। সত্যিই কুরআন মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এক আসমানী কিতাব, যেখানে আসমান ও জমিনের সব কিছুই কোন না কোনোভাবে উল্লেখ রয়েছে এই বিজ্ঞানময় কুরআনে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

"আসমান ও জমিনের এমন কোনো গোপন ভেদ নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।"[৯৭]

[তথ্য সূত্র : কুরআনই বিজ্ঞানের উৎস- খন্দকার আবুল খায়ের। পৃ. ৪২, বিবর্তনবাদ- হাজিযা বি আইশা লিমু, পিঁপড়াদের সম্রাজ্য- বাংলাদেশ প্রতিদিন ২৯/০৮/২০১০ ইং, আয়ুবর্ধক রাজকীয় মধূ- কালের কণ্ঠ ২৬/০৪/১১ ইং]

[৯৭] *সূরা আন্ নামল : ৭৫।*

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

সংঘাত-সহিংসতা, না অধিকার?

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে অদ্যবধি আমরা যদি মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক গঠন এবং রূপান্তরের দিকে তাকাই, অবাক বিস্ময়ে দেখতে পাই, রাজনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পাশাপাশি সমাজ সংগঠনে এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানে এসেছে এক বড়ো রকমের পরিবর্তন। মানুষকে শাসন করতে কখনো জমিদারি প্রথা, কখনো পুঁজিবাদ, কখনো সামন্তবাদ প্রভৃতি। আর আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ডেমক্র্যাসী বা গণতন্ত্র যেন প্রজাতন্ত্রের এখন মূল আশ্রয়স্থল। তরপরও "জোর যার মুল্লুক তার" এই কথাটি কে না জানে? সেই আদিকাল থেকেই নিরীহ জনতার অধিকার লুণ্ঠনে মৌখিক বাক-বিতণ্ডায় সগৌরবে উদ্ধৃত হতো এই প্রবাদ বাক্যটি। এই বাক্যটি ব্যবহার করেই রাজারা প্রজাসকলের উপর খড়্গহস্ত হতো, দমন-পীড়ন এমনকি অমানবিক নির্যাতন করতো। অধিকার প্রাপ্তির আশায় জনসাধারণ একত্রিত হতো, পরামর্শ-মিছিল-মিটিং, সভা-সমাবেশ, অনশন-ধর্মঘট, আন্দোলন ও সংগ্রাম করতো। কিন্তু কে শুনে কার কথা? তাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও ছত্রভঙ্গ করতে শাসকশ্রেণি যখন মরিয়া হয়ে উঠতো। তখন একপ্রকারের বাধ্য হয়েই দেশীয় অস্ত্র নিয়ে প্রজারা বিদ্রোহ করত। তাদের দমাতে শাসকগোষ্ঠী ব্যবহার করতে লাগলো সাউন্ডগ্রেনেড, টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট। এগুলো ব্যবহারের জন্য আইন-শৃংখলা বাহিনী ও নির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি তৈরি হলো। ব্যাঘাত ঘটল এতেও। সমন্বয় তো হলোই না; বরং এগুলোর অপব্যবহারে রাজা ও প্রজা হলো মুখোমুখি। সুস্পষ্ট দু'টি ভাগে বিভক্ত হলো গোটা জাতি।

"Divide and Rule", "ভাগ করো ও শাসন করো" এই মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে মরার উপর খাড়ার ঘা-এর মত আবির্ভূত হলো গণতন্ত্র। এ গণতন্ত্র জাতিকে শেখাল- Of the people, By the people, For the people. অর্থাৎ- জনগণ নিজেদের মধ্য থেকে নিজেরাই জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করে নিজেদের পরিচালনার ব্যবস্থা করবে (রাষ্ট্র পরিচালনা করবে)। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নেতৃত্বের আসন লাভে বহু দলের সৃষ্টি হলো। প্রতিষ্ঠিত হলো বহুদলীয় গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নেতৃত্ব লাভের একমাত্র উপায় নির্বাচন। আর এই নির্বাচনের মূলমন্ত্র হলো– Majority must be Grunted অর্থাৎ- অধিকাংশের মতই গ্রহণযোগ্য। এখানে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার্য্য নয়, বরং ব্যালটের মাধ্যমে আগত অধিকাংশের মতামতই প্রাধান্যপ্রাপ্ত। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, ভালো-মেধাবী, সৎ ও সফল মানুষের সংখ্যা সর্বকালে সর্বত্রই কিয়দাংশ হয়, অধিকাংশের কাছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ওরা আজ পরাজিত। ফলে যারা ন্যয়-অন্যায়ের ধার ধারে না, তারা এখানেও জোর-যবরদস্তি করে, বন্দুক-পিস্তল ও বুলেটের ব্যবহার করে। এদের দ্বারা অন্যের অধিকার হরণ করে ব্যালট ছিনিয়ে নিয়ে সীল মেরে মেরে ব্যালটবক্স পূর্ণ করাও নতুন কিছু নয়। অর্থের লোভ, ভয়-ভীতি দেখিয়ে ভোটকেন্দ্র দখল, ব্যালটবক্স ছিনতাই-এর মত ঘটনাও নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এই ব্যবস্থাপনায়ও একশ্রেণির মানুষ অধিকার বঞ্চিত হয়, অধিকার আদায়ের জন্য তাদের মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয় অবাধ্য-উশৃংখল-উগ্র-জঙ্গিবাদ। এ ব্যালটপ্রথাও সাম্য ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, পারেনি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে; বরং জাতিকে আরো বহু ভাগে বিভক্ত করে, তাদের মাঝে হিংসার বীজ বপন করেছে। নিজেদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, পরমাত্মীয় ও বন্ধুকে বানিয়েছে শত্রু। যার ফলে সমাজে সৃষ্টি হয়েছে এক অরাজকতাপূর্ণ ও বিশৃংখল পরিবেশ। ব্যহত হয়েছে স্থীতিশীলতা ও স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা। সংঘাত-সহিংসতায় মানুষের জীবন হচ্ছে বিপন্ন।

আমরা সাধারণ মানুষ! বুলেট ও ব্যালট কিছুই চাই না। বিশৃংখলা চাই না। চাই না– কারো মায়ের বুক খালি হউক, কেউ স্বজনহারা হউক। চাইনা- অত্যাচারিতের আর্তনাদে অন্তরিক্ষ ঘন কালো ও ভারি হয়ে উঠুক। নিরীহ মানুষের রক্তে রঞ্জিত হউক পথ-ঘাট, বেপরোয়া-উশৃংখল, অরাজকতাপূর্ণ ভীতিকর পরিবেশে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম বেড়ে উঠুক, এমনটাও আমরা চাই না। আমরা সংঘাত চাইনা, সহিংসতা চাই না, ধ্বংসযজ্ঞ চাই না, আমারা চাই- আমাদের মানবিক ও সামাজিক মর্যাদা, আমাদের ন্যায্য অধিকার! ❑

* *এমফিল গবেষক, জগন্নাত বিশ্ববিদ্যালয়।*

বিজ্ঞান-বিস্ময়

মস্তিষ্কের বয়স কমানোর যোগসূত্র পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা

নতুন এক গবেষণায় খাদ্যের পুষ্টি উপাদানের সঙ্গে মস্তিষ্কের বয়স বাড়ার গতি কমানোর যোগসূত্র পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা।

ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় ও নেব্রাস্কা-লিংকন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা এই গবেষণা পরিচালনা করেন। নির্দিষ্ট খাদ্য ও মস্তিষ্কের বয়স বাড়ার গতি কমানোর মধ্যে সংযোগ খোঁজার জন্য পুষ্টিকর উপাদান গ্রহণের বিপরীতে ৬৫ থেকে ৭৫ বছর বয়সী ১০০ জন স্বেচ্ছাসেবকের মস্তিষ্কের স্ক্যান করেন গবেষকেরা।

মস্তিষ্কের বয়স বাড়ার দু'টি স্বতন্ত্র ধরন শনাক্ত করেন তারা। এর মধ্যে ধীর গতিতে মস্তিষ্কের বয়স বাড়ার সঙ্গে পুষ্টিকর উপাদানের সম্পর্ক পাওয়া গেছে। এসব উপাদান ভূমধ্যসাগরীয় খাবারে পাওয়া যায়। আর আগের গবেষণায় দেখা যায়, এই ধরনের খাবার মানুষের দেহের জন্য সবচেয়ে ভালো।

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোসায়েন্টিস্ট অ্যারন বারবে বলেন, 'আমরা নির্দিষ্ট পুষ্টির বায়োমার্কারগুলো (জৈবিক অবস্থার পরিমাপযোগ্য সূচক) পর্যবেক্ষণ করেছি। যেমন- ফ্যাটি অ্যাসিড, যা পুষ্টিবিজ্ঞানে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদানের জন্য পরিচিত।

স্বাস্থ্যের ওপর ভূমধ্যসাগরীয় খাদ্যের ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে অনেক গবেষণা রয়েছে। এসব খাদ্যে উপকারী পুষ্টি উপাদান রয়েছে। নতুন গবেষণার ফলাফল আগের গবেষণাগুলোর সংগতিপূর্ণ।

গবেষকেরা শুধুমাত্র অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের দেওয়া খাদ্য গ্রহণের প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করেননি। এর পরিবর্তে পুষ্টির বায়োমার্কারগুলো সন্ধান করার জন্য রক্তের নমুনা বিশ্লেষণ করেন। বয়স্ক ব্যক্তিরা কী খাচ্ছেন ও পান করছেন তার জন্য শক্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হলো এসব বায়োমার্কার।

মাছ ও জলপাইয়ের তেলের থাকা ফ্যাটি অ্যাসিড এবং পালং শাক ও বাদামে উপস্থিত ভিটামিন ই-এর মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলো উপকারী বায়োমার্কার হিসেবে চিহ্নিত করার মধ্যে রয়েছে। পাশাপাশি গাজর ও কুমড়ায় পাওয়া ক্যারোটিনয়েড শরীরের প্রদাহ কমায় ও কোষকে রক্ষা করে। ধীর গতিতে বয়স বাড়ার সঙ্গে কোলিন নামের আরেকটি বায়োমার্কারের সম্পর্ক পাওয়া গেছে। এটি ডিমের কুসুম ও কাঁচা সয়াবিনে উচ্চ ঘনত্বে থাকে।

মস্তিষ্কের এমআরআই স্ক্যান এবং বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যায়ন উভয়ের মাধ্যমে মস্তিষ্কের বয়স বাড়ার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেছেন গবেষকেরা। দুই পদ্ধতি একই সঙ্গে ব্যবহারের ফলে মস্তিষ্কের নিউরনগুলো কার্যক্রম ও মানসিক তৎপরতার একটি বিস্তৃত চিত্র উঠে এসেছে।

বারবে বলেন, আমরা একই সঙ্গে মস্তিষ্কের গঠন, কার্যক্রম ও বিপাকক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করি। মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য ও জ্ঞানীয় ক্ষমতার মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে তা এর মাধ্যমে বুঝা যায়। মস্তিষ্কের বয়স বাড়ার গতি কমাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পুষ্টি।

মস্তিষ্ক কীভাবে শরীরের প্রতিটি অংশ ও কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত তা সম্পর্কে আরও অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে সহায়তা করে প্রতিটি নতুন গবেষণা।

শুধুমাত্র একটি অংশ তুলে ধরেছে এই গবেষণা। গবেষণাটি কারণ ও প্রভাব প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। ২০২৩ সালের একটি গবেষণায় একই রকম ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল। সেই গবেষণায় ১২ বছর ধরে অংশগ্রহণকারীদের পর্যবেক্ষণ করা হয়। ভূমধ্যসাগরীয় খাদ্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল এই গবেষণায়।

খাদ্য ও পুষ্টি মস্তিষ্কের বয়স বাড়ার গতিতে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে তার জন্য ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল (মানুষের ওপর পরীক্ষা) শুরু করতে চায় গবেষকরা। পুষ্টিকর খাবার আলঝেইমার বা স্মৃতিভ্রমের মতো নিউরোডিজেনারেটিভ রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে।

গবেষণাটি নেচার জার্নালে এনপিজি অ্যাজিং বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে। *[সূত্র : যুগান্তর অন-লাইন]*

মানুষকে অদৃশ্য করার 'জাদুর চাদর' আবিষ্কারের দাবি চীনের

চীনের একদল স্নাতক শিক্ষার্থী এমন এক ধরনের কোট বা চাদর আবিষ্কার করেছেন যা মানুষকে লুকিয়ে ফেলতে সক্ষম। কোনো ক্যামেরা দিয়েই এ ধরনের কাপড় পরিহিত কোনো ব্যক্তিকে শনাক্ত করা সম্ভব নয়। এই চাদর দেখতে খুবই সাধারণ এবং দামেও সস্তা। হংকং থেকে প্রকাশিত চীনা সংবাদমাধ্যম সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীনা তরুণ গবেষকদের আবিষ্কৃত এই অদৃশ্য জাদুর চাদরের নাম দেওয়া হয়েছে 'ইনভিসডিফেন্স'। গবেষকেরা বলছেন- এই চাদরটি খালি চোখে দেখা গেলেও কোনো ক্যামেরা দিয়ে এটিকে শনাক্ত করা সম্ভব নয়। গত বছরের ২৭ নভেম্বর চীনা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ে আয়োজিত চায়না পোস্টগ্র্যাজুয়েট ইনোভেশন অ্যান্ড প্র্যাকটিস কমপিটিশনে এই আবিষ্কার প্রথম পুরস্কার জিতে নেয়।

তরুণ গবেষকদের এই প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন উহান ইউনিভার্সিটির স্কুল অব কম্পিউটার সায়েন্সের অধ্যাপক ওয়াং ঝেং। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে একাডেমিক আলোচনার আন্তর্জাতিক সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অব আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ২০২৩ সালের সম্মেলনে এই আবিষ্কারের নিবন্ধ গৃহীত হয়েছে।

এই আবিষ্কারের বিষয়ে ওয়াং ঝেং বলেন, 'আজকাল অনেক নজরদারি যন্ত্র মানবদেহ শনাক্ত করতে পারে। রাস্তায় থাকা ক্যামেরাগুলোতে পথচারী শনাক্তকরণ ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন স্মার্ট গাড়ি পথচারী, রাস্তা এমনকি এর সামনে আসা বাধাগুলো শনাক্ত করতে পারে। আমাদের ইনভিসডিফেন্স ব্যবহারে হয়তো ব্যক্তি ক্যামেরায় ধরা পড়বে কিন্তু সেটি যে একজন মানুষ সে বিষয়ে কোনো তথ্য দেবে না।

সাধারণত, দিনের বেলায় ক্যামেরা প্রায়ই চলাফেরা, শারীরিক কাঠামোর সাহায্যে মানবদেহ শনাক্ত করে। কিন্তু ইনভিসডিফেন্স যে এমন এক ধরনের ক্যামোফ্ল্যাজ প্যাটার্ন আছে যা ক্যামেরার দৃষ্টির অ্যালগরিদমে হস্তক্ষেপ করে এটিকে অন্ধ করে দেয়। যে কারণে এটি পরিহিত কাউকে সেই ক্যামের শনাক্ত করতে পারে না।

আবার রাতের বেলায় ক্যামেরা ইনফ্রারেড থার্মাল ইমেজিং বা মানুষের দেহের তাপমাত্রা শনাক্ত করার মাধ্যমে মানবদেহ শনাক্ত করে। কিন্তু ইনভিসডিফেন্সের ভেতরের পৃষ্ঠে অবস্থিত অনিয়মিত আকারের তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রক মডিউলগুলো এক ধরনের অস্বাভাবিক তাপমাত্রার প্যাটার্ন তৈরি করে যা ইনফ্রারেড ক্যামেরাকে বিভ্রান্ত করে।

গবেষকেরা বলছেন, ইনভিসডিফেন্সের আরেকটি সুবিধা হলো এর কম খরচ। ওয়াং ঝেং বলেন, ইনভিসডিফেন্সের একটি সম্পূর্ণ সেটের মূল্য মাত্র ৫০০ ইউয়ান বা ৭০ ডলারে কম। তবে অন্য অনেকেই এই আবিষ্কারের নেতিবাচক দিকও দেখছেন। কেউ কেউ বলছেন, এর ফলে মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে।

[সূত্র : যুগান্তর অন-লাইন]

কি-বোর্ডে অক্ষরগুলো এমন এলোমেলো থাকে কেন?

আমরা কি-বোর্ডে যে বিন্যাস বা লেআউট ব্যবহার করি, সেটার নাম কোয়ার্টি। কি-বোর্ডে বাঁ হাতের ওপরের দিকের অক্ষরগুলো দেখুন। ইংরেজিতে Q, W, E, R, T ও Y অক্ষর ছয়টি পাশাপাশি পাবেন। এই ছয় অক্ষর এক করেই বিন্যাসটিকে বলা হয় কোয়ার্টি। কেবল কম্পিউটারেই নয়, স্মার্টফোনেও এখন একই বিন্যাসের ভার্চুয়াল কি-বোর্ড ব্যবহার করা হয়।

Advertisement : ১৮৭৩ সালে রেমিংটন টাইপরাইটারটি প্রথম যেদিন বাজারে ছাড়া হয়, বর্তমানের জীবিত ব্যক্তিদের কেউ তখন জন্মাননি। অথচ ১৪৮ বছর পর আজও আমরা এই বিন্যাস আঁকড়ে পড়ে আছি। আধুনিক কি-বোর্ডে অক্ষরের বিন্যাস বেছে নেওয়া হয়েছে উনিশ শতকের এই যন্ত্র থেকে।

সেই সময় টাইপরাইটারের অক্ষরগুলো এভাবে সাজানোর পেছনে কারণ তো ছিল বটেই! তবে মূল কারণ যে কোনটি, তা নিয়ে দুই ধরনের তত্ত্ব পাওয়া যায়। একটি তত্ত্ব হলো, শুরুতে টাইপরাইটারে অক্ষরগুলো বর্ণানুক্রমিক ছিল। তবে সে সময় কেউ কেউ কি-বোর্ডে এত দ্রুত টাইপ করতেন যে বোতামগুলোর নিচে যুক্ত রড একটি আরেকটিতে আঘাত করত। কখনো কখনো আটকে গিয়ে বন্ধ হয়ে যেত টাইপিং। সেই সমস্যা সমাধানে কোয়ার্টি কি-বোর্ডের প্রচলন করা হয়। কোয়ার্টি বিন্যাসে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অক্ষরগুলো দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়, যেন টাইপ করার সময় নিচের রডগুলো একটির সঙ্গে আরেকটি বাড়ি না খায়। রেমিংটন কি-বোর্ডের জনপ্রিয়তার সঙ্গে জনপ্রিয় হয় কোয়ার্টি কি-বোর্ডও।

তবে জাপানি গবেষকদের উদ্ধৃতি দিয়ে ওপরের তত্ত্বটিকে উড়িয়ে দিয়েছেন 'স্মিথসোনিয়ান' ম্যাগাজিনের জিমি স্ট্যাম্প। কোয়ার্টি বিন্যাসসহ কি-বোর্ডের পেটেন্ট প্রথম করেন ক্রিস্টোফার শোলস। তবে কেবল তিনিই বিন্যাসটির উদ্ভাবক নন বলে জানিয়েছেন স্ট্যাম্প; বরং টেলিগ্রাফ অপারেটররা মোর্স সংকেতের ইংরেজি প্রতিলিপি তৈরির জন্য টাইপরাইটার ব্যবহার করতেন। তাদের সুবিধার্থে দ্রুত এবং সহজে টাইপ করার জন্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়িয়েছে কোয়ার্টি কি-বোর্ড। অর্থাৎ- অনেক গবেষণার পর সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে উদ্ভাবিত হয় কোয়ার্টি।

এরপর নতুন ধরনের লেআউট প্রচলনের চেষ্টা যে হয়নি, তা নয়। তবে একে তো কোয়ার্টি কি-বোর্ডে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। দ্বিতীয়ত, একবার শিখে গেলে এটা বেশ সহজও। আর অনেকে তো না দেখেই দিব্যি কি-বোর্ডে ঝড় তুলতে পারেন। *[সূত্র : (দ্য আটলান্টিক, গিজমোডো) যুগান্তর অন-লাইন]*

আলোকিত ভুবন

প্রশ্নোত্তরে কুরআন জানি

সংকলনে– মো. আব্দুল হাই*

সূরা আল বাক্বারাহ্. মোট আয়াত- ২৮৬টি

প্রশ্ন– ১. আলিফ, লাম, মীম এটি কোন ধরণের আয়াত?

উত্তর : মুতাশাবিহাত। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১, তাফসীর)*

প্রশ্ন– ২. আলিফ, লাম, মীম এই হরফগুলোকে কি হরফ বলা হয়?

উত্তর : 'হরফে মুকাত্ত্বায়াত (বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা)। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১, তাফসীর)*

প্রশ্ন– ৩. কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা কোনটি?

উত্তর : সূরা আল বাক্বারাহ্।

প্রশ্ন– ৪. কুরআন মুত্তাকিদের জন্য কি?

উত্তর : হিদায়ত। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২)*

প্রশ্ন– ৫. সূরা আল বাক্বারার ৩ নং আয়াতে মুত্তাকীদের কয়টি গুণের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর : তিনটি (০৩) টি।

প্রশ্ন– ৬. সূরা আল বাক্বারার ৩ নং আয়াতে উল্লেখিত মুত্তাকীদের গুণগুলো কী?

উত্তর : অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, যথাযথভাবে সালাত কায়েম করে, প্রাপ্ত রিয্ক থেকে দান করে। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৩)*

প্রশ্ন– ৭. আল্লাহ তা'আলা কোথা থেকে দান করতে বলেছেন?

উত্তর : তিনি যা রিয্ক দিয়েছেন। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৩)*

প্রশ্ন– ৮. কোনো কিতাবগুলোর উপর ঈমান আনতে হবে?

উত্তর : যা পূর্বে নাযিল হয়েছে, যা মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর নাযিল হয়েছে। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৪)*

প্রশ্ন– ৯. যারা তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়েতের উপর রয়েছে তারা কি?

উত্তর : সফলকাম বা কৃতকার্য। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৫)*

প্রশ্ন– ১০. কাদেরকে সতর্ক করা আর না করা উভয় সমান?

উত্তর : যারা কুফ্‌রী করেছে– *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৬)*। অপর বর্ণনায় ইয়াহূদী ও মক্কার মুশরিকদের– *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৭)*।

প্রশ্ন– ১১. আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের কোথায় মোহর মেরে দিয়েছেন?

উত্তর : অন্তরে ও কানে।

প্রশ্ন– ১২. আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের চোখে কি দিয়েছেন?

উত্তর : আবরণ। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৭)*

প্রশ্ন– ১৩. "আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি, কিন্তু তারা মু'মিন নয়" –এরা কারা?

উত্তর : মুনাফিক্ব। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৮)*

প্রশ্ন– ১৪. মুনাফিক্বরা কাকে ধোঁকা দিতে চায়?

উত্তর : মহান আল্লাহকে যারা ঈমান এনেছে। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৯)*

প্রশ্ন– ১৫. প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক্বরা কার সাথে প্রতারণা করে?

উত্তর : নিজেদের সাথে। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৯)*

প্রশ্ন– ১৬. কাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে?

উত্তর : মুনাফিক্বদের। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১০)*

প্রশ্ন– ১৭. "তাদের অন্তরে ব্যাধী রয়েছে আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যাধী বাড়িয়ে দিয়েছেন" কারণ–

উত্তর : কারণ, তারা কুফ্‌রী করত। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১০)*

প্রশ্ন– ১৮. অন্তরে ব্যাধিগ্রস্থদের জন্য কি রয়েছে?

উত্তর : যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১০)*

প্রশ্ন– ১৯. অন্তরে ব্যাধিগ্রস্থদের জন্য শাস্তির মূল কারণ কী?

উত্তর : কারণ তারা মিথ্যাবাদী। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১০)*

প্রশ্ন– ২০. তাদেরকে বলা হয়, 'পৃথিবীতে তোমরা ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি করো না, প্রকৃতপক্ষে ওরাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী– কারা?

উত্তর : ইয়াহূদীরা– *(তাফসীর ইবনু 'আব্বাস)*। মুনাফিক্বরা– *(তাফসীর জাকারিয়া)*। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১২)*

* *কুপতলা, ধর্মতলা থানা ও জেলা গাইবান্ধা। সাবেক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- জমঈয়ত শুব্বানে আহলে বাংলাদেশ।*

প্রশ্ন– ২১. যখন তাদেরকে বলা হয় ফাসাদ করো না! তখন তারা কি বলে?

উত্তর : আমরা তো সংশোধনকারী। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১১)*

প্রশ্ন– ২২. মুনাফিক্বরা ফাসাদ সৃষ্টি করে! কিন্তু তারা তা কী করে না?

উত্তর : বুঝে না। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১২)*

প্রশ্ন– ২৩. তখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা ঈমান আনো, যেমন লোকেরা এনেছে –তখন তারা কি বলে?

উত্তর : আমরা কি নির্বোধদের মতো ঈমান আনব? *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৩)*

প্রশ্ন– ২৪. তাদেরকে ঈমান আনার কথা বলা হলে তারা বলে, আমরা কি নির্বোধদের মতো ঈমান আনবো –এরা কারা?

উত্তর : ইয়াহূদীরা– *(তাফসীর ইবনু 'আব্বাস)*। মুনাফিক্বরা– *(তাফসীর জাকারিয়া)*। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৩)*

প্রশ্ন– ২৫. মু'মিনদের সাথে দেখা হলে বলে– আমরা ঈমান এনেছি, শয়তানদের সাথে দেখা হলে বলে– তোমাদের সাথে আছি –আসলে এরা কারা?

উত্তর : মুনাফিক্ব। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৪)*

প্রশ্ন– ২৬. আল্লাহ তা'আলা কাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরার সুযোগ দেন?

উত্তর : মুনাফিক্বদের। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৫)*

প্রশ্ন– ২৭. কারা সৎপথের বদলে অসৎপথকে ক্রয় করেছে?

উত্তর : মুনাফিক্বরা। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৬)*

প্রশ্ন– ২৮. তাদের ব্যবসায় লাভজনক হয়নি এবং তারা সৎপথে পরিচালিতও নয়- কোন ব্যবসায়?

উত্তর : আখিরাতের ব্যবসায়। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৬)*

প্রশ্ন– ২৯. কাদের দৃষ্টান্ত, সেই ব্যক্তির মতো, যে আগুন জ্বালালো, এরপর চারদিকে আলোকিত হলে আল্লাহ তা'আলা সে আলো অপসারণ করলেন, ফলে সে অন্ধকারে পতিত হলো?

উত্তর : মুনাফিক্বদের। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৭)*

প্রশ্ন– ৩০. তারা মুক, বধির ও অন্ধ-তারা কারা?

উত্তর : মুনাফিক্বরা। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮)*

প্রশ্ন– ৩১. বজ্রধ্বনিতে কাফিররা মৃত্যু ভয়ে কী করে?

উত্তর : কানে আঙ্গুল দেয়। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯)*

প্রশ্ন– ৩২. আল্লাহ তা'আলা কাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন?

উত্তর : মুনাফিক্বদের। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯)*

প্রশ্ন– ৩৩. বিদ্যুৎ চমক দ্বারা কাফিরদের কি শাস্তি দেয়া হয়?

উত্তর : দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২০)*

প্রশ্ন– ৩৪. কাফির মুনাফিক্বরা কোন আলোতে পথ চলে?

উত্তর : বিদ্যুৎ চমকের আলোতে। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২০)*

প্রশ্ন– ৩৫. আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাদের কোন কোন জিনিস ছিনিয়ে নিতে পারতেন?

উত্তর : শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২০)*

প্রশ্ন– ৩৬. কেনো মহান আল্লাহর 'ইবাদত করতে হবে?

উত্তর : মুত্তাকী হওয়ার জন্য। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২১)*

প্রশ্ন– ৩৭. আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য 'যমীন ও আসমানকে' কি হিসাবে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর : বিছানা ও ছাদ হিসাবে। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২২)*

প্রশ্ন– ৩৮. আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে আল্লাহ তা'আলা আমাদের কোন নিয়ামত দিয়েছেন?

উত্তর : ফল-ফলাদি। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২২)*

প্রশ্ন– ৩৯. সূরা আল বাক্বারায় বর্ণিত কাফিরদের প্রতি মহান আল্লাহর প্রথম চ্যালেঞ্জ কোনটি?

উত্তর : একটি সূরা তৈরি করে নিয়ে আসার। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৩)*

প্রশ্ন– ৪০. একটি সূরা তৈরি করতে কাফিরদেরকে কাদের সহযোগিতা নেয়ার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সকল সাক্ষীকে (উপাস্যদের)। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৩)*

প্রশ্ন– ৪১. মহান আল্লাহর দেয়া সূরা তৈরির চ্যালেঞ্জকে মুকাবিলা করতে না পারলে কাকে ভয় করতে বলা হয়েছে?

উত্তর : জাহান্নামের আগুনকে। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৪)*

প্রশ্ন– ৪২. জাহান্নামের ইন্ধনকে কাদের জন্য প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে?

উত্তর : কাফিরদের জন্য। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৪)*

প্রশ্ন– ৪৩. জাহান্নামের ইন্ধন হবে কারা?

উত্তর : মানুষ ও পাথর। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৪)*

প্রশ্ন– ৪৪. জান্নাতিদেরকে যে ফল খেতে দেয়া হবে, তা কেমন হবে?

উত্তর : দুনিয়ার সদৃশ্য ফল। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৫)*

প্রশ্ন– ৪৫. আল্লাহ তা'আলা কোন ধরণের প্রাণীর দৃষ্টান্ত দিতেও লজ্জিত হন না?

উত্তর : মশা বা তার চেয়ে বড় কোনো কিছু। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৬)*

প্রশ্ন– ৪৬. আল্লাহ তা'আলা যে ধরণের দৃষ্টান্তই দেন না কেনো, মু'মিনরা তা কি বলে বিশ্বাস করে?

উত্তর : এসব দৃষ্টান্তই সত্য। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৬)*

প্রশ্ন– ৪৭. অতি ক্ষুদ্র কোনো কিছু দ্বারা দৃষ্টান্তে শুধুমাত্র কারা পথভ্রষ্ট হয়?

উত্তর : পাপিষ্টরা, ইয়াহূদীরা।

প্রশ্ন– ৪৮. সূরা আল বাক্বারায় বর্ণিত, 'ক্ষতিগ্রস্থ কয় শ্রেণির মানুষ'?

উত্তর : ০৩ (তিন) শ্রেণির। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৭)*

প্রশ্ন– ৪৯. সূরা আল বাক্বারায় উল্লেখিত 'ক্ষতিগ্রস্থ শ্রেণিতে কারা বিদ্যমান'?

উত্তর : অঙ্গিকার ভঙ্গকারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, দেশে শান্তি বিনষ্টকারী। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৭)*

প্রশ্ন– ৫০. কুরআনের বর্ণনায়, 'মানুষের জীবনচক্র কেমন'?

উত্তর : মৃত ➢ জীবিত ➢ মৃত ➢ জীবিত। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৮)*

প্রশ্ন– ৫১. মানুষের জীবনচক্রের স্বরূপ কেমন?

উত্তর : মৃত = বীর্যরূপে, অস্তিত্বহীনতা, জীবিত = মাতৃগর্ভে, মৃত = আয়ু শেষে মৃত, জীবিত = পরকালে স্থায়ী জীবন। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৮)*

প্রশ্ন– ৫২. আল্লাহ তা'আলা কিভাবে সৃষ্টিচক্র সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর : প্রথমে পৃথিবীর সবকিছু, এরপর আকাশ, আকাশকে সপ্তাকাশে বিন্যাস। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৯)*

প্রশ্ন– ৫৩. ফেরেশ্‌তাদের ভাষ্যে, 'পৃথিবীতে অশান্তি ও রক্তপাত ঘটাবে কারা'?

উত্তর : মানুষ বা মহান আল্লাহর প্রতিনিধি। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৩০)*

প্রশ্ন– ৫৪. আল্লাহ তা'আলা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে কী শিক্ষা দিয়েছেন?

উত্তর : যাবতীয় বস্তুর নাম। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৩১)*

প্রশ্ন– ৫৫. ফেরেশ্‌তাদের জানার পরিধি কেমন?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা যতটুকু শিক্ষা দিয়েছেন, ততটুকুই। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৩২)*

দু'আর আবেদন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, বিশিষ্ট আলেম অধ্যক্ষ শাইখ আব্দুল মতীন খান বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা নিয়ে পাবনা জেলার নিজ বাসভবনে চিকিৎসাধীন আছেন। তার সুস্থতা কামনা করে কামনা করে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দফতর থেকে সকল মুসলিমকে মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পরিপূর্ণ শেফা দান করুন –আমীন।

প্রশ্নোত্তরে হাদীস জানি

সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড থেকে ওয়াহীর সূচনা, পর্ব- ২

প্রশ্ন- ১. ইসলাম কয়টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত?

উত্তর : পাঁচটি (৫টি)। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৮)*

প্রশ্ন- ২. মুখে স্বীকার ও কাজে পরিণত করাই হলো প্রকৃতপক্ষে?

উত্তর : ঈমান। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৮)*

প্রশ্ন- ৩. ঈমানের অবস্থা কেমন?

উত্তর : ঈমান বাড়ে ও কমে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৮)*

প্রশ্ন- ৪. একজন নবীর ঈমান ও ইবলিশের ঈমান একই, এটা কোন সম্প্রদায়ের 'আক্বীদাহ্?

উত্তর : মুরজিয়াহ সম্প্রদায়। *(বুখারী- হা. ৮, টীকা)*

প্রশ্ন- ৫. কোন সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত বিশ্বাস- 'ঈমান বাড়েও না, কমেও না'?

উত্তর : মুরজিয়াহ সম্প্রদায়ের। *(বুখারী- হা. ৮, টীকা)*

প্রশ্ন- ৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বর্ণনায় ঈমানের কতটি শাখা আছে?

উত্তর : ষাট (৬০)-এর অধিক। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৯)*

প্রশ্ন- ৭. ঈমানের অন্যতম একটি শাখা কি?

উত্তর : লজ্জা। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৯)*

প্রশ্ন- ৮. যার জিহ্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ সেই-

উত্তর : প্রকৃত মুসলিম। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১০)*

প্রশ্ন- ৯. হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী 'প্রকৃত মুহাজির' কে?

উত্তর : যা মহান আল্লাহর নিষেধকৃত, সব ত্যাগ করা। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১০)*

প্রশ্ন- ১০. ইসলামের সবচেয়ে উত্তম কর্ম কোনটি?

উত্তর : খাদ্য খাওয়ানো, সালাম দেয়া। *(বুখারী- হা. ১২)*

প্রশ্ন- ১১. নিজের জন্য যা পছন্দ, অপর ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করা, এটি কী?

উত্তর : ঈমানের অংশ। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৩)*

প্রশ্ন- ১২. কোনো মানুষ তার পিতা, সন্তান বা সব মানুষের চেয়ে কাকে বেশি ভালো না বাসা পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না?

উত্তর : মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৫)*

প্রশ্ন- ১৩. প্রকৃত ঈমানদার কয়টি গুণের দ্বারা ঈমানের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করে?

উত্তর : ০৩ (তিন)টি গুণের দ্বারা। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৬)*

প্রশ্ন- ১৪. প্রকৃত ঈমানদারের অন্যতম গুণ হলো?

উত্তর : কাউকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৬)*

প্রশ্ন- ১৫. একজন প্রকৃত ঈমানদারের কাছে 'কুফ্‌রীতে ফিরে যাওয়া' কিসের নামান্তর?

উত্তর : আগুনে ঝাঁপ দেয়ার ন্যায়। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৬)*

প্রশ্ন- ১৬. ঈমান ও মুনাফিক্বীর আলামত কিসে প্রকাশ পায়?

উত্তর : আনসারকে ভালোবাসা, আনসারের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৭)*

প্রশ্ন- ১৭. মহান আল্লাহর সাথে অংশীদার, চুরি, ব্যভিচার, সন্তান হত্যা, মিথ্যারোপ করা সৎকাজে নাফরমানীর দুনিয়ায় শাস্তি পাওয়া মানে হলো?

উত্তর : এসব পাপের কাফ্‌ফারা। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৮)*

প্রশ্ন- ১৮. কেউ কোনো পাপে লিপ্ত হলে, আর দুনিয়াতে তার শাস্তি না পেলে- সেই শাস্তি-

উত্তর : মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৮)*

প্রশ্ন- ১৯. ফিৎনার যুগে/সময়ে মুসলিমদের সবচেয়ে উত্তম সম্পদ কি হবে?

উত্তর : বকরীর পাল। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৯)*

প্রশ্ন- ২০. ফিৎনার সময়ে মানুষ কি করবে?

উত্তর : বকরীর পাল নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিবে, বৃষ্টিপাতের স্থানে চলে যাবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৯)*

প্রশ্ন- ২১. রাসূল (ﷺ) যখন সাহাবীদের কোনো কাজের নির্দেশ দিতেন, তখন কতটুকু পরিমানে দিতেন?

উত্তর : তাদের সাধ্য অনুযায়ী। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২০)*

প্রশ্ন- ২২. জাহান্নাম হতে কতটুকু পরিমাণ ঈমানের অধিকারীকে বের করা হবে?

উত্তর : যার অন্তরে সরিষা পরিমান ঈমান আছে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২২)*

[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]

স্বাস্থ্য সচেতনতা

প্লাস্টিকের বাক্সের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানলে অবাক হবেন!

বর্তমান সময়ে খাদ্য সরবরাহের জন্য প্লাস্টিকের তৈরি ওয়ান টাইম কিংবা টেক আউট বক্স ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তবে এ বক্সগুলো কতটা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত, তা নিয়ে কিন্তু রয়েছে অনেক প্রশ্ন। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্লাস্টিকের বাক্সগুলো আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর যে প্রভাব ফেলে তা কল্পনার চেয়েও বেশি ভয়াবহ।

গবেষকদের ভাষ্যমতে, প্লাস্টিকের বক্সের গরম খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। এর ফলে শরীরে ক্যান্সারের মতো রোগও হতে পারে। শুধু তাই নয়, গরম খাবার বহন করার সময় এসব বক্স থেকে যেসব বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হয় তা হরমোনের ব্যাঘাত, বন্ধ্যাত্ব, মস্তিষ্কের বিকাশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এমনকি ডায়াবেটিস এবং স্থূলতার মতো সমস্যা সৃষ্টিরও একটি কারণ এ বক্সগুলো।

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল কর্তৃক হার্ভার্ড হেলথ পাবলিশিংয়ের একটি নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়, যখন প্লাস্টিক তাপের সংস্পর্শে আসে তখন অধিক মাত্রায় দ্রুত ক্ষরণ হতে পারে। ফলে প্লাস্টিকের বক্সে থাকা খাবার খাওয়ার ফলে আমরা খাবারের সঙ্গে অনেক ক্ষতিকারক রাসায়নিকও গ্রহণ করি।

এর কারণ প্লাস্টিকের বক্সে যখন গরম খাবার রাখা হয়, তখন গরম খাবারের তাপের কারণে প্লাস্টিকের অনেক ক্ষতিকারক উপাদান খাবারে প্রবেশ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, খাদ্য শৃঙ্খল জুড়ে হাজার হাজার প্লাস্টিক পণ্য পাওয়া গেলেও আমরা সেগুলোর সম্পর্কে খুব কমই জানি।

প্লাস্টিকের বক্সে পাওয়া ক্ষতিকর যৌগগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো থ্যালেটস। থ্যালেটসের কারণে প্লাস্টিক আরও টেকসই এবং নমনীয় হয়ে থাকে। ইউএস সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) দ্বারা পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, এই উপাদানটির কারণে মানুষের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং স্নায়বিক সমস্যা এবং হাঁপানির সমস্যাও সৃষ্টি করে।

গরম খাবারের তাপের কারণে খাবারে প্রবেশ করা প্লাস্টিকের আরেকটি ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদান হলো বিসফেনল-এ। এটি 'বিপিএ' নামেও বেশি পরিচিত। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক মাহবুব হোসেনের মতে, বিসফেনল জীবাণুমুক্ত ও স্তন ক্যান্সারের অন্যতম কারণ। তিনি বলছেন, এই রাসায়নিক (বিসফেনল) শরীরের হরমোনের সঙ্গে মিশে বন্ধ্যাত্ব এবং অনেক ক্ষেত্রে স্তন ক্যান্সার সৃষ্টি করে।

যেহেতু বিপিএ নবজাতক এবং শিশু মস্তিষ্ক, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাসের কারণ তাই প্রস্তুতকারকরা প্লাস্টিকের বক্সগুলো বিপিএ ফ্রি করার জন্যে বিসফেনল-এ এর পরিবর্তে প্লাস্টিকের বক্সে বিসফেনল এস (বিপিএস) এবং বিসফেনল (বিপিএফ) ব্যবহার করছেন।

তবে এতে প্লাস্টিকের বক্সের গুণগত মানের যে উন্নতি হচ্ছে না, তাও জানিয়েছেন গবেষকরা। কারণ বিভিন্ন গবেষণায় স্তন ক্যান্সার, প্রজনন ক্ষমতার হ্রাসসহ বিভিন্ন হরমোনজনিত সমস্যার কারণ হিসেবে বিসফেনলের নাম উঠে এসেছে।

বাংলাদেশ সোসাইটি অব সেফ ফুডের সভাপতি ড. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম গণমাধ্যমকে জানান, প্লাস্টিক বক্সে বহন করা গরম খাবার খাওয়ার ফলে যেসব স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেয় তা বহু বছর ধরে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। তবে বাংলাদেশের মানুষ খাবার প্যাকেটজাতকরণের জন্যে প্লাস্টিকের প্যাকেজিংয়ের উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল বলেও স্বীকার করেন তিনি।

তিনি জানান, রেস্তোরাঁয় থাকা অবশিষ্ট খাবার সাধারণত গরম না হওয়ায় গ্রাহকরা প্লাস্টিকের বক্সে খাবার নিয়ে গেলেও তা তেমন ঝুঁকিপূর্ণ নয়।

ব্র্যাকের অধ্যাপক মাহবুব হোসেন বলেন, সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী বলে রেস্তোরাগুলো খাবার প্যাকেটজাতের জন্যে প্লাস্টিকের বক্স ব্যবহার করে। তবে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল কন্টেইনারগুলোও বেশ সাশ্রয়ী এবং গরম খাবার সরবরাহের জন্য প্লাস্টিকের বক্সের একটি ভালো বিকল্প।

এদিকে ডা. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম মনে করেন এই সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান হলো প্লাস্টিক পণ্যের মাধ্যমে গরম খাবার পরিবেশনে যে স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে সে সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

তিনি জানান, শহরাঞ্চলের মানুষ বছরের পর বছর ধরে গরম খাবারের জন্য প্লাস্টিকের বক্স ব্যবহার করে আসছে।

তিনি আরও জানান, প্লাস্টিক পণ্য থেকে গরম খাবার খাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সকলের সচেতন হওয়া দরকার। রেস্তোরাঁর মালিক এবং কর্মীরা যে তাদের গ্রাহকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে ফেলছেন সে সম্পর্কে তাদের সচেতন করার মাধ্যমেই এর শুরু করাটা শ্রেয়।

প্লাস্টিকের খাদ্য পাত্রে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা

বিশেষভাবে প্লাস্টিকের প্যাকেজিং সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই। তবে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ থাকা বক্সে পণ্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্ক করে। *[সূত্র : যুগান্তর অন-লাইন]*

বর্ষায় মশাবাহিত যে তিন রোগে সতর্ক থাকবেন

বর্ষাকালে প্রকোপ বাড়ে বলে কয়েল জ্বালানোসহ মশার তাড়ানোর প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিন।

বিশ্বে বছরে ৫০ কোটি সংক্রমণ ও ১০ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ মশা। ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু জ্বর, হলুদ জ্বর, চিকুনগুনিয়া ও অন্যান্য রোগ মশার কামড়ে হয়। বর্ষাকালেই বাড়ে মশার প্রকোপ।

ম্যালেরিয়া : ম্যালেরিয়া হলো প্লাজমোডিয়াম পরজীবীসৃষ্ট তীব্র জ্বর। এই পরজীবীগুলো সংক্রমিত স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার কামড়ে মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হয়, যা রাত নয়টা থেকে ভোর পাঁচটার মধ্যে বেশি সক্রিয় থাকে। ম্যালেরিয়ায় সাধারণত প্রচণ্ড জ্বর ও মাথাব্যথা হয়। ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা না করলে ২৪ ঘণ্টার কম সময়ে গুরুতর অসুস্থতা, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

ডেঙ্গু জ্বর : এ জ্বর ভাইরাসের মাধ্যমে সংক্রমিত হয় এবং স্ত্রী মশার মাধ্যমে ছড়ায়। বেশির ভাগ প্রজাতির এডিস মশা দিনে কামড়ায়। ডেঙ্গুর তিনটি ধরন– 'এ', 'বি' ও 'সি'। প্রথম ক্যাটাগরির রোগী স্বাভাবিক থাকেন। তাঁদের শুধু জ্বর থাকে। অধিকাংশ ডেঙ্গু রোগী 'এ' ক্যাটাগরির হন। তাঁদের বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়া যথেষ্ট। 'বি' ক্যাটাগরিতে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া লাগতে পারে। কিছু লক্ষণ, যেমন- পেটব্যথা, বমি, ডায়াবেটিস, স্থূলতা, অন্তঃসত্ত্বা, জন্মগত সমস্যা, কিডনি বা লিভারের সমস্যা থাকলে হাসপাতালে ভর্তি হওয়াই ভালো। 'সি' ক্যাটাগরির ডেঙ্গু জ্বর সবচেয়ে খারাপ। এতে লিভার, কিডনি ও মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

চিকুনগুনিয়া : চিকুনগুনিয়া ভাইরাস দিয়ে সৃষ্ট সংক্রামক রোগ। চিকুনগুনিয়ায় হঠাৎ শুরু হওয়া জ্বর, সঙ্গে সন্ধিব্যথা ও ফোলা থাকে। ব্যথা কয়েক দিন থেকে সপ্তাহ, মাস, এমনকি বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। ডেঙ্গুর সঙ্গে তুলনা করলে চিকুনগুনিয়ায় ব্যথা বেশি তীব্র হয়। পেশিব্যথা, মাথাব্যথা, ক্লান্তি ও কিছু ক্ষেত্রে ফুসকুড়ি হতে পারে।

চিকিৎসা : মশাবাহিত বেশির ভাগ রোগের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। ম্যালেরিয়া ওষুধের মাধ্যমে সহজেই নিরাময়যোগ্য, কিন্তু ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার কোনো ওষুধ নেই। জটিলতা দেখা দিলে সহায়ক চিকিৎসা প্রয়োজন। পরিস্থিতি খারাপ হলে হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হতে পারে।

প্রতিকার : ✓ কয়েল, অ্যারোসল, লিকুইড ভ্যাপোরাইজার ও অন্যান্য পণ্য ব্যবহার করে মশাকে দূরে রেখে সংক্রমণের ঝুঁকি কমানো যায়। ✓ বন্ধ ঢাকনাসহ পাত্রে পানি সংরক্ষণ করে মশার প্রজনন কমানো সম্ভব। ✓ জমা পানি নিয়মিত ফেলতে হবে। ভাঙা বালতি, বাক্স, ড্রাম ও ক্যানের মতো অবাঞ্ছিত জিনিস ফেলে দিয়ে চারপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে। ✓ মশা নিয়ন্ত্রণে দরজা-জানালায় সুরক্ষা কভারিং নেট ব্যবহার করা ভালো। ✓ ঘুমালে মশারি ব্যবহার করা উচিত; এমনকি দিনের বেলায়ও। সন্ধ্যা ও ভোরে মশা বেশি কামড়ায়। এ সময় সতর্ক থাকুন। ✓ মশার কামড় এড়াতে হাত-পা ঢাকা জামা-কাপড় পরুন। মশা তাড়াতে লোশন, রোলঅন ও ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন। তবে কয়েলের ধোঁয়া উপযুক্ত নয়।

[প্রথম আলো অন-লাইন]

রক্ত দেয়ার আগেই জেনে নিন কিছু জরুরি তথ্য

একজন মানুষ তার জীবদ্দশায় কতজন মানুষকে বাঁচানোর ক্ষমতা রাখেন? জেমস হ্যারিসন এমন এক ব্যক্তি যিনি একাই বাঁচিয়েছেন ২০ লাখ শিশুর প্রাণ। আসলেও তাই। এতোগুলো শিশুর প্রাণ বাঁচিয়েছেন স্বেচ্ছায় ও বিনামূল্যে নিজের রক্ত ও রক্তের উপাদান প্লাজমা দানের মাধ্যমে।

এজন্য গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নিজের নামও লিখিয়েছেন এই অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক। উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, ৮১ বছর বয়সী মি. হ্যারিসন গত ১১ মে এক হাজার ১৭৩ বারের মতো রক্ত দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ায় রক্তদানের বয়সসীমা নির্ধারিত থাকায় এটাই ছিল তাঁর সবশেষ রক্তদান। মাত্র ১৪ বছর বয়সে জরুরি অস্ত্রোপচারের কারণে ১৩ লিটার রক্তের প্রয়োজন হয়েছিল মি. হ্যারিসনের। সে যাত্রায় রক্ত পেয়ে প্রাণ বেঁচে যায় তাঁর। এরপর বয়স ১৮ বছর হতেই নিয়মিত রক্তদান করতে শুরু করেন তিনি।

রক্ত দিয়ে একজন মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব। এজন্য একে বলা হয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও নিঃস্বার্থ উপহার।

রক্ত দেয়া কেন প্রয়োজন?

দুর্ঘটনায় আহত, ক্যান্সার বা অন্য কোনো জটিল রোগে আক্রান্তদের জন্য, অস্ত্রোপচার কিংবা সন্তান প্রসব অথবা থ্যালাসেমিয়ার মতো বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। তবে বাংলাদেশে জনসংখ্যার তুলনায় রক্তদাতার সংখ্যা এখনো নগণ্য।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে বছরে আট থেকে নয় লাখ ব্যাগ রক্তের চাহিদা থাকলেও রক্ত সংগ্রহ হয় ছয় থেকে সাড়ে ছয় লাখ ব্যাগ। ঘাটতি থাকে তিন লাখ ব্যাগের বেশি।

এছাড়া সংগ্রহকৃত রক্তের মাত্র ৩০ শতাংশ আসে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের থেকে। নিজের পরিবারের সদস্য বা পরিচিতজন না হলে এখনো বেশিরভাগ মানুষ রক্তের জন্য নির্ভর করেন পেশাদার রক্তদাতার ওপর। রক্তের অভাবের কারণে প্রতিবছর বহু রোগীর প্রাণ সংকটের মুখ পড়ে। এক ব্যাগ রক্ত দিতে সময় লাগে মাত্র ১০ থেকে ১২ মিনিট। এই অল্প সময়ে চাইলেই একজনের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব।

কারা রক্ত দিতে পারবেন?

চিকিৎসকদের মতে প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ নারী-পুরুষ চাইলেই নির্দিষ্ট সময় পরপর রক্ত দিতে পারেন।

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের প্রধান ড. সিরাজুল ইসলাম জানিয়েছেন, ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সের মধ্যে শারীরিকভাবে সুস্থ নারী ও পুরুষ রক্ত দিতে সক্ষম।

এক্ষেত্রে পুরুষের ওজন থাকতে হবে অন্তত ৪৮ কেজি এবং নারীর অন্তত ৪৫ কেজি। এছাড়া রক্তদানের সময় রক্তদাতার তাপমাত্রা ৯৯.৫ ফারেনহাইটের নিচে এবং নাড়ির গতি ৭০ থেকে ৯০-এর মধ্যে এবং রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকতে হবে।

পুরুষদের ক্ষেত্রে রক্তের হিমোগ্লোবিন প্রতি ডেসিলিটারে ১৫ গ্রাম এবং নারীদের ক্ষেত্রে ১৪ গ্রাম হওয়া দরকার।

রক্তদাতাকে অবশ্যই ভাইরাসজনিত রোগ, শ্বাসযন্ত্রের রোগ এবং চর্মরোগ মুক্ত থাকতে হবে। সাধারণত ৯০ দিন পর পর, অর্থাৎ- তিন মাস পর পর রক্ত দেওয়া যাবে। রক্ত দেয়ার সময় শরীর থেকে ২৫০-৩০০ মিলিগ্রাম আয়রন কমে যায়। সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের শরীরে ৪ থেকে ৬ লিটার পরিমাণ রক্ত থাকে। প্রতিবার ৪৫০ মিলিলিটার রক্ত দেয়া হয়। এ কারণে রক্ত দিলে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা একেবারেই নেই।

রক্ত দেয়ার পর কী হয়?

রক্ত দেয়ার পর কিছুটা মাথা ঘোরাতে পারে। এটা স্বাভাবিক।

তবে এ সময় হাঁটাহাঁটি না করে অন্তত এক থেকে দুই ঘণ্টা বিশ্রাম নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ড. সিরাজুল ইসলাম।

রক্তদাতা যদি ঘামতে থাকেন এবং অস্থিরতা হয়, তবে তাকে স্যালাইন খাওয়ানোর পরামর্শ দেন তিনি।

রক্ত দেয়ার পর লোহিত রক্তকণিকার মাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে অন্তত এক থেকে দেড় মাস সময় লাগে বলে উল্লেখ করেন ড. সিরাজুল ইসলাম।

তিনি বলেন, রক্ত দেয়ার সময় শরীর থেকে রক্তের পাশাপাশি ২৫০-৩০০ মিলিগ্রাম আয়রন কমে যায় তাই তার ক্ষয়পূরণে আয়রন ও প্রোটিনযুক্ত খাবার বেশি বেশি খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

কে কাকে রক্ত দিতে পারবে?

রক্তের গ্রুপ মোট ৮ ধরণের : এবি পজিটিভ, এবি নেগেটিভ, এ পজিটিভ, এ নেগেটিভ, বি পজিটিভ, বি নেগেটিভ এবং ও পজিটিভ, ও নেগেটিভ।

রক্ত দেয়ার উপকারিতা : দেশের বিভিন্ন ব্লাডব্যাংকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় নিয়মিত রক্ত দেয়ার কিছু উপকার রয়েছে। সেগুলো হলো– **১.** এতে একজন মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব। **২.** নিয়মিত রক্তদাতাদের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে। **৩.** বছরে তিনবার রক্ত দিলে শরীরে নতুন লোহিত কণিকা তৈরির হার বেড়ে যায়। এতে অস্থিমজ্জা সক্রিয় থাকে। দ্রুত রক্ত স্বল্পতা পূরণ হয়। **৪.** রক্তে কোলেস্টরেলের মাত্রা কমে যায়, এতে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে হৃদরোগ ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। **৫.** রক্ত দিলে যে ক্যালোরি খরচ হয়, তা ওজন কমানোর ক্ষেত্রে ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ৬. শরীরে হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, জন্ডিস, ম্যালেরিয়া, সিফিলিস, এইচআইভি বা এইডসের মতো বড় কোনো রোগ আছে কি না, সেটি বিনা খরচে জানা যায়। **৭.** রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। **৮.** রক্তদাতার যদি নিজের কখনো রক্তের প্রয়োজন হয় তাহলে ব্লাড ব্যাংকগুলো তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে রক্তের ব্যবস্থা করে দেয়।

জরুরি সময়ে রক্তের সন্ধানে আশেপাশের ব্লাডব্যাংকগুলোয় খোঁজ নিন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতিবছর বিশ্বের ৯ কোটি ২০ লাখ মানুষ রক্ত দিয়ে থাকে। তবে উন্নত বিশ্বে স্বেচ্ছা রক্তদানের হার প্রতি এক হাজারে ৪০ জন হলেও উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রতি এক হাজারে ৪ জনেরও কম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার লক্ষ্য ২০২০ সালের মধ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে চাহিদার শতভাগ রক্তের সরবরাহ নিশ্চিত করা।

এই লক্ষ্যে প্রতিবছরের ১৪ জুন বিশ্ব রক্তদাতা দিবস পালন হয়ে আসছে। মূলত যারা মানুষের জীবন বাঁচাতে স্বেচ্ছায় ও বিনামূল্যে রক্তদান করেন তাদের দানের মূল্যায়ন, স্বীকৃতি দিতে সেইসঙ্গে সাধারণ মানুষকে রক্তদানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দিবসটি পালন করা হয়। *[সূত্র : বিবিসি অনলাইন]*

জেনে নিন মশা তাড়ানোর প্রকৃতিক উপায়

গ্রীষ্ম, বর্ষা বা শীত প্রায় বারো মাসই আমাদের দেশে মশার উৎপাত লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে মশার যন্ত্রণায় জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। তবে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপকরণ আমাদের প্রকৃতিতেই আছে।

যাদের বাগান করার শখ আছে, বিশেষ করে যারা ফুল ও উদ্ভিদ ভালোবাসেন তাদের জন্য সুসংবাদ। এমন কিছু সুগন্ধি উদ্ভিদ রয়েছে যা আপনি বাড়ির আঙ্গিনায়, বারান্দায়, জানালার গ্রিলে চাষ করে বাসাবাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি মশা ও পোকামাকড় তাড়াতেও পারেন অতি সহজে। আসুন তাহলে এই সুগন্ধী উদ্ভিদ ও ফুল সম্পর্কে জেনে নেই।

গাঁদা ফুল : গাঁদা বা গন্ধা একটি সুগন্ধী ফুল যা সর্বত্র সহজে জন্মায় এবং গৃহসজ্জায় ব্যবহৃত হয়। এটি Composite পরিবারের একটি সদস্য, বৈজ্ঞানিক নাম Tagetes erecta। গাঁদা ফুল বিভিন্ন জাত ও রঙের দেখা যায়। এই ফুল সাধারণত উজ্জ্বল হলুদ ও গাঢ় খয়েরি হয়ে থাকে। তবে ফুলটি মশার জন্য যম। এ ফুল থাকলে মশা আসে না।

পুদিনা পাতা : সুগন্ধির জন্য পুদিনা পাতা অনেক বেশি জনপ্রিয়। পুদিনা জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে। কাশি, অরুচি ও পাকস্থলীর প্রদাহে পুদিনা উপকারী। পুদিনা পাতার চা বেশ জনপ্রিয় পানীয়। এছাড়া পুদিনা পাতা রূপচর্চায় ও ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রসাধনী এবং খাবারে বাড়তি রিফ্রেশমেন্ট তৈরি করে পুদিনা পাতা। এই পাতাটিও মশা তাড়াতে বেশ সহায়ক।

তুলসী : আদিকাল থেকেই তুলসী গাছ ঘরের আঙিনায় লাগানোর রীতি প্রচলিত আছে। তুলসীর একাধিক স্বাস্থ্য ও আয়ুর্বেদিক গুণ আছে। এ গাছ পরিবেশকে জীবাণুমুক্ত ও বিশুদ্ধ রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া তুলসীর ঝাঁজালো গন্ধ মশা দূরে রাখে।

ল্যাভেন্ডার : ল্যাভেন্ডার গাছের আশেপাশে কোনো পোকামাকড় আসে না। তার কারণ ল্যাভেন্ডারের গন্ধ। এই গাছের পাতায় এক ধরনের এসেনশিয়াল তেল থাকে। তাই এর সুতীব্র গন্ধে গাছ ও তার আশপাশে আসতে পারে না মশা।

সাইট্রোনেলা : সাইট্রোনেলা গাছ থেকে একধরণের সুগন্ধি বেরোয় যা মশা একদম সহ্য করতে পারে না। আর এই গন্ধ পেলেই মশা ধারে কাছেও ভিড়ে না। ৬-৭টি সাইট্রোনেলা গাছ ১ একর জায়গাকে মশামুক্ত রাখতে পারে।

রোজমেরি : রোজমেরির স্বাস্থ্য গুণাগুণ নতুন কিছুই নয়। প্রাচীন গ্রিক, মিশরীয় এবং রোমান সভ্যতায় এর ব্যবহার হয়েছে বলে জানা গেছে। বাসায় যদি রোজমেরি গাছ লাগান তাহলে মশার হাত থেকে রেহাই পাবেন, কেননা রোজমেরির ঘ্রাণে মশারা টিকে থাকতে পারে না। এছাড়া ব্যবহার করতে পারেন রান্নাতেও।

লেমন গ্রাস : 'ঘাস খাও'- কথাটা ব্যঙ্গাত্মক অর্থে বুদ্ধিহীনতার উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার হলেও লেমনগ্রাস বা থাই পাতা খাওয়া কিন্তু মোটেই বোকার পরিচয় নয়। থাই সুপ তৈরিতে এই পাতা ব্যবহার করা হয়। তাই লেমনগ্রাস আমাদের কাছে থাই পাতা নামে পরিচিত। এর সুগন্ধ মনকে সতেজ রাখতে সহায়তা করে। আর লেমন গ্রাসের গন্ধ মশাদের দূরে রাখতে সাহায্য করে। *[সূত্র : যুগান্তর অন-লাইন]*

কবিতা

ঋণ

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক*

নিশীথ রাত স্তব্ধ নিঝুম শহর
গগনের তারাও ডুবে ঘোর
তমশায় গেছে নিদ্রা জগতে চলি
প্রাণশূন্য পথ লোকালয় অলিগলি।
এ হৃদয় বিষন্ন যাতনার সনে করছে রণ
অশান্তির আঘাতে হচ্ছে অজস্র জারণ-বিজারণ
পিঠবিছানা আজ ওয়াহী নকুল সমন্ধ
শ্বললে পাই ভাগারের লাশের দুর্গন্ধ!
চোখের তারায় বিষাক্ত ফোড়া করছে টনটন
চিন্তার ঝিঁঝিঁ খাচ্ছে মগজ করে ভনভন
ঘরে শ্বাস রুদ্ধ হয় হাবিয়া বোধ করি
আকাশ যেন সমাধি ডরে যাই মরি!
পথেপথে কত বিষাক্ত সর্প আমার প্রতিক্ষায়
অপমানের অসহ্য ধ্বনি ভাসছে হাওয়ায় হাওয়ায়
ক্ষিধে নেই ক্ষয়িংশু পরিপাকতন্ত্র
চিন্তায় বিকল এ মানব যন্ত্র।
চোখে তন্দ্রাভাবও আসে না, আর ঘুম!
বুজিলে নেত্রপাতা মস্তকে পরে পর্বত দুমদুম!
কেমনে হই বলো দেশান্তরী
আপনজনের বাঁধন ছিন্ন করি?
সকল পথ কণ্টক বিছানা
ঋণ, বড় নিষ্ঠুর হায়েনা
সুখ হরণের আরেক নাম
চিন্তার দাবানলে আবদ্ধ মনস্কাম-
এ যে কত কুখ্যাত খুনি বুঝানোর ভাষা নেই
যমের সনে খেলতে হয় প্রতিমুহূর্তেই;
মরে গেলে রেখে ঋণের পাপ
স্বয়ং মহান আল্লাহও করে না মাফ!
ঋণের তরে যদি গলায় দেই দড়ি
পরকালে হবো দোজখের খড়ি!
[সমাপ্ত]

* বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্‌'আত, প্রত্যেকটি বিদ্‌'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : *আমাদের সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, মানুষ যে বারে জন্ম নেয়, সে বারেই না-কি তার মৃত্য হয়। দলিল হিসেবে অনেকে বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্ম ও মৃত্যু সংঘটিত হয়। আসলে বিষয়টার হাক্বীক্বাত কি? জানিয়ে সন্দেহ দূর করবেন।*

দীন মোহাম্মদ

ফেনী সদর, ফেনী।

জবাব : মানুষ যে বারে জন্ম নেবে, সে বারেই মরণ হবে –একথা সঠিক নয়। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জন্ম তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে বিতর্ক আছে। মুসলিম জনপদের অধিকাংশের নিকট একথা প্রসিদ্ধ যে, ৫৭০ খ্রি. সোমবার সুবহে সাদিকের পবিত্রক্ষণে রাসূল (ﷺ)-এর জন্ম। জন্মের দিন সোমবার –এ ব্যাপারে অধিকাংশের ঐকমত্য রয়েছে। তবে তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। সীরাতে ইবনু হিশামের বর্ণনা মতে লোক সমাজে প্রচলিত যে, ১২ রবিউল আউয়াল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্মদিন। কিন্তু সন, মাস ও বার ঠিক রেখে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদগণ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সেদিন ছিল ৯ রবিউল আউয়াল। আর এটাই বিশুদ্ধতম মত। *(আর্ রাহীকুল মাখতুম (আরবী)- দারুল মু'আয়েদ, রিয়াদ/৫৪)*

১২ রবিউল আউয়ালে তাঁর ওফাত হয় এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। কেননা তা স্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত। জন্মের তারিখটি বিতর্কিত। তার কারণ হলো– সে সময়ে নবী (ﷺ)-কে না চিনার কারণে তারিখটি স্বযত্নে সংরক্ষিত হয়নি। এমনকি এ ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) হতে কিংবা তাঁর কোনো সাহাবী হতে স্পষ্ট কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি। সে কারণে ইতিহাসবেত্তাদের বর্ণনার উপর নির্ভর করতে হয়েছে।

জিজ্ঞাসা (০২) : *"লা ঈলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে যিক্‌র করা যাবে কি? বিষয়টি বুঝিয়ে বললে উপকৃত হব।*

আব্দুশ্ শাকূর

মিরপুর, কুষ্টিয়া।

জবাব : যিক্‌র একটি 'ইবাদত। আর ইবাদত স্রেফ আল্লাহ তা'আলার হক্ব, তা অন্যের নামে করা শির্ক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) "লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ" এ অংশকে যিক্‌রের বাক্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে– উত্তম যিক্‌র হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ বাক্যটি শুধু বিশ্বাস বা ঈমানের জন্য; যিক্‌র এর জন্য নয়। আমরা মহান আল্লাহর বান্দা। কেবল তাঁরই 'ইবাদত করি। তাই আসুন, তাঁর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ত্বরীক্বা অনুযায়ী আমল করি। আশাকরি বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

জিজ্ঞাসা (০৩) : *বিতর সালাত আদায় করার সঠিক নিয়ম কি? তিন রাকআত এক সাথে পড়া কি উত্তম? অথবা প্রথমে ২ রাকআত পড়ে পরে এক রাকআত পড়া যাবে কি? এ ব্যাপারে সঠিক বিধান জানাবেন।*

ওয়ালীদ বিন খালেদ

স্টেশন রোড়, সিলেট।

জবাব : তিন রাকআত এক সাথে এক বৈঠকে পড়া সুন্নত। আর প্রথমে দু'রাকআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে পরে আলাদা এক রাকআত আদায় করাও হাদীসসম্মত। *(সহীহ মুসলিম- হা. ৭৫২; সুনান আন্ নাসায়ী- ৩/২৩৪ ও ইবনু হিব্বান- হা. ২৪৩৫)*

জিজ্ঞাসা (০৪) : *আমি শুনেছি জুমু'আর দিনে বা রমাযান মাসে মৃত্যুবরণ করলে সে কি বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটি কি সহীহ শুদ্ধ কথা?*

আয়েশা আমীন

সূত্রাপুর, ঢাকা।

জবাব : এটি একজন মু'মিন বান্দার শুভ মৃত্যু বলে সু-ধারণা করা যায়। তবে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়া

দলিল-প্রমাণ নির্ভর বিষয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর উম্মাতের স্রেফ ৪ (চাঁর)টি গুন সম্পন্ন মানুষের জন্য বিনা হিসাবে জান্নাত লাভের কথা বলেছেন। তারা হলেন– ঝাড়-ফুঁক গ্রহণ করে না, লোহা পুড়ে দাগ দিয়ে কোনো চিকিৎসা নেয় না, কোনো কিছু দেখে শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ণয় করে না; বরং তারা তাদের রব-এর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করে চলে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৫৪১ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২১৮)*

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী লোকেরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করার মহান সুযোগ পাবে। তাছাড়া শেষ পরিণতি ভালো বলে যে সব বর্ণনা এসেছে, তা দ্বারা মূলতঃ উত্তম ধারণা উদ্দেশ্য; চূড়ান্ত জান্নাতের ফায়সালা নয়।

জিজ্ঞাসা (০৫) : *ইমাম সলাতে কিরআত পাঠের সময় যদি ভুল করে বা আয়াত বাদ দিয়ে পড়ে তাহলে সালাত শুদ্ধ হবে কি? এ অবস্থায় মুক্তাদীর করণীয় কি?*

আব্দুল গণি
সখিপুর, টাঙ্গাইল।

জবাব : যদি ইমাম কিরআতে অনিচ্ছাকৃত ভুল করেন বা ভুলক্রমে আয়াত বাদ পড়ে যায় তাহলে সালাত শুদ্ধ হবে। এ ক্ষেত্রে মুক্তাদীর করণীয় হচ্ছে যে, যদি আয়াতটি তার জানা থাকে তাহলে সালাতরত অবস্থায় পাঠ করে ইমামকে স্মরণ করে দেওয়া। দলিল :

صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) فَتَرَكَ آيَةً، وَفِي الْقَوْمِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، نُسِّيْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، أَوْ نُسِخَتْ؟ قَالَ : نُسِّيْتُهَا.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদা সালাত আদায়কালে একটি আয়াত বাদ দিয়ে পড়লেন। সালাত শেষে উবাই (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! আপনি কি অমুক আয়াতটি ভুলে গেলেন? না কি (মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে) ওটাকে রহিত করা হলো। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : "না; বরং ভুলে গিয়েছিলাম।" *(সহীহ ইবনু খুযাইমা- হা. ১৬৪৭, আলবানী সহীহ)*

অপর একটি হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন :

"هَلَّا أَذْكَرْتَنِيْهَا". (قال الشيخ الألباني : حسن)

"তুমি কেন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে না?" *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৯০৭, আলবানী হাসান; সহীহ আবী দাউদ- হা. ৮০২)*

বি. দ্র. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আয়াত ভুলিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা এই স্মৃতিভ্রম উম্মাতের জন্য বিধানের ব্যবস্থা করলেন মাত্র। নচেৎ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য আয়াত ভুলে যাওয়া অসম্ভব। *(সূরা আল ক্বিয়া-মাহ : ১৬-১৯)*

আল্লাহ তা'আলা অধিক অবগত।

জিজ্ঞাসা (০৬) : *সুদভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।* *আবুল ফজল*
সোনাতলা, বগুড়া।

জবাব : সুদভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা জায়িয নেই। সেই প্রতিষ্ঠান ব্যাংক, বীমা, এনজিও যাই হোক না কেন। এই চাকুরীর মাধ্যমে মূলতঃ সুদি কাজকর্মে সহায়তা করা হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা পাপ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে সহায়তা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"পূণ্য ও আল্লাহভীতিপূর্ণ কাজে সহায়তা করো, আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে সহায়তা করো না।" *(সূরা আল মায়িদাহ : ২)*

সুদ একটি ভয়াবহ কবীরা গুনাহ। এটি অভিশপ্ত হারাম কাজ। এ কাজে কোনভাবে সম্পৃক্ত হওয়া জায়িয নেই। মহানবী (ﷺ) থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত রয়েছে–

«لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ»، وَقَالَ : «هُمْ سَوَاءٌ».

"তিনি [নবী (ﷺ)] সুদখোর, সুদ দাতা, সুদের লেখক এবং সাক্ষীদ্বয়কে লানত করেছেন এবং বলেছেন, তারা সমান।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ১০৬/১৫৯৮)*

জিজ্ঞাসা (০৭) : *আমি শুনেছি মসজিদে বিবাহ সম্পাদন করা সুন্নত। আমি যা শুনেছি, সে বিষয়ে সহীহ কোনো হাদীস আছে কী?* *মাসুদ করীম*
ফকিরহাট, রাগেরহাট

জবাব : মাসজিদে বিবাহ পড়ানো সুন্নাত নয়। যদিও অনেকেই পছন্দ করে থাকে। এমনকি অনেক আলেমও এই বিষয়ে তাদের বয়ানে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। এ

মর্মে বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য নয়। হাদীসটি নিম্নরূপ :

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন :

«أَعْلِنُوْا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوْهُ فِى الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ».

"তোমরা বিবাহের প্রচার করো, তা মাসজিদে সম্পাদন করো এবং তাতে দফ বাজাও।" *(সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ১০৮৯; বাইহাক্বী- হা. ১৪৪৭৬)*

বর্ণিত হাদীসের সনদে একজন ''ঈসা ইবনু মাহমূন' হাদীস বর্ণনায় য'ঈফ, হাদীসটি বাইহাক্বীতেও বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বর্ণনাধারায় রয়েছে– 'খালিদ ইবনু ইলয়াস' নামক একজন বর্ণনাকারী, তিনি হলেন মুনকারুল হাদীস। *(ফাতাওয়া আল্লাজনা আদদায়িমাহ লিল বুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা- ১৮/১১২)*

উক্ত বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ফাতাওয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে–

«وَأَمَّا عَقْدُ النِّكَاحِ فِى الْمَسْجِدِ فَلَتِنى بِسُنَّةٍ، وَالْحَدِيْثُ الْمَذْكُوْرُ لَتِنى بِحُجَّةٍ، بَلْ هُوَ ضَعِيْفٌ».

"মাসজিদে বিবাহ সংঘটিত করা সুন্নাত নয়, এই মর্মে উল্লিখিত হাদীস দলিলমূলক নয়; বরং তা য'ঈফ।" *(প্রগুক্ত- পৃ. ১৮/১১২)*

জিজ্ঞাসা (০৮) : ***আমাকে একব্যক্তি বলেছেন যে, পুরুষরা ৪ আনা পরিমাণ স্বর্ণ ব্যবহার পরতে পারে। তিনি কি ঠিক বলেছেন?***

নুর হুসাইন
বাঘারপাড়া, যশোর।

জবাব : পুরুষদের জন্য স্বর্ণের তৈরি চেইন, আংটি বোতাম ইত্যাদি ব্যবহার করা হারাম।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। মহানবী (ﷺ) ডান হাতে রেশম এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিলেন। অতঃপর বললেন :

«إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِىْ».

"এই দু'টি বস্তু আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য হারাম।" *(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৫১৪৪, মিশকা-তুল মাসাবীহ- হা. ৪৩৪১, ৪৩৮৪, ৪৩৯৪)*

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ব্যক্তিকে স্বর্ণের আংটি হাতে পড়া অবস্থায় দেখলেন, তিনি তা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন,

«يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِى يَدِهِ».

"তোমাদের কারো কি ইচ্ছা করে জাহান্নামের অঙ্গার কে হাতে নিয়ে ব্যবহার করে?" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৫২/২০৯০)*

উল্লেখ্য যে, পুরুষরা গলার চেইন, হাতের বালা, কানের দুল ইত্যাদি কোনো কিছুই পরিধান করতে পারবে না। কারণ এসব নারীদের অলংকার ও পরিধেয়। মহানবী (ﷺ) মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ এবং পুরুষদের সাদৃশ অবলম্বনকারী নারীদের অভিশম্পাত করেছেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৮৮৫)*

জিজ্ঞাসা (০৯) : ***মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর দু'আ করতে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমার জন্য ক্বিবলামুখী হওয়া শর্ত কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।***

আমিনুর রশীদ
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

জবাব : মাইয়্যেতকে দাফনের পর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দু'আ করা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। রাসূল (ﷺ) বলেন :

اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ، وَسَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.

"তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তার জন্য ঈমানের উপর স্থির থাকার (তাওফীক্ব) কামনা করো। কেননা সে এক্ষুণি জিজ্ঞাসিত হবে।" *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪২২১)*

এ হাদীসে ক্বিবলামুখী হওয়ার কোনো শর্ত করা হয়নি, বিধায় তা আবশ্যক নয়। আপনি যে দিকে মুখ করে সম্ভব দাঁড়িয়ে নীরবে একাকী দু'আ করতে পারবেন।

জিজ্ঞাসা (১০) : ***একজন আলেম বলেছেন, ওযূতে ঘাড় মাসেহ করার বিষয়টি হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। কথাটি সঠিক?***

শরীফ হুসাইন
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

জবাব : ওযূতে ঘাড় মাসেহ করার হাদীস আছে এ কথা ঠিক, কিন্তু সে হাদীসখানা য'ঈফ– *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৩২, আলবানী য'ঈফ)*। বিধায় তা 'আমলযোগ্য নয়। অপরপক্ষে ঘাড় মাসেহ করলে এটা শৃংখলমুক্ত (নিরাপদ) হবে-মর্মে বর্ণিত হাদীসটি মাওযূ' বা বানোয়াট। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "রাসূল (ﷺ) হতে ঘাড় মাসেহ করার ব্যাপারে কোনো বিশুদ্ধ হাদীস কখনও বর্ণিত হয়নি"– *(যাদুল মা'আদ- ইবনুল কাইয়্যিম, ১/১৯৫)*। ❑

প্রচ্ছদ রচনা

দেমাকের গ্রেট মসজিদ

–আবূ ফাইয়ায

ইন্দোনেশিয়ার বেশ পুরনো মসজিদগুলোর মধ্যে দেমাকের ‘গ্রেট মস্ক’ অন্যতম। শুধু যে পুরনো বলেই বিখ্যাত, তা কিন্তু নয়; এর দৃষ্টিনন্দন খোদাই শিল্পকর্মও বেশ নজরকাড়া। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দেমাক সুলতান রেদেন পাতাহর শাসনামলে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। সম্পূর্ণ মাসজিদটি কাঠের তৈরি এবং সারি সারি ছাদবিশিষ্ট। এর মূল ফটকটিতে কাঠের ওপর বিশেষ কারুকার্য করা হয়েছে। যদিও বেশ পরিবর্তন হয়েছে মসজিদের অলঙ্করণে, তবুও এ কারুকার্যে বেশকিছু ইতিহাস তুলে ধরে।

যদিও এই মসজিদে অনেকবার নবরূপদান সংঘটিত হয়েছে, তবুও এর আসল স্থাপনাটি এখনো বিদ্যমান। এই মসজিদটি ঐতিহ্যবাহী জাভানিজ মসজিদের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য মসজিদের মতোই এই মসজিদটিও কাঠ দিয়ে নির্মাণ করা হয়। ইন্দোনেশিয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত কোনো মসজিদে গম্বুজ ছিল না। এই মসজিদটি সারি সারি ছাদ বিশিষ্ট যা, সেগুন কাঠের স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। জাভা ও বালী দ্বীপের হিন্দু-বৌদ্ধ স্থাপনায় এই সারিবদ্ধ ছাদ লক্ষ্য করা যায়। এই মসজিদটিতে প্রধান প্রবেশপথের সদর দরজা দু’টি, যা বিশেষভাবে কারুকার্যময়। বলা হয়ে থাকে যে, এই কারুকাজগুলো “কি আগেং সেলো”র তুষারঝড়ে আক্রান্ত হওয়ার স্মৃতি বহন করে। তাই এই দরজার নাম “লাওয়ান বেলেধগ” (Lawang Bledheg) বা “ঝড়ের দরজা” (the doors of thunder)। এই যুগের অন্যান্য মাসজিদের ন্যায়, এই মসজিদটি স্থাপনার পরিচয় মক্কার কাছাকাছি।

এই মসজিদের দেয়ালে ভিয়েতনামিয়ান সিরামিক আছে। তাদের আকার আকৃতি দ্বারা জাভানিজ কাঠ খোদাইশিল্প ও ইটের কারুকাজের চিরাচরিত রীতি আহরণ করা যায়, এগুলো বিশেষভাবে ফরমাশ দিয়ে তৈরি। ধারণা করা হয় যে, পারস্যের মাসজিদগুলোর অনুকরণে এই মাসজিদে পাথরের পরিবর্তে সিরামিক ব্যবহার করা হয়েছে। *[সূত্র : উইকিপিডিয়া, ইন্টারনেট]*

মণির খনি

আল ইনফাক্ব : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ﴾

“তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিয্‌কদাতা।” *(সূরা সাবা- : ৩৯)*

আল নিকাহ : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ ... وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾

“তোমাদের মধ্যে যারা ‘আইয়িম’ (বিপত্নীক পুরুষ বা বিধবা মহিলা) তাদের বিবাহ সম্পাদন করো এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন; আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।” *(সূরা আন্ নূর : ৩২)*

আল তাওয়াক্কুল : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

"لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ ... خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا".

“তোমরা যদি প্রকৃতভাবেই আল্লাহ তা‘আলার উপর নির্ভরশীল হতে তাহলে পাখিদের যেভাবে রিয্‌ক দেয়া হয় সেভাবে তোমাদেরকেও রিয্‌ক দেয়া হতো। এরা সকালবেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে ফিরে আসে।” *(জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ২৩৪৪, সহীহ)*

সিলাতুল্ রিহাম : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

“যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার জীবিকা বৃদ্ধি হোক অথবা তাঁর মৃত্যুর পরে সুনাম থাকুক, তবে সে যেন আত্মীয়ের সঙ্গে সদাচরণ করে।” *(সহীহুল বুখারী- হা. ২০৬৭)*

আল হাজ্জ ও ‘উমরাহ্ : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

"تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ... وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ".

“তোমরা হজ্জ ও ‘উমরাহ্ পরপর একত্রে আদায় করো। কেননা, এ হজ্জ ও ‘উমরাহ্ দারিদ্র্য ও গুনাহ দূর করে দেয়, লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা যেমনভাবে হাপরের আগুনে দূর হয়।” *(জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ৮১০, হাসান সহীহ)*

আল ইহসান : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ.

“তোমরা দুর্বলদের (দু‘আয়) ওয়াসীলায়ই সাহায্য প্রাপ্ত ও রিয্‌কপ্রাপ্ত হচ্ছ।” *(সহীহুল বুখারী- হা. ২৮৯৬)*

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৪ ইং অনুযায়ী দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (আগস্ট-২০২৪)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	'ঈশা
০১	০৪ : ০৭	০৫ : ২৮	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪১	০৮ : ০৪
০২	০৪ : ০৭	০৫ : ২৮	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪১	০৮ : ০৩
০৩	০৪ : ০৮	০৫ : ২৮	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪০	০৮ : ০২
০৪	০৪ : ০৮	০৫ : ২৯	১২ : ০৫	০৩ : ৩০	০৬ : ৪০	০৮ : ০১
০৫	০৪ : ০৯	০৫ : ২৯	১২ : ০৫	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৯	০৮ : ০১
০৬	০৪ : ১০	০৫ : ৩০	১২ : ০৫	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৮	০৮ : ০০
০৭	০৪ : ১০	০৫ : ৩০	১২ : ০৫	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৮	০৭ : ৫৯
০৮	০৪ : ১১	০৫ : ৩১	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৭	০৭ : ৫৮
০৯	০৪ : ১২	০৫ : ৩১	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৬	০৭ : ৫৭
১০	০৪ : ১২	০৫ : ৩১	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৬	০৭ : ৫৬
১১	০৪ : ১৩	০৫ : ৩২	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৫	০৭ : ৫৫
১২	০৪ : ১৩	০৫ : ৩২	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৪	০৭ : ৫৪
১৩	০৪ : ১৪	০৫ : ৩৩	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৩	০৭ : ৫৩
১৪	০৪ : ১৫	০৫ : ৩৩	১২ : ০৩	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৩	০৭ : ৫২
১৫	০৪ : ১৫	০৫ : ৩৩	১২ : ০৩	০৩ : ৩০	০৬ : ৩২	০৭ : ৫১
১৬	০৪ : ১৬	০৫ : ৩৪	১২ : ০৩	০৩ : ৩০	০৬ : ৩১	০৭ : ৫০
১৭	০৪ : ১৬	০৫ : ৩৪	১২ : ০৩	০৩ : ৩০	০৬ : ৩০	০৭ : ৪৯
১৮	০৪ : ১৭	০৫ : ৩৫	১২ : ০৩	০৩ : ২৯	০৬ : ২৯	০৭ : ৪৮
১৯	০৪ : ১৭	০৫ : ৩৫	১২ : ০২	০৩ : ২৯	০৬ : ২৮	০৭ : ৪৭
২০	০৪ : ১৮	০৫ : ৩৫	১২ : ০২	০৩ : ২৯	০৬ : ২৮	০৭ : ৪৬
২১	০৪ : ১৮	০৫ : ৩৬	১২ : ০২	০৩ : ২৯	০৬ : ২৭	০৭ : ৪৫
২২	০৪ : ১৯	০৫ : ৩৬	১২ : ০২	০৩ : ২৯	০৬ : ২৬	০৭ : ৪৪
২৩	০৪ : ২০	০৫ : ৩৭	১২ : ০১	০৩ : ২৯	০৬ : ২৫	০৭ : ৪৩
২৪	০৪ : ২০	০৫ : ৩৭	১২ : ০১	০৩ : ২৮	০৬ : ২৪	০৭ : ৪২
২৫	০৪ : ২১	০৫ : ৩৭	১২ : ০১	০৩ : ২৮	০৬ : ২৩	০৭ : ৪১
২৬	০৪ : ২১	০৫ : ৩৮	১২ : ০১	০৩ : ২৮	০৬ : ২২	০৭ : ৪০
২৭	০৪ : ২২	০৫ : ৩৮	১২ : ০০	০৩ : ২৮	০৬ : ২১	০৭ : ৩৯
২৮	০৪ : ২২	০৫ : ৩৮	১২ : ০০	০৩ : ২৮	০৬ : ২০	০৭ : ৩৮
২৯	০৪ : ২৩	০৫ : ৩৯	১২ : ০০	০৩ : ২৭	০৬ : ১৯	০৭ : ৩৭
৩০	০৪ : ২৩	০৫ : ৩৯	১২ : ৫৯	০৩ : ২৭	০৬ : ১৮	০৭ : ৩৬
৩১	০৪ : ২৪	০৫ : ৩৯	১১ : ৫৯	০৩ : ২৭	০৬ : ১৭	০৭ : ৩৫

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER
ATAB
MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ৭০ নয়াপল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০, ফোন: ৯৩৩৪২৮০, ৯৩৩৩৫৮৬, মোবা: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫
চাঁপাই নবাবগঞ্জ অফিস: বড় ইন্দারা মোড়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk.**25.00**

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

IIUSTB

ভর্তি চলছে

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

অনার্স প্রোগ্রাম

মেধাবৃত্তির সুবিধা

- B.A in Al Quran and Islamic Studies
- B.Sc in Computer Science & Engineering
- B.Sc in Electrical & Electronic Engineering
- Bachelor of Business Administration

মাস্টার্স প্রোগ্রাম

- M.A in Al Quran and Islamic Studies
- Master of Business Administration

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমন্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরী
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)

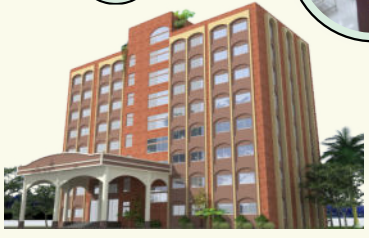

নিজস্ব খেলার মাঠ

01329-728375-78 www.iiustb.ac.bd info@iiustb.ac.bd

স্থায়ী ক্যাম্পাস : বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত